বা কি ছেলে হয়” বলিয়া মনে অনেক আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সময়ে এক একটী অদ্ভুতদৃশ্য বা অদ্ভুত-স্বভাব সন্তান প্রসূত হইয়া তাহা চিরদিনের নিমিত্ত জনক জননীর নিগূঢ় মনস্তাপের কারণ হয়।

সম্প্রতি আমরা সেইরূপ অদ্ভুত কয়েক মনুষ্যের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাহারা প্রস্তর মাত্র ভোজন করিয়া জীবন-যাপন করিত; অতএব তাহাদিগকে প্রস্তরাসী-মনুষ্য-শব্দে উক্ত করা হইল।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানসিস্ বতালিয়া নামক ইতালী-দেশীয় এক ব্যক্তি প্রত্যহ প্রায় একসের পরিমাণে প্রস্তর ভক্ষণ করিত। ডাক্তর বুলার সাহেব লিখিয়াছেন যে এই ব্যক্তি দুই হস্তে দুইটী প্রস্তর খণ্ড লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইলে শিশুর মুখে মাতা স্তন দান করিতে চেষ্টা করিলে সে তাহা মুখে লইল না। তদ্দর্শনে ধাত্রী প্রভৃতি সকলে চমৎকৃত হইয়া উঠিল। অনেক চিকিৎসক আহূত হইল। তাহারা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ধাত্রীকে বলিলেন যে বোধ হয় শিশু উহার খাদ্য আপনি হস্তে লইয়া আসিয়াছে। উহাকে ঐ প্রস্তর খণ্ড ভক্ষণ করিতে দেও। ধাত্রী একটু পাণীয়ের সহিত তাহা প্রদান করিল। শিশু তৎক্ষণাৎ তাহা উদরসাৎ করিয়া, আরো চাহিতে লাগিল। পরে, তাহাই তাহার আহার বলিয়া নির্ণীত হইল, ক্রমশঃ প্রস্তরের তিন চারি খণ্ড করিয়া প্রদত্ত হইতে লাগিল। শিশু একবারে সেই প্রস্তরগুলি মুখে করিয়া লইত, এবং একএকটী করিয়া গিলিয়া ফেলিত। পরে যখন অধিক পরিমাণে প্রস্তর ভক্ষণ করিতে লাগিল তখন একবারে অধিক সঙ্খ্যক প্রস্তর উদরমধ্যে একত্র স্থাপিত হওয়াতে পরস্পর আঘাতদ্বারা এক প্রকার ঠন্ ঠন্ শব্দ শ্রুত হইত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ সকল প্রস্তর পরিপাক হইয়া যাইত। তিন সপ্তাহ অন্তর একবার করিয়া সে কতকগুলি মলস্বরূপ মৃত্তিকা ত্যাগ করিত, এবং তদ্দ্বারা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আহার করিত। এক পিয়ালা বিয়র ও একটা চুরোট্ ও কতকগুলা প্রস্তর মাত্র তাহার আহার ছিল। সে মাংস ও রুটী খাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই তাহার সুখকর হয় নাই। সে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রাকার কর্ম্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল। সে আয়রলণ্ডের এক সৈনিক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার খাদ্যদ্রব্যের কিছুই প্রয়োজন ছিল না, অতএব সে তাহার প্রাপ্ত খাদ্য বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করিত।

এইরূপ অপর অনেক প্রস্তরাসীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্লেটিরস্ এই রূপ প্রস্তরাসী এক ভিক্ষুক বালকের বর্ণন করিয়াছেন। তাহারও উদরে ঐরূপ ঠুন্ ঠুন্ শব্দ শুনা যাইত। পাদরী পলিয়ন বলেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবিঙ দেশে ঐ রূপ একটী লোক আনীত হইয়া ছিল। সে আধবুরুল পরিমাণ প্রস্তর গিলিয়া ফেলিত, এবং মর্ম্মর প্রভৃতি কিঞ্চিৎ কোমল প্রস্তর দন্তদ্বারা চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিত। পাদরী পলিয়ন বলেন যে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার কণ্ঠনালী অতিপ্রসস্ত, দন্ত অতিশয় দৃঢ়, মুখের লালা বিশেষ জারক, এবং উদর সাধারণ লোকের উদরাপেক্ষা একটু নিম্ন প্রদেশে স্থিত ছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের এক জাহাজের নাবিকগণ উত্তর দিক্‌স্থ একটী দ্বীপহইতে এই মনুষ্যকে লইয়া আইসে। ইহার রক্ষকেরা ইহাকে প্রস্তরের সহিত কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে অভ্যাস করাইয়া ছিল; কিন্তু রুটী খাওয়াইতে কোন মতে পারে নাই। এই ব্যক্তি জল ও সুরা আহ্লাদপূর্ব্বক পান করিত; এবং এক পায়ের

উপর পর পা রাখিয়া ও দক্ষিণ পায়ের উপর দাড়ী স্থাপন করিয়া ১২ ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রা যাইত। অন্য সময়ে কেবল তামাক খাইত। পারি-নগরে কোন চিকিৎসক তাহার শরীরে আঘাত করিয়া রক্ত বহির্গত করিয়া ছিল। ঐ রক্তে জলের ভাগ অতি অল্প ছিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে ঐ রক্ত পলার সদৃশ কঠিন হইয়া গিয়াছিল। সে কয়েকটী অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কোন কথা কহিতে পারিত না। তাহাকে কিছু কিছু ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পারি-নগরে খ্রীষ্টীয়ান করা হইয়াছিল। সে কি বুঝিত বলা যায় না, পরন্তু ধর্ম্ময়াজকদিগের প্রতি সে ভক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিত।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এক অদ্ভুত প্রস্তরাশীর প্রদশনার্থ কোন ব্যক্তি লণ্ডন-নগরে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। আর ১৮৯০ অব্দের ২ আগষ্ট দিবসে রিচ্‌মণ্ড অভিনয়শালায় স্পেনদেশীয় এক প্রস্তরাশীর কার্য্য-প্রদর্শনার্থ এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয় স্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীগণ আসিয়া ইহাদিগের অদ্ভুতকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

উদ্ভট-বাক্য।

থিবীর চতুর্দ্দিক্‌-ভ্রমণকারী নাবিক লর্ড আন্‌সন্ দ্যূত ক্রীড়ায় অত্যন্ত আশক্ত ছিলেন। বাথ-নগরীয় প্রবঞ্চকগণ তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া তাঁহার জাহাজের সমুদয় ধন অপহরণ করিয়া লয়। এই ঘটনা দৃষ্টিকরিয়া এক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছিলেন; "লর্ড আন্‌সন্ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও পৃথিবীর গাত্রে কি আছে তাহা এ-পর্য্যন্ত দেখেন নাই"। অনেক ভ্রমণকারীই ঐ রূপ অন্ধ।

বিলাতের এক পরম পণ্ডিত অধ্যাপক কলেজে যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে নস্য লইবার প্রয়োজন হইল। তিনি যে দিকে গমন করিতেছিলেন, সেই দিক্‌দিয়া বায়ু বহিতে ছিল; নস্য হস্তে লইলেই তাহা উড়িয়া যায়; এইজন্য তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নস্য গ্রহণ করা হইলে, যে দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখেন যে, কলেজে না পহুঁছিয়া নিজ-গৃহসম্মুখে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্দেশের নস্যগ্রাহী অধ্যাপকদিগের মধ্যে এরূপ পণ্ডিত কত আছেন?

এক বিবাহিতা স্ত্রী এক অবিবাহিতা যুবতিকে কহিল, "কোন পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে ঝাঁপদিয়া অধঃশিরা হইয়া নিম্নস্থ কূপে পতিত হওয়া বরং ভাল, তবু বিবাহ করা ভাল নয়"। ইহা শুনিয়া যুবতি কহিল, "আমি ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি, যদ্যপি এমন জানিতে পারি যে সেই কূপমধ্যে একটী উত্তম স্বামী লাভ হইবে"।

এক জ্যোতির্ব্বেত্তা গ্রহপর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে তিনি এক খালের মাজখানে আসিয়াছেন; তাঁহার বুক অবধি জল। সেই খানে এক রজকের পত্নী বস্ত্র ধৌত করিতেছিল, জ্যোতির্বেত্তার এই অবস্থা দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল "অরে পাগল, উঠিয়া আয়। পাগলা-গারদের রক্ষকেরা কি অসাবধান! এমন পাগলকে ছাড়িয়া দিয়াছে!"

ইতালি-প্রদেশে সুবিখ্যাত কবি অরিয়স্তো নিজের বাসজন্য একটী ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার এক বন্ধু বলিল, "তোমার কাব্যে এমন শোভন অট্টালিকাসকল বর্ণন করিয়াছ; আর আপনি এই ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কিরূপে সন্তোষ লাভ করিলে?" অরিয়স্তো উত্তর করিলেন; "ইষ্টক-সংযোজন অপেক্ষা শব্দসংযোন সহজ"।

পাঁচ জন মদ্যপায়ী ব্যক্তির মধ্যে এক জন মদ্য পান করিয়া এতাদৃশ বিচেতন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করা সুকঠিন হইয়াছিল। তাহার সহচরদিগেরও বিলক্ষণ নেসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সঞ্জ্ঞাশূন্য হয় নাই। তাহারা সেই বন্ধুটীকে বাটী লইয়া যাইবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া চারিজনে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইল। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে স্নিগ্ধ-বায়ুসেবনে স্কন্ধারূঢ় ব্যক্তির চৈতন্য লাভ হইল। সে বুঝিতে পারিল যে বন্ধুগণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের পা টলাতে তাহার আরামের ব্যাঘাত হইতেছে। ইহাতে সে বলিল, "এমন ছাইও খাও যে পা টলে?"

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

মদ্ভাগবত। মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত। প্রথমস্কন্ধ, প্রথমখণ্ড। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত"। এই পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া আমরা কোন মতে সন্তুষ্ট হই নাই। বহু আয়াসে ইহার পাঠ করিয়াও ইহা মহর্ষি-দ্বৈপায়নকৃত মহাপুরাণের বাক্যের অনুবাদ, কি ভাষ্য, কি টীকা, কি তাহার আখ্যায়িকার অবলম্বনে একটী নূতন গ্রন্থ, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পুস্তক খানি অনুবাদ বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে বাক্যের প্রতিবাক্য-প্রয়োগ-রূপ অনুবাদের প্রধান লক্ষণটী দৃষ্ট হয় না। যদি বলি ইহা ভাষ্য, কিন্তু তাহাতে শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি ভাষ্যকার-কৃত গ্রন্থের লক্ষণমাত্র দেখিতে পাই না। ইহাকে টীকা বলায়ও সেইপ্রকার আপত্তি আছে। তবে ভাগবতের আখ্যায়িকানুযায়ি এক খানি নূতন পুস্তক বলিলে বলা যায়; কিন্তু তাহাতে একটী বিষম আপত্তি এই যে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বকপোলকল্পিত গল্প ছাপাইয়া প্রাচীন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকৃত ভাব রাহুগ্রস্ত করিয়া ভক্তজন-মণ্ডলীর কি প্রতারণা করিয়াছেন? এ কথা সহসা বলা দুষ্কর। এতদবস্থায় কএক জন রসিক নায়কের একটী মীমাংসা আমাদের স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। তাঁহারা রাজদ্বারে একটী স্বাদৃষ্ট হস্তী দেখিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। এক জন বৃহৎকায় কৃষ্ণ-বর্ণ জীবের শ্বেত দন্ত দেখিয়া কহিলেন; "বন্ধো, এটা অন্ধকার, মূলা ভক্ষণ করিতেছে"। তাহাতে অপরে স্বীয়-ন্যায়ব্যুৎপত্তি-প্রসাদে হস্তীর কর্ণদ্বয় দেখিয়া তর্ক করিলেন; "যদি তাহাই হইবে তবে কুলাসঞ্চালন কেন করিতেছে?" সহচর স্বীয় মীমাংসায় দোষারোপ দেখিয়া কহিলেক; "এ একটী মেঘ, এবং তাহাতে বক-পঙ্‌ক্তি উড়িতেছে"। ন্যায়বিশারদ বিদ্যাভূষণ উত্তর দিলেন, "সখে, তাহাও নহে, কারণ মেঘের চারিটা স্তম্ভ নাই"। শাস্ত্রকুশল প্রতিদ্বন্দ্বী কহিলেন, "তবে এটা কোন বান্ধব, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছে, "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ"। নৈয়ায়িক শাস্ত্রীর মতখণ্ডনে সর্ব্বদা তৎপর; তিনি ঐবাক্য

মুনিবামাস্ত্র আপত্তি করিলেন; "যদি তাহাই হইবে তবে লগুড় নাড়িবার প্রয়োজন কি ?" শাস্ত্রী পুনঃ কল্পনা করিলেন, "তবে এটা কোন বস্তুর ছায়া।" তাহার প্রত্যুত্তর তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত; "ছায়ার গর্জ্জন কি প্রকারে সম্ভবে" ? শাস্ত্রী হারিবার পাত্র নহেন, অতএব বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিলেন, "তবে এটা কিছুই নহে"। প্রস্তাবিত গ্রন্থ কি তদ্বৎ ? পক্ষপাতশূন্য পাঠকগণ পাছে মনে করেন যে আমাদিগের এই সন্দেহ সরল নহে, অতএব এস্থলে একটী প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে; এবং যে হেতুক তদর্থে অনেক আয়াসের আমাদিগের অবকাশ নাই, অতএব ভাগবতের প্রথম শ্লোকটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্যথা—

"জন্মাদ্যস্য যতোন্বয়াদিতরতশ্চার্থেম্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেন ব্রহ্ম হৃদা য় আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যত্ সূরয়ঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" ॥

ইহার প্রকৃত অর্থ যথা—"যাঁহাহইতে এই জগতের জন্মাদি হইয়াছে; যিনি সম্বন্ধাদি বিহীন; যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত; যিনি স্বয়ংসিদ্ধ; যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে হৃদয়দ্বারা সেই বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হন; যাঁহাতে ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি অসত্য হইলেও তেজঃ ও কাচে বারির ন্যায় সত্য বলিয়া বর্ত্তমান আছে, যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা সমস্ত কুহক বা ভ্রমের নাশ করেন; সেই সত্য পরমব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি"।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ব্যুৎপত্তিবলে তাহার এই অর্থ করিয়াছেন। "নানা পুরাণ প্রণয়ন এবং অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নেও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া পরাশরনন্দন ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে ভগবদ্গুণ বর্ণন-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আরম্ভ করিতে মানস করিয়া কহিতেছেন, আমরা প্রথমতঃ পরমসত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। তমঃ রজঃ এবং সত্ব নামক গুণত্রয়ের কার্য্যভূত ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতারূপ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থ সকলই অসত্য, কিন্তু যেরূপ তেজে এবং মৃণ্ময়-কাচাদিতে জলভ্রম হইয়া থাকে, সেই একমাত্র সেই পরমেশ্বর সত্য বলিয়াই ইহারাও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। উপাধিভেদে ঈশ্বর নানারূপ বলিয়া অন্যের ভ্রম জন্মে; কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম নাই; তিনি আপনার তেজদ্বারাই তাহার নিরাস করিয়া থাকেন। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস সেই পরমেশ্বরহইতেই হইতেছে। কারণ চরাচরাদি যাবতীয় কার্যে তাঁহার সম্বন্ধ এবং আকাশকুসুম প্রভৃতি সমস্ত অকার্য্যে তাঁহার অসম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। তিনি এক বার মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ন্যায় এই বিশ্বের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন; আবার কলস ও কুণ্ডলের ন্যায় এই বিশ্বরূপ কার্য্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম এই বিশ্বের কেবল কারণ নহেন; ইহাকে বিশেষরূপে অবগতও আছেন। তাঁহার সেই জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়। তিনি আদিকবি ব্রহ্মার অন্তঃকরণে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ বেদে পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়"।

ইহার পাঠে ব্যাসের বাক্যের কিরূপ অনুভব হয় তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। একটী শ্লোক আছে তাহাতে লেখে; "হে অবনীমণ্ডলের রসিক ভাবুক জন! শুকমুখের দ্রবসংযুক্ত নিগম-কল্পতরুর পরিণতফলস্বরূপ রসের আলয় যে ভাগবত তাহা মুহুর্মুহুঃ সম্ভোগ কর," এবং অনুবাদকও তাহা একটী সারবাক্য বলিয়া আপন পুস্তকের পুরঃ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের রচনার

প্রতি কি সেই বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে? ফলে আমাদের বোধে যাহারা প্রাচীন পূজ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থের এরূপ ব্যভিচার করে, তাহাদিগের নিমিত্ত সাহিত্যে কোন "পিলুড়ী" নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। কএক বৎসর হইল মৃত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের এক খানি অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সেখানি কোন কোন অংশে দোষী হইলেও উপস্থিত ব্যভিচারের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ।

২। "মহাভারত, আদিপর্ব্ব, নীলকণ্ঠ-প্রণীত-টীকাসমেত। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত"। এই গ্রন্থ খানি যোগ্য পণ্ডিতদ্বারা সম্পাদিত, অতএব, ইহার প্রতি আমাদিগের আপত্তি কিছুই নাই। পরন্তু মহাভারত কএক বার মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহার প্রথম অনুবাদ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মহারাজা মহতাবচন্দ্র বাহাদুরের আদেশে বর্দ্ধমানে কএকজন পণ্ডিত তাহার কিয়দংশ সম্পন্ন করেন। তদনন্তর গুণালঙ্কৃত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতের আদ্যন্ত ভাষান্তরিত করিয়া বিদ্যানুরাগিজনসমাজে এক উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। এবং সম্প্রতি তিন চারি ব্যক্তি তৎকর্ম্মে পুনঃনিযুক্ত হইয়াছেন। এবংবিধায় আমরা প্রত্যাশা করি যে তর্কালঙ্কার মহাশয় ভারতের অবিকলানুবাদ-সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন। রচনাচাতুর্য্যের অনুরোধে এতদ্দেশীয় অনুবাদেকেরা মূলের মধ্যে নূতন কথা প্রবেশিত করিয়া প্রায়ই মূলার্থের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন; এবং অদ্যকার প্রথম সমালোচিত গ্রন্থে তাহার একটী প্রধান উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয় যেন ঐ মহাদোষের সর্ব্বোতোভাবে পরিবর্জ্জন করেন। স্বকপোল-কল্পিত গ্রন্থে যথেচ্ছায় উত্তম রচনা-চাতুর্য্য নিবিষ্ট করিলে প্রশংসার কারণ হয়; পরের অনুবাদে তাহার অনুসরণে প্রতারণা ঘটিয়া উঠে। ভারতের অনুবাদপাঠদ্বারা তাহাতে ব্যাস কিরূপে কি লিখিয়াছেন লোকে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে, অনুবাদকের রচনা-ক্ষমতার পরীক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, এই কথাটী স্মরণ রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

৩। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় অপর এক খানি গ্রন্থের অনুবাদ মুদ্রাঙ্কনে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার নাম "কল্কিপুরাণ"। উপপুরাণমধ্যে এই খানি সর্ব্বাপেক্ষা নব্য। পরন্তু ইহাতে অনেক গুলি আখ্যায়িকা আছে, তাহার আলোচনায় প্রাচীন ইতিহাসের উপকার হইতে পারে। গ্রন্থখানি বৃহৎ; একব্যক্তিদ্বারা ভারতের সহিত তাহার সমাধা হওয়া দুষ্কর; পরন্তু অনুবাদকের বয়ঃক্রম অদ্যাপি অধিক হয় নাই; অতএব ভরসা করি তিনি উভয় সঙ্কল্পেই সিদ্ধকাম হইবেন।

৪। "ভক্তসর্ব্বস্ব অর্থাৎ শ্রীচরণ-চিহ্ন-বর্ণন শ্রীহরিশ্চন্দ্র কৃত"। বারাণসী-নিবাসী-শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রবিষয়ে বিশেষ অনুরাগী। তিনি নানা গ্রন্থহইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ ও করকমল চিহ্নের বর্ণন উদ্ধার করিয়া ভক্তজনের বিশেষ সমাদর ভাজন হইয়াছেন। পরন্তু কাব্য খানি হিন্দী ভাষায় রচিত হওয়াতে এতদ্দেশে তাহার সচরাচর ব্যবহার হইবার বিশেষ আশা নাই।

৫। "কাব্য-কলাপ। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত"। এই কবির দুই খানি রচনার গুণানুবাদ পূর্ব্বে এতৎপত্রে করা হইয়াছে; সম্প্রতি অধিক কিছু বক্তব্য নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবুক রসজ্ঞ এবং সুলেখক; তাঁহার রচনা-পাঠে সহৃদয়বর্গের তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। আমরা "কাব্য-কলাপ" পাঠে আনন্দানুভব করিয়াছি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচকমাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬২ খণ্ড।

মাতালের পিলুড়ি।
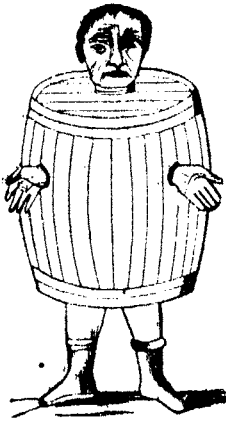
মাতালের লবাদা।

সুরা-সেবন অশেষ দোষাবহ। এই প্রযুক্ত অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ দৃঢ়রূপে সুরাপানের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের অত্যন্ত প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই হলাহলের অধিক ব্যবহার ছিল। তাহাতে অনেক অনর্থ উৎপন্ন হওয়াতে ঋষিরা তাহার নিষেধ করেন, এবং তদ্দারা ঐ অত্যাচারের একেবারে দমন হয়। আমাদিগের মধ্যেও অনেকে বাল্যকালে পল্লীগ্রামে কখন কাহাকে সুরাপান করিতে দেখেন নাই। পরন্তু ইংরাজদিগের সংসর্গ-প্রভাবে এদেশে সুরার প্রাদুর্ভাব পুনঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে নগরের ত কথা দূরে থাকুক, অনেক পল্লীগ্রামেও ভদ্র ব্যক্তিদিগের নূতন বৈঠক-খানা সুরাদেবীর সেবার নিমিত্ত অহরহ উৎসর্গিত হইতেছে। পান-দ্বেষী প্রসিদ্ধ হিন্দুজাতি এক্ষণে এতাদৃশ মদ্যপায়ী হইয়া উঠিতেছে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সুরার অনিষ্টকারিতা-বিষয়ে ইউরোপ ও এতদ্দেশে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। সুরা-পায়িগণের দণ্ডের কৌতুকাবহ বিধানমাত্র এস্থলে অভিলক্ষ্য; ঐ দণ্ডের পিলুড়ি যন্ত্র উপরে প্রকটিত হইল, তদ্দৃষ্টে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবে। এই যন্ত্রের কল্পনা নূতন নহে; পূর্ব্বে ইউরোপে সুরা-পায়ী মাতালদিগকে ঐরূপ একটী যন্ত্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া শাসন করা হইত। উহা একটী পীপামাত্র, সেই পীপার মধ্যদিয়া মাতালের মাথা ও দুই পার্শ্ব দিয়া তাহার দুইটী হাত বাহির করিয়া দেওয়া হইত। কেবল মধ্য দেহটী পীপার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিত।

যে সকল সদ্বংশজাত ব্যক্তি নিয়ত সুরাপান করিয়াথাকেন তাহাদের সুচিক্কণ বহুমূল্য আবা চোগা প্রভৃতি পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে যদি তাহাদিগকে ঐ-রূপ একটী লবেদা পরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের কিরূপ শোভা হয়, একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অদ্ভুত উদ্‌বাহ নিয়ম।

হাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর আখ্যান একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত আছে; এবং গ্রন্থকারেরা তাহার বিশেষ কারণ দর্শাইতে ত্রুটি করেন নাই। পরন্তু ঐ ব্যাপারটী যে একান্ত অসাধারণ এমত নহে। পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে ব্যাক্ত হয় যে তদ্রূপ ঘটনা অন্যত্রও ঘটিয়া থাকে; অধিকন্তু তাহা কদাচিৎ নাহইয়া দেশাচার বলিয়া গণ্য আছে। হিমালয় পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কএক জাতীয়া স্ত্রী আছে যাহারা নিয়মিত একাধিক ব্যক্তিকে এককালে বিবাহ করিয়া থাকে। সাংসারিক সুবিধার জন্য দুই চারি ভ্রাতাকে বিবাহ করাই তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রীতি হইয়াছে। দ্রৌপদী সেই জাতীয় ছিলেন, একথা বলিতে ইচ্ছা করি না, পরন্তু তদ্রূপ অপর দৃষ্টান্ত দেওয়ায় হানি নাই।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত মহীসূর প্রদেশের নিকট নীলগিরি-নামে এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে টোডানামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। হিমালয়িনদিগের ন্যায় তাহারা সকল ভ্রাতাতে মিলিয়া এক স্ত্রী বিবাহ করে। অপর দ্রৌপদীর যেমন এক এক স্বামীর নিকট এক বৎসর করিয়া থাকিবার নিয়ম ছিল, টোডাজাতীয় স্ত্রীগণ সেই-রূপ এক এক মাস করিয়া এক এক স্বামীর সহিত সহবাস করে। ইহাদের আর একটী বিশেষ রীতি আছে; উহাদের সকল ভ্রাতায় মিলিয়া যে স্ত্রী বিবাহ করে আবশ্যক হইলে তাহাকে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত অন্য পুরুষকেও পতিত্বে বরণ করিতে দেয়। এপ্রকার ব্যবস্থা সত্বেও তাহাদের ভ্রাতৃপরস্পরে কোন বিরোধ হয় না। তাহাদের পত্নী যাহাদিগকে নূতন বিবাহ করিয়া আনে তাহাদের সহিতও তাহারা সৌহার্দ্দ্য-ভাবে মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে। সন্তান জন্মিলে সকল পিতা তাহার সমান আদর ও যত্ন করে, ও ঐ সন্তান সকল পিতারই অধীনে থাকে। যদি কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে স্ত্রীর প্রথম স্বামী তাহার প্রথম সন্তানকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

স্ত্রীদিগের প্রায় ১৫-১৬ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। যাহার সহিত প্রথম বিবাহ হয় তাহার অপোগণ্ড ভ্রাতারা ঐ বিবাহেই পত্নী প্রাপ্ত হয়; এবং বিবাহের পরে তাহার আর যে সকল ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে তাহারা জন্মাবধি সেই স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া জানে। বিবাহে কন্যা ও বরের পিতা তাহাদের সংযোজন করিয়া দেয়। বরের পিতা কন্যার পিতাকে এক খানি নূতন বস্ত্র ও একটা মহিষ উপঢৌকন দেয়। ঐ উপঢৌকন গৃহীত হইলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। বিবাহের সময় কন্যা তাহার পিতার নিকট হইতে কয়েকটা মহিষ ও অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। বিবাহোৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

গর্ভিণ্যবস্থায় টোডাজাতীয়া স্ত্রী গৃহে থাকিতে পায় না। সে সময় তাহাকে একাকী অরণ্যমধ্যে

অবস্থিতিকরিতে হয়। ঝড় বৃষ্টিতে বৃক্ষতল ভিন্ন তাহার আশ্রয়ান্তর থাকে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুদিন তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। তখন ঐ সন্তানের পিতৃগণ ভিন্ন আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইলে সন্তানের নামকরণ করিয়া তাহাকে সাধারণ-সমক্ষে বাহির করা হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী রজপুতদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কন্যাসন্তান নষ্ট করিবার প্রথা ছিল ; অতি অল্পদিন তাহা রহিত হইয়াছে। বোধ হয় সেই কারণে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্খ্যা অতি অল্প, এবং তন্নিমিত্ত এক স্ত্রীর সহিত বহু নায়কের বিবাহ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, তাহারা অন্য কোন জাতির স্ত্রী গ্রহণ করেনা; সুতরাং ইহাদের সহিত অন্য কোন জাতির মিশ্রণ সঙ্ঘটিত হয় নাই ; ইহা তাহাদের মুখের গঠনেও স্পষ্ট প্রকাশ করে।

অদ্ভুত বাদাভূমি।

ন্স দেশের পশ্চিম উপকূল-হইতে পূর্ব্বদিকে বৃক্ষ-শিলাদি-পরিশূন্য এক অসীম সমতল ক্ষেত্র জর্ম্মণীর উত্তর দিয়া সিবিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার মধ্যে মধ্যে এক এক প্রকাণ্ড বাদা দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল স্থান একবারে জীবসম্পর্ক শূন্য নহে; পরন্তু তত্রত্য অবিশুদ্ধ-বায়ুসেবক ক্লিষ্টকায় কুটীর-নিবাসী মনুষ্যগণ যে কষ্টে সেই বাদার সমীপে বাস করে, এবং তত্রত্য পশু পক্ষী যে প্রকার অশুভব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনি নিঃসারিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তাহা দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

এই সকল বাদার উপরিভাগে উদ্ভিদময় এক আচ্ছাদন থাকে। তাহা পচিয়া তলদেশে কর্দ্দমাকারে স্থাপিত হয়। পরে তাহা আরো নিম্ন প্রদেশে গিয়া বোদমাটীর সদৃশ এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ স্তরে পরিণত হয়।

উপরিউক্ত আচ্ছাদন একপ্রকার জলীয় উদ্ভিদ। প্রথমাবস্থায় ঐ উদ্ভিদ্ জলে নিমগ্ন হইয়া থাকে। পুষ্পোদ্গম-কালে তাহা জলোপরি একবার মস্তকোত্তোলন করে। তাহার পরে তাহা যেমন নিম্নগামী হয় তেমনি ঐরূপ শৈবাল স্তরে পরিণত হইয়া যায়।

ত্রয়োদশ খ্রীস্ট শতাব্দী অবধি এই বোদমাটী ইন্ধনের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ষোড়শ শতাব্দী অবধি ওলন্দাজগণ ঐ বোদমাটী উত্তোলন ও ব্যবহার-যোগ্য করিবার পূর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।

এই বাদা দক্ষিণ আমেরিকা সাইবীরিয়া, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মণি, স্কট্লণ্ড, জট্লণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে. আল্প পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ এক এক স্থানে এবং কেন্দ্রসন্নিহিত কোন কোন প্রদেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে ইউরোপের এই বাদাবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র দিক্‌ভ্রান্তিজনক আলোক জনক ভূতের অর্থাৎ আলেয়ার নিবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, অতএব তৎকালে কেহই সেই সকল স্থানে গমন করিত না। এখন সে সকল স্থানে খাল উৎখাত হইয়াছে, এবং লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপে ভ্রমণকারীগণ যখন এই সকল পথ দিয়া গমন করেন তখন তাহার দুই পার্শ্বে সেই মরুস্থলবাসী দুঃখি দরিদ্র ক্লিষ্ট মনুষ্যগণ ও

উত্তোলিত স্তূপাকার বোদমাটীর রাশি দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এই সকল প্রকাণ্ড বাদা অতি ভীষণ পদার্থ। যত দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তত দূর ইহার উপরিভাগ নানাপ্রকার একত্র জড়িত ঔদ্ভিজ কি গ্রীষ্ম কি বসন্ত চিরদিন আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নে অন্ধকারময় অতলস্পর্শ জলরাশি। কখন কখন বায়ু তাড়নে অথবা আভ্যন্তরিক কোন প্রাকৃতিক কারণে ঐ উদ্ভিদ-আচ্ছাদন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; তখন ঐ কালিন জলরাশি মুমূর্ষু ব্যক্তির জ্যোতির্বিহীন নয়নের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে। সেই জল আলোকের অভেদ্য। সমুজ্জ্বল সূর্য্যের প্রতিবিম্বও তাহাতে মলীনরূপে দৃষ্ট হয়। তাহাতে কোন মৎস্য বাস করিতে পারে না; তাহার উপরি লোক গতায়াত করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতে পড়িলে জীবন রক্ষা হওয়া ভার। কোন কোন স্থলে তাহার পার্শ্বে যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে পথিক তাহাহইতে একটু স্খলিতপদ হইলে একবারে সেই জলগর্ভে নিপতিত হয়। পতিত হইবামাত্র ভাসমান উদ্ভিদরাশি তাহাকে চাপিয়া ধরে। আর তাহার উঠিবার শক্তি থাকে না। মারাত্মক বাদা তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

এই সকল বাদা যদিও একস্থানে গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করে দেখা যায়, কিন্তু ইহার বিনাশিকা-শক্তি নিবৃত্তচেষ্ট নহে। অল্পে অল্পে ইহা সমীপ-বর্ত্তী ভূতল ভেদপূর্ব্বক বৃক্ষ গুল্ম ও জীব জন্তুকে কবলিত করিয়া লয়।

এই বাদার নিম্নস্থ ভূস্তরে প্রাচীন কালের বহুল চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তাহাতে বোধ হয় যে ঐ স্থান পূর্ব্বে বহুজনাকীর্ণ ছিল; ফলে এককালে যেখানে প্রকাণ্ড জীব জন্তু বিচরণ করিত, মহা-দ্রুমসকল লোকমণ্ডলীকে ছায়াদান করিত, সুবিস্তৃত পথদিয়া পথিকগণ গমনাগমন করিত, ধনপূর্ণ জল-যান এক স্থানহইতে স্থানান্তরে নীত হইত, বাণিজ্যের কোলাহলের সীমা ছিল না, এক্ষণে সেই স্থানে ঐ সকল বিস্তীর্ণ জলাশয় আপনার সদ্য বিনাশিকা-শক্তি প্রকাশ করিতেছে।

কখন কখন এই বাদা আবার উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে আয়রলণ্ড দেশের টলা-যোর-নামক স্থানে এক বাদা প্রচণ্ডবেগ-পঙ্কিল-প্রবাহে প্রায় ৪-৫ ক্রোশ ভূমি আচ্ছাদিত করিয়া-ছিল। স্রোতোমুখে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিছুই রক্ষা পায় নাই; বৃক্ষশ্রেণী, গৃহাবলী সকলই ভূমিসাৎ হইয়া ছিল। শত সহস্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ইহার স্রোতোবেগ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল, কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হয় নাই। অব-শেষে তাহা আপনাপনি ক্ষীণবল হইয়া সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সমুদ্রমধ্যেও ঐরূপ শেয়ালা ও কর্দ্দম বিশিষ্ট মরুস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্স ও ইংল-ণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র ভাটার সময় যখন উভয় কূল পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর অপসৃত হইয়া যায়, তখন সেই সকল সমুদ্রাবৃত স্থানে ঐ রূপ বাদার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্পেনদেশীয় ধর্ম্ম-বিচারালয়।

থন খ্রীষ্টধর্ম্ম ইউরোপে প্রবল হয়, তখন তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও তাহার উন্নতির নিমিত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাধিপতি পোপ এক বিচারালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে রোমান্ কাথলিক

ধর্ম্মমত ব্যতীত অন্য কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত ইউরোপে তাদৃশ প্রবল ছিল না। যাহারা প্রচলিত রোমান্-কাথলিক-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত বা কোন কার্য্য করিত তাহারা এই বিচারালয়কর্তৃক ধৃত হইয়া অতিকঠিন দণ্ড প্রাপ্ত হইত। এইরূপ বিচারালয় ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সদেশে ও তাহার অল্পদিন পরেই স্পেনদেশে স্থাপিত হয়।

এইরূপ বিচারালয় জর্ম্মণি পোলাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশেও স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তত্তৎস্থানে তাহা লুপ্ত হয়। কেবল স্পেন ও পোর্ত্তুগাল দেশে ইহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিরূপে এই বিচারালয়ে অপরাধিদিগের অপরাধ সপ্রমাণ ও তাহাদিগের দণ্ড প্রদান করা হইত, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বিচারকদিগের নিকট কোন চর আসিয়া কাহারো কোন অপরাধের কথা বলিত। তচ্ছ্রবণমাত্র বিচারকগণ গোপনে তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতেন। আবশ্যক মত এক বা অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত। সাক্ষিগণ শপথপূর্ব্বক যাহা বলিত তাহা লিখিয়া রাখা হইত। পরে বিচারপতিদিগের সম্মতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক অপরাধীকে ধৃত করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইত। দূতগণ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রায় রাত্রিকালেই অপরাধীকে আক্রমণ করিত। অপরাধীকে যেমন অবস্থায় পাইত তেমনি অবস্থায় বিচারালয়ে আনয়ন করিত; কিছুই পরিবর্ত্তন করিবার অবকাশ দিত না।

বিচারালয়ে আনীত হইলে তাহাকে "কি অপরাধ করিয়াছ," জিজ্ঞাসা করা হইত। সে কি অপরাধে বিচারালয়কর্তৃক ধৃত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, সুতরাং সে প্রায়ই কিছুই বলিতে পারিত না, অথবা হয় ত আপনি যাহা যাহা করিয়াছে সকল কথাই বলিয়া ফেলিত। উভয় পক্ষে কারাগারই তাহার প্রথম বসতি-স্থল, সুতরাং সেই খানে যাইতে হইত।

কারাগৃহ দুই তিন প্রকার ছিল। এক-প্রকার গৃহ আলোকবিশিষ্ট বায়ুর সঞ্চালন উপযুক্ত। তাহাতে সামান্য প্রকার অপরাধে অপরাধী লোকেরা বাস করিত। অপর একপ্রকার কারাগৃহ তাদৃশ না হইলেও নিতান্ত নিকৃষ্টও নহে। তাহাতে বিচারালয়ের অপরাধী ভৃত্যগণ আবদ্ধ থাকিত। তৃতীয়প্রকার গৃহ অন্ধকারময় ও বায়ু-সঞ্চালনশূন্য। সেই সকল গৃহ ধর্ম্মভ্রষ্ট লোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শেষোক্ত অপরাধী সকলকে কিছুকাল এই স্থানে থাকিতে হইত। তাহারা একটু আলোক পাইত না, ও মানবগণের সহিত কথা কহিতে পাইত না; অল্পাহারে, কদর্য্য-বায়ু-সেবনে, তথায় যন্ত্রণায় আকুলিত হইত। মধ্যে মধ্যে এক এক জন লোক তাহাদিগকে অপরাধ-স্বীকার-করিবার জন্য বুঝাইতে আসিত। এ পর্য্যন্ত সে কি অপরাধে ধৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারে নাই, তত্রাপি তাহাদের মধ্যে কেহ কোন প্রকারে জানিয়া হয় ত তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিত। কেহ বা তাহা না করিয়া আরো অধিকতর নিগ্রহ প্রাপ্ত হইত।

অপরাধিদিগকে অপরাধ-স্বীকার-করাইবার জন্য কারাগৃহে অনেক প্রকার যন্ত্রণা দিবার ব্যবস্থা ছিল। কাহারো অঙ্গুলি পেষণ করা হইত; কাহারো মাংস অল্পে২ ছিঁড়িয়া লওয়া হইত; কাহাকেবা একপ্রকার কাষ্ঠদণ্ডে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত; কাহারো বা বক্ষে প্রস্তর চাপাইয়া দেওয়া যাইত। যাহারা কোনমতেই কিছু অপরাধ স্বীকার

করিত না, তাহাদিগকে গোয়েন্দাদিগের উক্ত অপরাধের কথা শ্রবণ করান হইত, এবং তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ করা হইত। তাহারা যাহাদিগকে আপনাদের পক্ষে সাক্ষী মানিত, তাহাদিগের সাক্ষ্য প্রায়ই সেই হতভাগ্যদিগের পক্ষে কোন কার্য্যকর হইত না, কারণ তাহা প্রায়ই গ্রাহ্য হইত না; তথা যাহারা তাহাদিগের উকীল হইত, তাহারাও প্রায় বিপ্রতিপত্তি লাভ করিত।

এইরূপে বিচার-কার্য্য সমাধা হইলে দণ্ডের আজ্ঞা হইত। কাহাকে অতি কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করান, কাহারও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকরা, কাহারও কারা-বাস, কাহারও প্রাণ-বিনাশ, দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কি দণ্ডের আজ্ঞা হইল অপরাধী প্রথমতঃ তাহা শুনিতে পাইত না; যে দিন দণ্ড দেওয়া হইবে সেই দিন প্রাতঃকালে তাহা তাহার কর্ণগোচর করান হইত।

দণ্ডদিবার নিমিত্ত এক একটী সময় নির্দ্ধারিত ছিল; বৎসরের মধ্যে সেই সেই সময়ে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইত। যে যে স্থানে ঐ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তত্রত্য সাধারণ লোকের জ্ঞাপন নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে সেই সেই স্থানে ঐ অপরাধিদিগকে একত্রিত করিয়া দণ্ড প্রদান করা হইত। ইহা ধর্ম্মের কার্য্য, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত রবিবার বা অপর কোন পর্ব্বাহে দণ্ড দিবার বিধি ছিল, এবং পোপের প্রতাপ ও মহিমা প্রকাশাভিপ্রায়ে তাহা অনেক আড়ম্বর ও সমারোহে সম্পন্ন করা হইত।

সচরাচর নগরীর মধ্যস্থানে দণ্ডের স্থান নির্ম্মিত হইত। তথায় এক প্রশস্ত উচ্চ মঞ্চ লোহিতবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহাতে বিচারকগণ ও সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গ ও নিকটবর্ত্তী রাজপরিবারদিগের উপবেশনোপযোগী আসন শ্রেণীক্রমে স্থাপন করা হইত। তাহার সম্মুখে দর্শকবৃন্দের দর্শন-যোগ্য স্থানে দণ্ডভূমি নির্দ্দিষ্ট হইত।

নিরূপিত দিবসের অতিপ্রত্যূষে গিরিজার সময়-বিজ্ঞাপক ঘণ্টা নিনাদিত হইতে লাগিল; বিচারালয়ের বৃহৎ বহির্দ্বার উৎঘাটিত হইল; রক্ষক প্রহরী পরিবেষ্টিত অপরাধিগণ শ্রেণীক্রমে বহির্গত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ একদল নিষ্কোশখড়্গধারী অশ্বারোহী সৈন্য; তৎপরে অপরাধিগণ; তাহাদের দুই পার্শ্বে বিচারালয়-সম্পর্কীয় লোক; পশ্চাতে দুইজন ধর্ম্মযাজক উচ্চৈঃস্বরে অপরাধিগণকে অনুতাপ করিতে বলিতেছে। বিচারালয়ের কারাগৃহহইতে দণ্ডভূমি-পর্য্যন্ত যাইবার এইরূপ প্রথা ছিল।

যাহাদের সামান্য অপরাধ তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাবরণ-যোগ্য একটী সিথিল অঙ্গবস্ত্র পরান হইত, এবং সেই অঙ্গবস্ত্রে ভূতপ্রেতাদির বিবিধ অদ্ভুত কদাকার চিত্রে বিচিত্র করা হইত। যাহারা ঘোর অপরাধে অপরাধী, আর কিয়ৎক্ষণ পরে জ্বলন্ত হুতাশনে যাহাদের জীবন অবশেষ হইবে, তাহাদিগের মুখ অবধি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর মঙ্গলদ্রোহী দৈত্য পিশাচাদির ন্যায় সজ্জিত করা হইত।

এই প্রকার বেশধারী অপরাধিগণ, কারারক্ষক ও প্রহরী প্রভৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এক একটী করিয়া বহির্গত হইলে নগরের শান্তিরক্ষক রাজপুরুষগণ ও অপরাপর অশ্বারূঢ় সম্ভ্রান্ত লোক ও বহুসংখ্যক ধর্ম্মযাজক মহাসমারোহে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। সর্ব্বশেষে পোপের ও রাজার রাজদণ্ডাঙ্কিত রক্তবর্ণ পতাকাশ্রেণী উড্ডীন্ করিয়া বিচারকগণ গমন করিতেন; তৎপশ্চাতে অগণ্য শ্রমজীবী লোক পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিত।

প্রধানগণ ও অধিকাংশ অন্য ব্যক্তি আসন গ্রহণ করিলে একজন ধর্ম্মবক্তা দণ্ডায়মান হইয়া অর্দ্ধঘণ্টাযাবৎ উপস্থিত অপরাধের গুরুত্ব ও দণ্ডের আবশ্যকতা দেখাইয়া এক বক্তৃতা করিতেন। তাহা সমাপ্ত হইলে মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারী প্রধান বিচারপতি দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক অতি গম্ভীরভাবে সকলকে শপথ করিতে বলিতেন। সমুদায় লোক জানুপাতনপূর্ব্বক শপথ করিত যে তাহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ও সকল কষ্ট সহ্য করিয়া ঐ ধর্ম্ম বিচারালয়ের সপক্ষতা ও তাহার রক্ষা সাধনার্থ যত্নবান হইবে।

এই শপথ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে বিচারালয়ের সম্পাদক অপরাধিদিগের নামের তালিকা পাঠ করিতেন, এবং অপরাধির দণ্ডের আজ্ঞা ব্যক্ত করিতেন। কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বা কিয়ৎকাল কারাবদ্ধ বা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন প্রভৃতিদ্বারা যাহাদিগকে লঘুশাস্তি প্রদান করা হইবে তাহাদের নাম উচ্চারিত হইলে তাহারা জানুপাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিত, এবং তজ্জন্য আক্ষেপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিত। তাহার পরে দণ্ডবিধানানুসারে তাহারা অল্প বা অধিক কাল আবদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত কারাগারে প্রতিগমন করিত।

এক্ষণে যাহাদিগের নিমিত্ত স্তূপাকারে চিতা সজ্জিত হইতেছে তাহারাই কেবল সেই বধ্য ভূমিতে দণ্ডায়মান! দর্শকিগণ অনিমেষনয়নে তাহাদের ভাব ও অবস্থা দর্শন করিতেছে, ও নানাপ্রকার পর্য্যালোচনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কারাবাস যাতনায় কেহ শীর্ণ, কেহ জীর্ণ, কেহ বা রোগপ্রপীড়িত; এমন অবস্থায় সেই হতভাগ্যগণকে ঐ চিতোপরি স্থাপিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত! দেখিতে দেখিতে ধূম সহকৃত প্রজ্বলিত অনলশিখা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত, এবং কিয়ৎ কালের মধ্যেই সমুদায় ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিত।

এই সকল বিচারালয়ের প্রথম বিচারপতি তমাস দি তরকুইমাদা। লোরেন্ত ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহার সময়ে নয় সহস্র ব্যক্তি এইরূপে দগ্ধ হয়। তাহার পর দিএগো দেজা তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন। তিনি আটবৎসরের মধ্যে প্রায় ১৬০০ ব্যক্তির ঐরূপে জীবন নষ্ট করেন। তৎপরে বহুকাল ঈশ্বরের নামে এই নরহত্যা-কার্য্য অতিসমারোহে নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। জ্ঞানালোকের প্রভাবে অধুনা এই নৃসংস ব্যাপার রহিত হইয়াছে।

রাজপুত্র ইতিহাস।

রাজস্থান-ললামভূতা কৃষ্ণকুমারী নিধন প্রাপ্তহইলে (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতিদ্বয়ের বিরোধের মূল অপসারিত হইল। কিন্তু রাণা ভীমসিংহ দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গল নাই; মিবাররাজ্য উচ্ছেদের আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে।

মহারাষ্ট্রীয় ও যবনগণের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে; আক্রমণকারীমাত্রকে রাশি রাশি অর্থপ্রদান করাতে রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে; রাণার অধীনস্থ প্রধানগণ কেহই তাঁহার বশীভূত নয়। মিবারাধিপতি প্রজাশূন্য, অর্থশূন্য ও বলশূন্য হইয়া আপনাকে আসন্ন মৃত্যুগ্রস্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট মহারাষ্ট্রীয়দিগের দমনের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। রাণা দেখিলেন, ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার রক্ষা নাই। কেবল মিবার রাজ্য কেন? সমুদায় রাজপুতনা-প্রদেশ এই লুণ্ঠন-কারীদলের অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অতএব সমুদায় রাজপুত্র-নরপতিগণ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। এই সূত্রে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের শাসনসময়ে রাজপুত্র ভূপালবৃন্দের সহিত ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সখ্য বন্ধন হয়।

ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সর্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ দিল্লীতে সমুদায় রাজপুত্র নৃপতিগণের সম্মিলন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কেবল জয়পুরের রাজা ভিন্ন আর সকলে তথায় আপনাপন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহকাল বিবিধপ্রকার কথোপকথনানন্তর ব্রিটিশ্ রাজপ্রতিনিধি আপনাকে মধ্যস্থ করিয়া সমুদায় রাজপুত্র রাজাদিগের মধ্যে একতা স্থাপন করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা ভীমসিংহের সহিত এইরূপ সন্ধি হইল যে তিনি এবং ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সহায় থাকিবেন। ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে মহারাণা অন্য কোন ভূপতির সহিত কোন বিষয়ে মিলিত হইবেন না। ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট মহারাণার রাজ্যের রক্ষণ ও উন্নতি ও তাঁহার অপহৃত রাজ্যের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পাঁচ বৎসর মিবারের রাজস্বের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইবেন, ও তৎপরে চিরকাল আটভাগেরতিন ভাগ প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। আর ইহাও স্থির হইল যে ইহার পর যে সকল অপহৃত রাজ্য ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পুনর্লব্ধ হইবে তাহারও রাজস্বের ঐ প্রকার অংশ ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্ট চিরকাল প্রাপ্ত হইবেন।

১৮১৮-অব্দের জানুয়ারি মাসে এই সন্ধি হইল। ফেব্রুয়ারি মাসে একজন ব্রিটিশ্ রাজপ্রতিনিধি উদয়পুরের শান্তি-সংস্থাপন জন্য তথা প্রেরিত হইলেন। রাণা যথোচিত সম্মান-সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার রাজ্যের অকুশল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ব্রিটিশ্ রাজ-প্রতিনিধি উত্তর করিলেন "এই মহাবংশের কথা গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ অবগত আছেন; এবং তিনি মহারাণার মহিমা উজ্জ্বল ও তাঁহার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন যতদূর সাধ্য তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না"। অত্যল্পকাল এইরূপ কথোপকথনের পর বহুমূল্য উপঢৌকনাদি-প্রদানপূর্ব্বক রাণা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিকে শিবিরে বিদায় করিলেন। ব্রিটিশ্-রাজ-প্রতিনিধিও তৎপরে রাণাকে উপঢৌকনাদি প্রদানদ্বারা প্রত্যভিনন্দন করিয়াছিলেন।

মিবার রাজ্যের পূর্ব্বতম অধিকারের এক মানচিত্র ব্রিটিশ্-রাজ-প্রতিনিধির নিকটে প্রদর্শিত হইল। তাহাতে উক্ত রাজ্যের অধিকারের পূর্ব্ব আয় যে যেরূপ দৃষ্ট হইল, তদ্রূপ এক্ষণে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। এক্ষণে রাণার রাজনিয়মাবলীর কোন প্রভাব ছিলনা; তাঁহার শাসন সকলেই অগ্রাহ্য করিত; রাজ্যের প্রধান-পুরুষগণ ধর্ম্মজ্ঞান-রহিত ও বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; বানিজ্য রহিত হইয়া গিয়াছিল, এবং পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে ও মড়কে কৃষিকার্য্যেরও মূলসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল।

রাণার অধিকারে কেবল রাজধানী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগমাত্র ছিল। চিতোর ও মণ্ডল-গড় নামক আর যে দুইটী প্রদেশ রাণার কৃতজ্ঞ ভৃত্যগণ রক্ষা করিয়াছিল, তত্রত্য আয় তত্রত্য ব্যয়েই পর্য্যবসিত হইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশাধি-কারিগণ আপনাদের উপরি-পদস্থিত প্রধানগণকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া আপনারা স্বাধীন হইয়া বসিয়া-ছিল। তাহারা কেবল আপনাপন স্বার্থসাধনেই তৎপর, কাহারো প্রতি কাহারো সদ্ভাব ছিল না। এজন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদেরও অভাব থাকে নাই। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতবাসী ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতীয়েরা নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক লোক-সাধারণের গম্য পথ অবরোধ করিয়া থাকিত; এবং বণিক্, পথিক, বরকন্যা, যাহাকে পাইত, তাহারই সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে আপনাদের বন্য নিকেতনে লইয়া যাইত। ধর্ম্ম-যুদ্ধ-নিপুণ রাজপুতদিগের তেজ ও ধর্ম্ম ও বুদ্ধি এমনই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা সেই সকল অসভ্য-জাতীর সহিত মিলিত হইয়া লোকদিগের উপর উপদ্রব করিত। এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় কিরূপে রাজ্যের শান্তি-স্থাপন-প্রণালী ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

উদয়পুর-রাজধানী পূর্ব্বে ৫০সহস্র গৃহ ও তদুপ-যুক্ত লোকদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহার তিন সহস্র গৃহেও যথেষ্ট লোকছিলনা। অবশিষ্ট গৃহ গুলি পতনোন্মুখ হইয়া ছিল। লোকেরা সেই সকল গৃহহইতে কাষ্টখণ্ড লইয়া আবশ্যকমত ইন্ধনের কার্য্য করিত। ১৮১৮খ্রীষ্টাব্দে মিবার রাজ্যের ৪০,০০০ চল্লিস সহস্র টাকার অধিক আয় সঙ্গৃহীত হয় নাই। মহারাজা এসময়ে এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে তাঁহার ৫০টীর অধিক যৌটক ছিলনা। তিনি কোটা রাজ্যের অধিপতি জালিম সিংহের সাহায্যেই এপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় ব্রিটিশ-রাজের প্রতিনিধি কিরূপে রাজ্যের শান্তি-সংস্থাপন ও উন্নতি-সাধন করিবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মিবারের সৌভাগ্যাবস্থায় তাহার রাজকার্য্য চারি জন প্রধান রাজপুরুষদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত।

১ম, প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী।

২য়, বকসী অর্থাৎ সেনাধিপতি।

৩য়, সুরতনামা অর্থাৎ আয় ব্যয় প্রভৃতির হিসাব ও দলিল রক্ষক।

৪র্থ, সহী অর্থাৎ আদেশপত্র-রক্ষক।

প্রথম, প্রধান। যে বংশের কেহ কখন সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই এতাদৃশ-বংশীয় লোককে প্রধানপদ অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব প্রদান করা হইত। তাহার হস্তে ভূমি সম্পর্কীয় ও আয়ব্যয় সম্পর্কীয় সমুদায় কার্য্য-ভার সমর্পিত থাকিত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও রাজকর-সঙ্গ্রাহক নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার অধীনে চৌদ্দটী যোড়া অর্থাৎ কার্য্য-বিভাগ ছিল, তাহাতে রাজ্যের ব্যয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

দ্বিতীয়,বকসী। যে বংশের লোকেরা প্রধান-পদবীতে অভিষিক্ত হইতেন তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অথচ অসৈনিক বংশোৎপন্ন, এমন লোককে বকসী বা সৈন্যাধিপতি পদপ্রদত্ত হইত। তাহার কার্য্য সৈন্য ও ভূমি উভয় সম্পর্ক মিশ্র, তিনি সৈন্যের হিসাব রাখিতেন, আবশ্যকমত সাময়িক (ঠীকা) সৈন্যসকল নিযুক্ত করিতেন, ও তাহাদের বেতনাদি প্রদান করিতেন। অপর তিনি এক একটী সৈন্য দলের উপরে এক এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

সৈন্য-দল প্রেরণ করিতেন। বক্সী যখন কোথাও গমন করিতেন, তাঁহার সঙ্গে রাজকীয় পতাকা যাইত ও ঢক্কাবাদিত হইত। তাঁহার আহ্বানে রাজ্যের অত্যুচ্চ সম্ভ্রম সম্পন্ন পুরুষেরাও একত্রিত হইতেন। তাঁহার হস্তহইতে সমুদায় অধিকারও বাজেআপ্তি-পত্র বাহির হইত। বক্সীর অধীনে চারি জন প্রধান কার্য্য-সম্পাদক থাকিত। তাহাদিগের এক জন অধিকার-পত্র-সকল লিখিত; দ্বিতীয় ব্যক্তি আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিত; তৃতীয় ব্যক্তি অধিকারপত্র সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত; চতুর্থ ব্যক্তি সমুদায় কাগজ পত্রের প্রতিলিপি রাখিত।

তৃতীয়, সুরতনামা। রাজপুরের সমুদায় ব্যয় সুরতনামার হস্তদিয়া নির্ব্বাহিত হইত। সুরতনামা ব্যয়ের অনুমতি দিতেন, ও তাহার হিসাব রাখিতেন। তাঁহার চারি জন সহকারী থাকিত। তাহারা প্রাত্যহিক আয়ব্যয় স্থিতির বিষয় বিজ্ঞাপন করিত।

চতুর্থ, সহী।—ইঁহার উপরে স্বরাজ্য ও অপর রাজ্য সঙ্ক্রান্ত তাবদীয় লিপি লিখনের ভার অর্পিত ছিল। তিনি রাণার দানপত্র ও তদ্দত্ত অধিকার-পত্র-সকল লিখিতেন, এবং রাণা ধর্ম্মার্থ যে সকল দানপত্র লিখিয়া দিতেন তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

প্রাত্যাহিক দান অবধি পাট্টা পর্য্যন্ত সমুদায় কাগজপত্রে সকল মন্ত্রী স্বাক্ষর করিতেন। ইহাতে পরস্পারের প্রতি পরস্পরের শাসন রক্ষা হইত। রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধীয় এই উচ্চপদাধিষ্ঠিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত রাণার স্বনিয়োগে নিম্ন-শ্রেণী-ভুক্ত ছত্রিশটী অধ্যক্ষের অধীনে ছত্রিশটী "কারখানা" প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের মধ্যে বিচারকগণ ও দপ্তররক্ষক, টঙ্কশালাধ্যক্ষ, সৈন্যাধ্যক্ষ, রাজচিহ্ন-রক্ষক, রত্নরক্ষক, রাজপরিচ্ছদরক্ষক, রাজব্যবস্থাপত্র-রক্ষক, পাকশালাধ্যক্ষ, রণবাদ্যাধ্যক্ষ, প্রধান পরিচারক এবং অন্তঃপুররক্ষক, এইকয় ব্যক্তিই প্রধান।

মিবারের রাজকীয়-পদ উত্তরাধিকারি পরম্পরায় অধিকৃত হইত। এজন্য সাধারণ লোকে তদ্বিষয়ে আশারূঢ় হইত না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মিবারের রাজ্যের পুনরভ্যুদয়ের জন্য সযত্ন হইলেন, তখন তদ্দেশীয়ের না কাহারো কোন প্রশংসনীয় গুণ ছিল, না কাহারো কোন প্রভাব বা সততা পরিলক্ষিত হইত। তখন ধর্ম্মিষ্ঠ পাঞ্চোলী বা উমরাচাঁদের বংশীয়দিগের মধ্যেও কাহাকেও উপযুক্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু তখনো মিবাররাজ্যের উন্নতির মূল একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই; তখনো বিলক্ষণ আশা ছিল যে ক্ষেত্র ও কর্ম্ম পাইলেই সকলের বুদ্ধি ও বল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।

রাণা বুদ্ধি বিদ্যা ও বিবেচনাতে অতি নিপুণ-ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার অত্যুন্নত বংশমর্য্যাদাও তাঁহার অন্তরে জাগরূক্ ছিল। কিন্তু তিনি ক্রীড়া কৌতুক-পরতন্ত্র হইয়া রাজ্যের এই অভাব-সকল পরিপূরণে একান্ত অসমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা ও ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে পারিতেন, কিন্তু আপনি তদনুরূপ কিছুই করিতেন না।

ব্রিটিশ-রাজপ্রতিনিধি বিবেচনা করিলেন, রাজ্যের প্রধানগণকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে হইবে। যদি তাঁহারা এখানে উপস্থিত হন তাহা হইলে তাঁহাদের রাজবশ্যতা স্বীকার করা হইবে।

এইসকল প্রধানপুরুষ একান্ত রাজবিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ এরূপ শপথ করিয়াছিল যে বরং স্ত্রীলোকের নিকট মস্তক অব-

নত করিব, কিন্তু রাণার অধীনতা স্বীকার করিব না। কিন্তু ইংরাজদিগের নামে সকলেই এরূপ তটস্থ হইয়াছিল যে ব্রিটিশ প্রতিনিধির আজ্ঞাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। নীতিশূন্য অসভ্য হামিরাজাতীয় ও বন্ধবৈর চণ্ডাবৎবংশীয় প্রধানগণ ওরাজআজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিল। অল্পদিনমধ্যে রাণা দেখিলেন, তাঁহার সভা রাজ্যের প্রধান পুরুষগণে পরিপূরিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রিটিশ-রাজ-প্রতিনিধি মিবার-রাজ্যের প্রধান স্তম্ভসকলে শৃঙ্খল যোজনা করিলেন, কিন্তু এখনো দেশ প্রজাশূন্য রহিয়াছে; অতএব অবিলম্বে তিনি পলায়িত প্রজাগণের পুনরানয়ন জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

যাহারা মিবাররাজ্য-হইতে পলায়ন করিয়া অন্যান্য দেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের সেই সেই দেশস্থ লোকদের সহিত বাধ্যবাধকতা জন্মিয়া ছিল। কিন্তু রাজপুতদিগের হৃদয়-হইতে স্বদেশানুরাগ অন্তর্হিত হইবার নয়। যেমন তাহারা স্বদেশের শান্তি-সংস্থাপন-ঘোষণা প্রাপ্ত হইল, অমনি তাহারা দলে দলে আপনাদের "বাপোতা" অর্থাৎ পৈতৃক-ভূমির অধিকার করণ মানসে মিবারে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। এক সময়ে যেখানে শত সহস্র গৃহ-শ্রেণী অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল, কৃষ্যুপযোগী পশু-সকল পালে পালে শত্রু-শিবিরোদ্দেশে তাড়িত হইয়াছিল, ক্ষেত্রস্থিত অমূল্য-শস্য-সম্পত্তি মহারাষ্ট্রীয় অশ্বগণ ছিন্ন ভিন্ন ও কবলিত-করিয়াছিল, এবং অলভনীয় অর্থের পরিবর্ত্তে দেশের প্রধান-পুরুষগণ বন্দীভাবে নীত হইয়াছিল,—সেই উৎসন্নপ্রায় মিবার-রাজ্যে পুনরায় শান্তি-সংস্থাপন, বহুদিনান্তরিত ও পরস্পরের পরিচয়াক্ষম বার্দ্ধক্য ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের স্বদেশ সমাগম, এবং অর্দ্ধবিনষ্ট গৃহের সংস্কার ও মার্জ্জনা, এই অশাতীত অসম্ভাবিত ঘটনার ঘটনা কি আনন্দ কর, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা বিস্মৃতহইতে পারিবেন না।

প্রথমে (১৮৭৫ সংবৎ) ৩রা শ্রাবণ তিন শত কৃষক তাহাদের কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া রাজপতাকা ও বাদ্যোদ্যম-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গণেশের মন্দির নির্ম্মাণ ও চিত্র-পটে তাঁহার পূজা করিয়া কুপাসুন-প্রদেশে সংস্থাপিত হইল। সেই দিন হইতে ও ব্রিটিশ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত রাণার সন্ধির পর আট মাসের মধ্যে এককালে তিনশতের অধিক নগর ও গ্রাম লোকপরিপূর্ণ হইল, এবং যেসকল ভূমি অনেক কাল লাঙ্গল-স্পর্শ-বিরহিত হইয়া ছিল, তাহা কর্ষিত হইল।

এইরূপে মিবারের প্রধান গণ বশীভূত ও প্রজাগণ সমানীত হইল, কিন্তু এখনও একটী মহান্ অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় পণ্য ব্যবসায়ী ও মুদ্রাব্যবসায়ী বণিগ্‌গণ মিবার-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহারা এখনো বর্ত্তমান, তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব ও দুর্দ্দশাপন্ন। দেশে কৃষি ও বাণিজ্যাদির মূলধন বা সাহায্যের সম্পূর্ণ অভাব। বাণিজ্যনিপুণ ইংরাজজাতি বাণিজ্য-বিষয়ে অতি অভিজ্ঞ। তাঁহারা যে সোরাষ্ট্র বারাণসী, দিল্লী, জসলমীর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগরীর মধ্যবর্ত্তী দেশে বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত করিবেন, তাহার বিচিত্র কি? সেই ক্ষণে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের উপর সর্ব্বসাধারণের যথোচিত শ্রদ্ধা ছিলনা। অতএব ব্রিটিশ্ রাজপ্রতিনিধি রাণার ঘোষণা-পত্রের সহিত আপনারও এক ঘোষণা পত্র

ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য-বিষয়ে প্রধানসকলের মধ্যে প্রচারিত করিলেন; এবং স্থানে স্থানে হাট্ আড়ত মুদ্রাগার বসাইয়া ও শুল্ক বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এ রূপ সুকৌশলে কার্য্য করিতে লাগিলেন যে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই মিবার-রাজ্যে বাণিজ্যলক্ষ্মী সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমানা হইলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা ভীলবার-নামক একটী স্থান বাণিজ্যের প্রধান বন্দর হইয়া উঠিল। ১৮২২খ্রী-ষ্টাব্দে ভীলবারাতে তিন সহস্রের অধিক গৃহ প্রধা-নতঃ পণ্যব্যবসায়ী মুদ্রাব্যবসয়ী ও শিল্পিগণদ্বারা অধিবাসিত হইয়া ছিল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
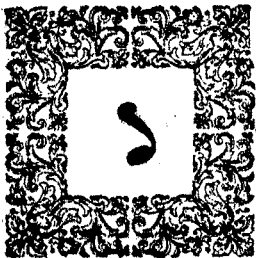
"ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রথম ভাগ। মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ পর্য্যন্ত। শ্রীযুত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত"। এইখানি পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তক; ইহাতে নূতন কিছুই নাই; অতএব আমাদিগেরও বক্তব্যাভাব। পরন্তু ইহার দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ইহা বালকের যোগ্য শুদ্ধ হইয়াছে ইহা বলিতে পারি না। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে "সিন্ধু নদীর" উল্লেখ আছে; আমাদিগের বোধ ছিল সিন্ধু একটী নদ, নদী নহে। তৎপরে লিখিত আছে "দাক্ষিণাত্য বহুদিন অবধি অপরিজ্ঞাত ছিল"। ইহাতে যদি দক্ষিণ-দেশের উল্লেখ হইয়া থাকে তাহা হইলে দাক্ষিণাত্য শব্দটী অশুদ্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ দক্ষিণ-দেশে উদ্ভূত পদার্থের নাম দাক্ষিণাত্য, দেশের নাম নহে। যদি পাশ্চাত্যাদি শব্দের অনুকরণে শব্দটী ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তবে পাণিনীর উচ্ছেদ করিয়াছেন। তদনন্তর ইলাকে মনুর কন্যা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; তাহা মহাভারতের বিবরণানুযায়ী নহে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কৈকেয়ীকে পুনঃ পুনঃ কেকয়ী বলিয়া লেখা হইয়াছে; ইহাও অশুদ্ধ। অপরস্থানে এইরূপ বর্ণগত ও বিষয়গত অনেক ভুল আছে। বালক-দিগকে ঐরূপ ভ্রমের উপদেশ দেওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

২। "গণিতাঙ্ক প্রথম ভাগ"। এই পুস্তক নর্ম্মাল ইস্কূলের ছাত্র ও বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ বালক-গণের নিমিত্ত শ্রীসারদা প্রসন্ন সরকার প্রণীত। অভিদেয় সাধনার্থে এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে বঙ্গীয় বালকবৃন্দে যে বিশেষ উপ-কৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

৩। "হিত শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ। শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত"। এই পুস্তকখানিও সমা-দরের যোগ্য। বন্দোপাধ্যায়মহাশয় শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ নিপুণ, অতএব তাঁহার রচনা যে সমিচীন হইবে ইহা সম্ভাব্য বটে; পরন্তু নরদেহের স্থানে স্থানের যে বর্ণন ইহাতে আছে তাহার উপদেষ্টা প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ কঠিন।

৪, "বন্ধু বিয়োগ"। ৫, "নিশর্গ দর্শন" ৬, "প্রে-মপ্রবাহিনী"। এই তিন খানি কাব্য শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তীদ্বারা প্রণীত। এই লেখকের বঙ্গসুন্দরী নামক কাব্য আমরা এতৎপত্রের পঞ্চম পর্ব্বে সমা-লোচিত করিয়াছি। বর্ত্তমান কাব্যত্রয়ে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা কিছুই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু স্থানে স্থানে অনেক সদ্ভাব লক্ষিত হয়। এ গ্রন্থগুলি পাঠের নিতান্ত অযোগ্য নহে।

৭। "পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তে দেবতা, অসুর অপ্সরা, গন্ধর্ব,

যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, কিন্নর, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি,রাজর্ষি, প্রজাপতি, এবং রাজগণ, বীরপুরুষ, পণ্ডিতমণ্ডল, তথা বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবরণ সম্প্রতি পুরাণ, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, নাটিকাদি গ্রন্থহইতে সঙ্গ্রহপুর্ব্বক যথাসাধ্য সরল ভাষায় সঙ্কলিত করাহইয়াছে"। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত ডব্লু্য অব্রাত্রন স্মিথ সাহেব। ইনি বহুকাল বঙ্গভাষা ও এতদ্দেশীয় শাস্ত্রের আলোচনা করায় প্রস্তাবিত বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ, তথা কএটী বাঙ্গালী-সংবাদ-পত্রের সাম্পাদক্যদ্বারা রচনা-চাতুর্য্যও বিলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদ্বারা এই বৃহৎ আয়াস সুসাধ্য হইবে ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। প্রকটিত খণ্ডটী তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ উপস্থিত। ইহাতে যে সকল শব্দ সন্নিবেশিত করাহইয়াছে তাহার বিবরণ সুচারু হইয়াছে, এবং তদনুরূপ সর্ব্বত্র হইলে গ্রন্থখানি যে উপাদেয় হইবে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। পরন্তু ইহাও আমাদের বক্তব্য যে শব্দ-সমাহরণে গ্রন্থকার সর্ব্বত্র সিদ্ধসঙ্কল্প হইতে পারেন নাই; অনেকগুলি মনুষ্য স্থান ও বৃক্ষের নাম চ্যুত হইয়াছে। অবতার বলিয়াই হউক, বা পণ্ডিত বলিয়াই হউক, বা গ্রন্থকার বলিয়াই হউক, অদ্বৈত প্রভুর নাম হিন্দুশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে অবশ্য গণ্য হইবেক, অতএব তাঁহার নাম ত্যাগ করা দূষণীয় মানিতে হইবে। গ্রন্থের প্রমাণ গুলিও অত্যন্ত শিথিলভাবে লক্ষিত হইয়াছে, সাধারণের পক্ষে তাহাতে উপকারের সম্ভাবনা নাই। কোন বিষয় মহাভারতে কি অমুক পুরাণে আছে বলায় কোন ফল হয় না, কারণ তাহার নির্দ্দেশ নাকরায় তাহা সপ্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়। অপর অনেক বিষয় আছে যাহার বিবরণ এক পুথীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন-প্রকার লিখিত হইয়াছে, অতএব তদর্থ তাহার স্থানের নির্দ্দেশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। নামমধ্যে গ্রন্থকার "পুরাণ, মহাপুরাণ, ও উপপুরাণ" এই তিনের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ তিন-প্রকার গ্রন্থ আমরা কদাপি দেখিও নাই শ্রুতও হই নাই। আমাদিগের বোধে "পুরাণ ও উপপুরাণ" এই দুই জাতীয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে পুরাণকে কখন কখন মহাপুরাণ বলিয়া লক্ষ্য করাযায়, অতএব এবিষয়ে গ্রন্থকারের উপদেশের অপেক্ষা রহিল; বোধ হয় কোন নূতন-জাতীয় গ্রন্থের উদ্দেশে উহার অন্যতর নাম ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ প্রস্তাবিত গ্রন্থকারের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল নামের আড়ম্বরের নিমিত্ত এক জাতীয় গ্রন্থের দুই নাম প্রয়োগ করিবেন ইহা সম্ভাব্য নহে। এতদ্দেশে ইংরাজদ্বারা সঙ্কলিত রচনা প্রায়ই হৃদ্য হয় না; পরন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থে তদ্বিষয়ের আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। অপিতু নিম্নোদ্ধৃত অথর্ব্ব-বেদসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তদ্বারা পাঠক-বৃন্দ আপন আপন অভিপ্রায় স্থির করিতে পারিবেন। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে গ্রন্থ খানি অনেকের পক্ষে উপকারী হইবে, অতএব ইহার সমাদর করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

"অথর্ব্ব। চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর-দিগের মুখ হইতে বিনিঃসৃত।—বিষ্ণুপুরাণ, তথা বায়ু, লিঙ্গ, কূর্ম্ম পদ্ম ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ। পরন্তু ভাগবতে লিখিত আছে অথর্ব্ব বেদ ব্রহ্মার পূর্ব্ব-দিগের মুখ হইতে বহির্গত। বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র আবার লিখিত আছে প্রথমে যজুর্নামে একই বেদ ছিল, পরে দ্বাপরযুগে ব্রহ্মার আজ্ঞায় ব্যাস তাহা চারিভাগে বিভক্ত করেন, করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করি-

লেন। সুমন্তু মুনি এই বেদ নিজ শিষ্য কবন্ধকে শিখাইলেন। তিনি আবার তাহা দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ দেবদর্শকে, অন্য অংশ পথ্যকে দিলেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মাবলি, শৌল্কায়নি এবং পিপ্পলাদ নামে দেবদর্শের চারি জন শিষ্য ছিলেন, এবং জাজলি, কুমুদাদি, ও শৌনক নামে পথ্যের-ও তিন জন শিষ্য ছিলেন, ইহাঁরা প্রত্যেকে এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। শৌনক আবার তাঁহার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বভ্রুকে, অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে দিয়াছিলেন। তাহাতে সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশনামে দুইটী শাখা হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়, সুমন্তু অথর্ব্ববেদ নিজ শিষ্য কবন্ধকে শিখান, কবন্ধ তাহা দুইভাগ করিয়া এক ভাগ দেবদর্শকে অপর ভাগ পথ্যকে দেন। দেবদর্শ যে ভাগ প্রাপ্ত হন তাহা হইতে আবার দেবদর্শী ও পৈপ্পলাদী নামে দুইটী শাখা হয়, এবং পথ্যের শিষ্য যে শৌনক তাঁহার নামেও অপর একটী শাখা হইয়াছে, ঐ শাখার নাম শৌনক শাখা।

"অথর্ব্ব বেদের সংহিতাতে পাঁচটী কল্প আছে, যথা নক্ষত্রকল্প, বৈতানকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প।—বিষ্ণুপুরাণ। এই বেদের ৫৯৮০ শ্লোক।—বায়ু পুরাণ।

"কোলব্রুক সাহেব লেখন যে অথর্ব্ববেদের সংহিতাতে ২০ কাণ্ড আছে; এই কাণ্ডসকল অনুবাক সূক্ত এবং ঋকে বিভক্ত। অনুবাকের সঙ্খ্যা এক শতের অধিক, সূক্ত সাত শত ষাটের উপর, এবং ঋকের সঙ্খ্যা ৬০১৫। অথর্ব্ববেদে শত্রু-বিনাশ নিমিত্ত নানা প্রকার মন্ত্র, অনিষ্ট নিবারণ এবং আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা ও দেবগণের অনেক স্তব-স্তুতি প্রভৃতি বিষয় আছে। অথর্ব্ববেদের ৫২টী উপনিষৎ। ১ মুণ্ডক। ২ প্রশ্ন। ৩ ব্রহ্মবিদ্যা। ৪ ক্ষুরিকা। ৫ চূলিকা। ৬ এবং ৭ অথর্ব্ব শিরা। ৮ গর্ভ। ৯ মহা। ১০ ব্রহ্ম। ১১ প্রাণাগ্নিহোত্র। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। মাণ্ডুক্য। ১৬ নীলরুদ্র। ১৭ নাদবিন্দু। ১৮ ব্রহ্মবিন্দু। ১৯ অমৃতবিন্দু। ২০ ধ্যানবিন্দু। ২১ তেজোবিন্দু। ২২ যোগশিক্ষা। ২৩ যোগতত্ত্ব। ২৪ সন্ন্যাস। ২৫ অরণ্য অথবা অরণিজ। ২৬ কণ্ঠশ্রুতি। ২৭ পিণ্ড। ২৮ আত্মা। ২৯ অবধি ৩৪ পর্য্যন্ত যে ছয়খানি উপনিষৎ আছে তাহার নাম নৃসিংহ তাপনীয়। ইহার আবার দুই ভাগ আছে; প্রথম ভাগ ৫ খানি উপনিষৎ, তাহার নাম পূর্ব্ব তাপনীয়, এবং দ্বিতীয়ভাগ এক খানি মাত্র উপনিষৎ, তাহার নাম উত্তরতাপনীয়। ৩৫ উপনীষৎ কথাবল্লীর প্রথম ভাগ। ৩৬ উপনীষৎ কথাবল্লীর (? কঠবল্লী) দ্বিতীয় ভাগ। ৩৭ কেন। ৩৮ নারায়ণ। ৩৯ বৃহন্নারায়ণের প্রথম ভাগ। ৪০ বৃহন্নারায়ণের দ্বিতীয় ভাগ। ৪১ সর্ব্বোপনিষৎ-সার। ৪২ হংস। ৪৩ পরম হংস। ৪৪ আনন্দবল্লী। ৪৫ ভৃগুবল্লী। ৪৬ গরুড়। ৪৭ কালাগ্নি রুদ্র। ৪৮ ৪৯ রামতাপনীয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ৫০ কৈবল্য। ৫১ জাবাল। ৫২ আশ্রম*।

"অথর্ব্ব যে বেদ মধ্যে গণ্য ইহা সকলে কহেন না। মনুতে কেবল ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিনটী বেদেরই উল্লেখ আছে, অমরকোষেও তাহাই লিখিত। উভয়েই অথর্ব্ব শব্দ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বেদ বলিয়া নহে। যজুর্ব্বেদেও অথর্ব্ব-বেদের কোন প্রস্তাব নাই, ঋগ্‌বেদের ভাষ্যকারও তিনটী বেদের উল্লেখ করিয়া কহেন ঋগ্‌বেদ অগ্নিহইতে, যজুর্বেদ বায়ুহইতে, এবং সামবেদ সূর্য্যহইতে আবির্ভূত। কুল্লুক ভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন যে এই তিন বেদ এক কল্পে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যহইতে,

* প্রাগুক্ত উপনিষদ্‌গুলি সকলেই আর্থর্বণ নহে, পরন্তু তদ্বিষয়ের আলোচনা এ স্থলে কর্ত্তব্য নহে।

কল্পান্তরে ব্রহ্মাহইতে বহির্ভূত। পরন্তু সামবেদের ছান্দোজ্ঞ (? ছান্দোগ্য) উপনিষদে কথিত আছে অথর্ব্ব চতুর্থবেদ, এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ। উইল্‌সন্ সাহেব কহেন, অথর্ব্ব বেদমধ্যে গণ্য নয় বরং বেদের ক্রোড়পত্র স্বরূপ"।

৮। "মালবিকাগ্নিমিত্রং। নাটকং। মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতং। গবর্ণমেণ্টসংস্কৃতপাঠশালাস্থাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যেণ কৃতবিষমপদব্যাখ্যাসমলঙ্কৃতং"। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিদ্বন্মণ্ডলীমধ্যে ও সংস্কৃতগ্রন্থের সংস্করণে এক জন অগ্রগণ্য; তাঁহার কৃত টীকা যে সমীচীন হইবে ইহা অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে, এবং বর্ত্তমান পুস্তকপাঠে সে আশা কোনমতে নিষ্ফল হয় না; ফলে গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু সত্যের অনুরোধে আক্ষেপের সহিত আমাদিগকে লিখিতে হইতেছে যে শ্রীযুক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে শ্লোক কয়েকটীর উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসের সময় নিরূপিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের আস্থা হয় নাই। জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থ কালিদাসের কৃত কি না তাহা আমরা স্থির করিয়া কহিতে পারি না; পরন্তু তাহার রচনা ও কয়েক বিষয় দৃষ্টে তাহা অপরের কৃত বোধ হয়। অপিতু তাহাতে যে নবরত্নের শ্লোক আছে তদুক্ত বরাহমিহির যদ্যপি বরাহ-সংহিতার কর্ত্তা বলিয়া অভিপ্রেত হয় তাহাহইলে ঐটী অগ্রাহ্য, কারণ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে বরাহ-মিহির সংবৎ অব্দের প্রচারকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের পরে কএক শত বৎসর অতীত হইলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট আপন "আর্য্যাষ্টোত্তরশত" গ্রন্থে আপন জীবন-কালসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ। ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ"॥ ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে তিনি ইংরাজী ৪৭৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাহমিহির আপন "পঞ্চ-সিদ্ধান্ত-করণ" গ্রন্থে এই আর্য্যভট্টের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অতএব তিনি ৪৭৬ অব্দের পরে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। অপিতু ব্রহ্মগুপ্তের "খণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের প্রাচীন টীকায় আমরাজ লিখিয়াছেন, "নবাধিক-পঞ্চশত-সঙ্খ্য-শাকে বরাহ-মিহিরাচার্য্যো দিবংগতঃ" অর্থাৎ ৫০৯ শাকে বরাহমিহির আচার্য্য স্বর্গে গমন করেন। অপর বারাহী সংহিতার টীকায় ভট্টোৎপল বরাহ-মিহির-কৃত তন্ত্রের কএক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে তিনি শকাব্দ ৪২৭বৎসরের পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

ঐ শ্লোক যথা

"সপ্তাশ্বিবেদসঙ্খ্যংশককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ।
অর্দ্ধাস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে ভৌমদিবসাদ্যে॥
মাসীকৃতে সমাসে দ্বিষ্ঠে সপ্তাহতেষ্টযমপক্ষৈঃ।
লব্ধৈর্যুতোঽধিমাসৈস্ত্রিংশদ্ব্যক্তস্তিথি যুতোঽধস্থঃ॥
রুদ্রসমনুশরো নো লব্ধো নো গুণখসপ্তভির্দ্যুগণঃ।
রোমকসিদ্ধান্তোঽয়ংনাতিচিরংপৌলিশেঽপ্যেবং"॥

এই ও এইপ্রকার অপর প্রমাণ গুলিসত্ত্বে বরাহ-মিহিরকে প্রথম বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন মধ্যে গণ্য করা দুষ্কর। সংবৎ অব্দের সৃষ্টিকার বিক্রমাদিত্যের যে নবরত্ন ছিল ইহারও বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই। অধিকন্তু বোম্বাই প্রদেশের এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভৌদাজী ও কএক জন সাহেবেও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কালিদাসও ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না; সেই সকল প্রমাণ খণ্ডন বিনা, কালিদাসের কালনিরূপণ সাধারণের; বিশেষ ইউরোপীয়দিগের, বিশ্বাস-যোগ্য হওয়া কঠিন।

৯। "জমীদারী ও মহাজনী হিসাব। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থিদিগের নিমিত্ত শ্রীকালী-প্রসন্ন সেন গুপ্তপ্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ"। উদ্দেশ্য সাধনার্থে এই পুস্তক খানি সমীচীন হইয়াছে, এবং ভরসা করি ইহা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইবে।

১০। ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র ব্যবহার জরীপ এবং সমস্থলপ্রক্রিয়া, বহুল প্রশ্ন সমেত। শ্রীনবীন চন্দ্র দত্ত প্রণীত"। পূর্ব্ববৎ এই পুস্তক খানিও ছাত্রপাঠ্য, অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য উত্তম, এবং জ্যামিতির যে প্রতিজ্ঞা-গুলি ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে তাহা সরল ও স্পষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ইহাতে যে সকল পারি-ভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় বিহিত হয় নাই। বাঙ্গালী-গ্রন্থে সংস্কৃতপ্রসিদ্ধ পরিভাষাই বিহিত, তাহার অভাবে ইংরাজীর অনুবাদ বা অভীষ্টব্যঞ্জক শব্দ উপযুক্ত বোধ হয়; তদন্যথায় যথেচ্ছাচারিতায় শাস্ত্রের লোপ ও বোধের ব্যাঘাত ঘটে। অপর, এক বিষ-য়ের নিমিত্ত একাধিক পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত ভ্রমজনক ও অবশ্য দূষণীয় মানিতে হইবেক। ইংরাজী "আক্‌সিস্‌" শব্দের স্থানে সংস্কৃত "অক্ষ-দণ্ড" ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সমীচীন বটে; পরন্তু স্থানান্তরে তাহার নাম "মেরুদণ্ড" কেন হইল ইহার অনুভব হয় না। ইংরাজী "জোন্‌" শব্দের প্রতিশব্দে "মণ্ডল" ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহা-যদি প্রকৃত হয় তবে স্থানান্তরে "কটিবন্ধ" পদটী কেন প্রযুক্ত হয়? "আর্ক" শব্দের পরিভাষায় "ধনু" ও "চাপ" দুই শব্দের প্রয়োজন কি? পরিভাষায় একএকটী শব্দের একএকটী প্রতিশব্দ বিহিত, তৎপর্য্যায়ের সমস্ত শব্দ তদর্থে প্রযুক্ত হইলে তাহার পরিভাষাত্ব কোথায় রহিল? "সলিড" শব্দের প্রতিশব্দ যদি "ঘন" হয়, তবে "নিটন" শব্দের প্রয়োজন কি? এইপ্রকার অপর কএকটী শব্দ ব্যর্থ গৃহীত হইয়াছে। অপর কএকটী ইং-রাজী শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রন্থকারের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; তাহাতে তিনি অনুপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত করি-য়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তার্থে আমরা "আব্‌সর্ড" শব্দটীর উল্লেখ করিব। তাহার প্রকৃত অর্থ কালার ন্যায় অর্থাৎ বধির যেমত কোন প্রশ্নের অন্যার্থ বুঝিয়া বিপরীত উত্তর দেয় সেই রূপ; অত-এব তাহার জ্ঞাপনার্থে বাঙ্গালিতে "অনর্থক" বা "ব্যর্থ" বা "ন্যায়বিরুদ্ধ" বলিলে বিহিত হয়; তাহার অনুবাদে "অসাধ্য" লেখায় গ্রন্থকার তাহার অপলাপ করিয়াছেন। তিনি জ্ঞাত আছেন যে মণ্ডলের চতুরস্রীকরণ অসাধ্য, কিন্তু তাহা আব্‌সর্ড নহে। অপর কএকটী শব্দ ইংরাজীহইতে গ্রন্থ-কার অবিকল লইয়াছেন, তাহার কি অনুবাদ অসাধ্য বোধ করিয়াছেন? কি তাহা অবিকল গ্রহণা-ভাবে শাস্ত্রের ব্যাঘাত হয়? যদ্যপি তিনি সকল পারিভাষিক শব্দ অবিকল লইতেন তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ অনুবাদ করিয়া দুই চারিটী অবিকল লওয়ায় তাঁহার অক্ষমতার প্রকাশ পায়। ফলে সংস্কৃতে তাহার প্রতি শব্দের অভাব নাই; অভাব হইলেও তদ্‌বস্তু-বোধক অপর শব্দ অনেক আছে, তাহার অনুসরণ না করা অক্ষমতা বা অলসতার কার্য্য।

১১। "পরমার্থ পদাবলী। শ্রীযুক্ত দ্বারকা-নাথ রায় প্রণীত"। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে রামপ্রসাদী ঢঙ্গের ৩২টী গীত আছে, তাহার কোনটীতে বিশেষ চমৎকারিতা বা নূতন ভাবের অংশ নাই, দুই চারি স্থানে "ওয়ারেণ্ট" প্রভৃতি বিচারালয়ের বিলাতি পরিভাষা আছে তাহাতে যে পদ্যের প্রগল্‌ভতা হইয়াছে এমত বোধ হয় না; পরন্তু আমরা এরূপ পদ্যের বিশেষ গুণগ্রাহী নহি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচকমাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬৩ খণ্ড

স্ত্রীর-হস্য।

যে সকল লক্ষণদ্বারা কোন একটী দেশের উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্ত্রীদিগের গুণগরিমা তন্মধ্যে একটী প্রধান। প্রাচীন কালে যে সকল দেশ সভ্য-পদবীতে উন্নত হইয়াছিল তথায় বিবিধ-গুণশালিনী অঙ্গনামণ্ডলী জন্মপরিগ্রহণ করিয়া জনসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এক্ষণেও যে সকল দেশ সুসভ্যাবস্থা-প্রাপ্ত হইতেছে তথায় পুরুষদিগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদিগেরও যথেষ্ট বিদ্যোন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অন্যান্য প্রাচীন দেশসকলের পূর্ব্বতন ইতিহাসের ন্যায় কল্পনার কারুকার্য্যে খচিত; অতএব তাহাহইতে সত্য উদ্ধার করা সুকঠিন। তথাচ আমরা তন্মধ্যে প্রাচীনভারতবর্ষীয়া ললনাদিগের যে সকল গুণ ও মহত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহা ভারতের পুরাতন মহিমাকে আরো উজ্জ্বল করিয়া তুলে, কোনরূপেই খর্ব্ব করে না।

ভারতবর্ষীয় ললনারা কেবল নিপুণা গৃহিনী বীরপ্রসবিনী ও ভর্তৃগণের আনন্দসন্দোহদায়িনী বলিয়া বিখ্যাতা নহেন। তাঁহাদের মধ্যে অসামান্য-গুণসম্পন্না ব্রহ্মবাদিনী গণিত-জ্যোতিষ-প্রভৃতি-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, সুকবি ও সুলেখকী এবং সৌর্য্য-বীর্য্য-শালিনী ও রাজ্যপালনশক্তি-সম্পন্না হইয়া অনেক মহিলা ভারত ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

যদি আমরা ভারতের মূর্ত্তিমতী শ্রীস্বরূপা সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী দময়ন্তী প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে তাঁহাদেরই বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লেখ করিতাম; যদি আমার সাধ্বী মৈত্রেয়ী লীলাবতী ও খনা প্রভৃতির বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া জানিতে পারিতাম তাহা হইলে তাহাদের বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদের মনের তৃপ্তি হইত। পরন্তু তাহাদের বিষয় যাহা কিছু ব্যক্ত আছে তাহা সকলেরই সুগোচর আছে; প্রকৃত ইতিহাস তদধিক জানিবার উপায় নাই; অতএব তাহার বিরহে আমাদিগকে অধুনাতনকালের মধ্যে বদ্ধথাকিতে হইতেছে। এ কালের ভারতবর্ষীয় প্রধান রমণীগণের মান প্রাচীন-কালের ললনাগণের অপেক্ষা ন্যূন হইলেও নিতান্ত অবজ্ঞানজনক বলিতে

পারায় না। ভারতবর্ষ স্বীয় বর্ত্তমান হীন অবস্থায় কখন কখন গুণবতী স্ত্রী প্রসব করিয়া থাকে ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের না হইলেও নিন্দার বিষয় নহে।

এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত ললনাদিগের বিষয়ে বঙ্গবাসিগণ বহুল আলোচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে অনেক প্রস্তাব ও পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে। অনেকে তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো জীবন-চরিত কাব্যকলাপে সন্ন্যস্ত করিয়াছেন। পরন্তু ইহার বাহুল্য যতই হয় ততই শ্রেয়ঃ। আমরা সর্ব্বজন-প্রশংসনীয় কতকগুলি বিখ্যাতা রমণীর বিবরণ সঙ্ক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আবিয়ার ও তাঁহার
ভগিনীগণ।

ইহাঁরা দক্ষিণদেশ-বাসিনী। ইহাঁরা তামিল-ভাষায় রামায়ণরচয়িতা কামবনের সমকালবর্ত্তিনী ছিলেন। আবিয়ার জ্যোতিষ্, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূবিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে অতিপ্রশংসনীয় রচনা লিখিয়াছেন। আবিয়ার চিরকুমারী ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে কবি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাবসকল তামিল-বিদ্যালয়ে পঠিত হয়, এবং তাঁহাকে পরম পবিত্রা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসা করা হয়।

তাঁহার ভগিনীত্রয়ের নাম উপজা বালী ও উরুব্যা, তন্মধ্যে উপজা নিলীপাতাল-নামক একখানি গ্রন্থে ধর্ম্মনীতি প্রচার করেন, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আবিয়ারের অপরভগিনীদ্বয়ও তাহাদের কবিত্ব-গুণে বিখ্যাত।

মীরা বাঈ।

ইনি মাড়বার-প্রদেশীয় রাঠোর-বংশোদ্ভবা, এবং মিবার-প্রদেশীয় রাণা কুম্ভের পত্নী। ইনি খ্রীষ্টের পঞ্চদশশতাব্দীর মধ্যসময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। মীরা বাঈ ও তাঁহার স্বামী উভয়েই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা জয়দেবের গীতগোবিন্দ সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। মীরা বাঈর রচিত অনেক কাব্য আছে। যাঁহারা সেইসকল কাব্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাহা প্রায় জয়দেবের রচনার তুল্য।

মীরা বাঈ কৃষ্ণভক্তিমতী ও তীর্থদর্শনপ্রিয়া ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন অবধি দ্বারকা পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় তীর্থ দর্শন করিয়া ছিলেন, এবং ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন।

মৃগনয়নী।

মৃগনয়নী গুর্জ্জর-রাজ্যের কন্যা। এবং গ্বালিয়রের রাজা মানসিংহের পত্নীদিগের মধ্যে ইহাঁর রূপলাবণ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্না ছিলেন। গুর্জ্জরী, বাইল-গুর্জ্জরী, মালগুর্জ্জরী এবং মঙ্গল-গুর্জ্জরী-প্রভৃতি কএকটী রাগিণী ইহাঁরই নামে প্রসিদ্ধা। ইহাঁর সময়ে গ্বালিয়রে সঙ্গীতশাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা হইত। তানসেন এই সময়ে গ্বালিয়রে আগমন করেন। বোধ হয় মৃগনয়নীর সঙ্গীত শ্রবণ করাই তাঁহার গ্বালিয়রে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

হটী বিদ্যালঙ্কার।

ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয়-ব্রাহ্মণকন্যা। ইনি ন্যায় ও স্মৃতি প্রভৃতি কঠিন কঠিন শাস্ত্রের পারদর্শিনী ছিলেন; এবং কাশীতে গিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় গৌড় ও পশ্চিম দেশয়ী ছাত্রগণ তাঁহারনিকট অধ্যয়ন করিত। তিনি সেখানে এরূপ খ্যাত্যাপন্না হইয়া ছিলেন যে সেখানকার লোকে তাঁহাকে "অধ্যাপক" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিত। তিনিও সভাতে গিয়া পণ্ডিত-দিগেরসহিত শাস্ত্রীয় আলাপ ও বিচার করিতেন।

সঞ্জোগতা।

ইনি কান্যকুব্জের রাজা জয়চাঁদের কন্যা। ইনি ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতৃবংশীয় (রাঠোর) দিগের সহিত দিল্লীর চৌহানবংশীয় রাজাদিগের অনেক কালাবধি বিবাদ চলিয়া আসিতে ছিল। এই সময়ে কএকটা যজ্ঞোৎসবে পরস্পরের অবমাননা করিয়া কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদ ও দিল্লীর অধীশ্বর পৃথ্বীরাজ উভয়ে পরস্পরের মধ্যে বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ছিলেন। জয়চাঁদ কোন যজ্ঞাবশেষে স্বীয় দুহিতা সঞ্জোগতার বিবাহের উদ্যোগ করিয়া সঞ্জোগতাকে বলিলেন, এই সমাগত হিন্দুরাজবর্গের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর। সঞ্জোগতা পৃথ্বীরাজের শৌর্য্য ও বীর্য্যের অনেক খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি জয়চাঁদের বহির্দ্বারে স্থাপিত ও অবজ্ঞাকৃত পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে জয়চাঁদ যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মর্য্যাদা-রক্ষণে সমর্থ হন নাই। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ইহার উপায় করিয়া সসৈন্যে আসিয়া রাজপুরীহইতে সঞ্জোগতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিলেন। এই ঘটনা ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

সঞ্জোগতা পৃথ্বীরাজের সহিত পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ সঞ্জোগতার রূপলাবণ্য ও গুণগ্রামে এরূপ মোহিত হইয়া ছিলেন যে তিনি বৎসরৈক কাল রাজকার্য্য-বিমুখ হইয়া অন্তঃপুর-মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

এই সময়ে মুহম্মদ ঘোরী পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। পৃথ্বীরাজ যে স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজকার্য্যে সিথিলপ্রযত্ন ও একপ্রাকর অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই স্ত্রী তাঁহাকে মুহম্মদ ঘোরীরসহিত যুদ্ধোর্থে সমুৎসাহিত করিয়া তুলিল। পৃথ্বীরাজ সঞ্জোগতার মুখের বীরাঙ্গনাসমুচিত উৎসাহ-প্রজ্বলিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, কিন্তু আর তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। সঞ্জোগতা পূর্ব্বাবধি অমঙ্গলের লক্ষণ অনুভব করিয়া ছিলেন। এক্ষণে পৃথ্বীরাজের নিধন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রজ্বলিত চিতানলে শরীর ভস্মসাৎ করিলেন। কেহ কেহ কহে যে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া কাবুলে নীত হইছিলেন, এবং সেই খানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারা বাঈ।

ইনি বিদনোর-প্রদেশীয় রাযো সুরতানের কন্যা, এবং মিবারাধিপতি পৃথ্বীরাজেরপত্নী। সুরতানআফগানদিগকর্ত্তৃক থোডানগরের অধিকারহইতে চ্যুত হইয়া অতিদুরবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা তারাবাঈ পিতার এই অবস্থা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া পিতার রাজ্য-লক্ষ্মী-পুনরুদ্ধার নিমিত্ত আপনী অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়া ছিলেন; এবং থোডার উদ্ধারের নিমিত্ত কএক বার সৈন্যসহ গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃত-কার্য্য হয়েন নাই। মিবার-রাজপুত্র জয়মল্ল তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, পিতার থোডা উদ্ধার করিয়া দেও, তাহা হইলেই বিবাহ হইতে পারিবে। জয়মল্ল জয়নিশ্চয় করিয়া তাহার পুরস্কার-স্বরূপ তারার লাভার্থ অনুচিত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে তৎপিতৃকর্ত্তৃক নিহত হন। পরে তাঁহার (জয়মল্লের) ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ ঐ পণানুসারে থোডা উদ্ধারার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তারা বাঈর পিতৃকর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজ্যের সহিত বিবাহের বাগদান হইয়া ছিল। তারা বাঈ পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন। উভয়ের

সমবেত চেষ্টায় শত্রু বিনষ্ট হইলে পৃথ্বীরাজ তারা বাঈকে লইয়া স্বদেশে গমন করেন।

পৃথ্বীরাজ অতি অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার ভগিনীপতির প্রদত্ত বিষ পান করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তারা বাঈ তাঁহার সহগমন করিয়া ছিলেন।

অহল্যা বাঈ।

এই অসামান্যা নারী সিন্ধিয়া-বংশোদ্ভবা। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মলহার রাও হুলকরের পুত্র কুন্দীরাওর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

স্বল্পকাল-পরেই অহল্যার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে তাঁহার বৈধব্য-সঙ্ঘটন হইয়াছিল। পিতৃবর্ত্তমানে কুন্দীরাওর মৃত্যু হয়। তৎকালে অহল্যার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। পুত্রের নাম মল্লিরাও ও কন্যা মচ্ছয়া বাঈ।

অহল্যা কৃষ্ণভক্তিতে বিমুগ্ধা ছিলেন, এবং ধার্ম্মিকা-মধ্যে অগ্রগণ্যা। তিনি কাশীতে একটী প্রকাণ্ড ঘাট নির্ম্মাণ করান। তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্‌ভিন্ন অন্যত্রও তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ অনেক বর্ত্তমান আছে।

পিতামহ পরলোক গমন করিলে মল্লীরাও তৎপদ অধিকার করিলেন। কিন্তু তিনিও অল্প দিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহাতে অহল্যা বাঈ হুলকর-রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়া সুশান্তির সহিত ত্রিশ বৎসর সেই রাজ্য পালন করেন।

অহল্যা বাঈর লৌকিক ব্যবহারে অনিন্দিতা সতীত্বেভূষিতা ও বিবিধসদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ-বিষয়েও তাঁহার বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও তেজস্বিনী ছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় তীর্থস্থলে প্রভূত ধন প্রেরণ করিতেন, এবং সমুদায় হুলকর-রাজ্য-মধ্যে ধর্ম্মশালা স্থাপন ও কূপাদি খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। কাশীর বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত।

অহল্যা বাঈর বিবরণ ৺নীলমণি বসাকের নবনারী-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ।

অধুনাতন কালের বঙ্গদেশীয়েরা এতদ্রূপ নির্বীর্য্য যে পুরাকালে ইহাদিগদ্বারা কোন সাহসের কার্য্য কৃত হইয়া ছিল ইহা বলিলে অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু তাহাদিগের কৃত এতদ্রূপ সাহসের কার্য্যের দৃষ্টান্ত পুরাবৃত্তে নিতান্ত বিরল নহে। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেন প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় রাজারা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ইদানীন্তন পালবংশীয় রাজারা তৈলঙ্গ ও কর্ণাট, দেশ পর্য্যন্ত স্থানে আপনাদিগের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। আইন অকব্বরী নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে সেনবংশীয় রাজারা উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, এমন কি দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অতীবপ্রচীনকালে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারি সতবৎসর পূর্ব্বে বিজয়সিংহ নামা বঙ্গদেশীয় রাজকুমার কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে পোতারোহণ-পূর্ব্বক সিংহল-দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া সেই দ্বীপ জয় করিয়া ছিলেন; ইহা সিংহল-দ্বীপের "মহাবংশ" নামক পুরাবৃত্তে লিখিত য়াছে। ঐ মহাবংশ

পালি-ভাষায় রচিত। উহাতে সিংহল-দ্বীপের রাজাদিগের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিংহল-দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর্ এমর্সন্ টেনেণ্ট্ ঐ দ্বীপের বৃতান্তগর্ভ এক সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি বিজয় সিংহ ও তাঁহার সহচরদিগকে "সিংহলের বাঙ্গালী বিজেতা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিজয় সিংহের জীবন-চরিত সংখেপে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বিজয়সিংহ, সিংহপুর-নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রাম কোন্ স্থানে স্থিত ছিল, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা সুকঠিন। উহাঁর পিতার নাম সিংহবাহু, মাতার নাম সিংহবল্লী। বিজয়-সিংহের প্রথম বয়সের বৃত্তান্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যৌবনের পরিপক্কতা-কালে পিতার সহিত কোন কারণে তাহার বিবাদ হয়, তদ্ধেতু পিতা ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাঁহার নির্ব্বাসন-রূপ দণ্ড বিধান করেন। রাজকুমার বিজয় সিংহ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ নির্ব্বাসিত হইয়া প্রায়-পঞ্চশতঃ প্রভু-পরায়ণ-সহচর-সমভিব্যাহারে স্বদেশের নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া পোতারোহণ করিলেন। এক পোতে তিনি ও তাঁহার সহচরেরা ছিল; অপর এক পোতে তাহারদিগের স্ত্রীগণ ছিল। পথিমধ্যে এক প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে স্ত্রীদিগের পোত নিরুদ্দেশ হইল; ও পুরুষদিগের পোত সিংহল-তটস্থ বালুকার উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সিংহল-তটস্থ বালুকা তাম্রবর্ণ। বিজয় সিংহ সমুদ্রতরঙ্গদ্বারা বালুকার উপর নিক্ষিপ্ত হওয়াতে কিয়ৎকাল মৃতপ্রায় হইয়া সেই বালুকার উপর শয়ান থাকেন; তদবস্থায় তাঁহার হস্ত তাম্রবর্ণ বালুকার উপর নিপতিত থাকাতে তিনি "তাম্রপাণি" সঞ্জ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সঞ্জ্ঞা পরে সিংহলদ্বীপের উপর অরোপিত হয়। রোমীয় লোকেরা ঐ তাম্রপাণি শব্দের অপভ্রংশ করিয়া সিংহল দ্বীপকে "তাপ্রো'-বেন্" বলিয়া ডাকিত। সিংহল-দ্বীপের "সিংহল" নাম বিজয় সিংহের সিংহ উপাধি-হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়া প্রবাদ আছে; পূর্ব্বে উহার নাম "লঙ্কা" ছিল। বিজয় সিংহ পুনর্ব্বার সঞ্জ্ঞা প্রাপ্ত হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত সহচরদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে দেশ-দর্শনার্থ গমন করিলেন। যক্ষেরা ঐ সময়ে সিংহল দ্বীপের নিবাসী ছিল।

তাহারা বিজয় সিংহকে সমাদরে গ্রহণ করে, এবং তথাকার অধিপতি তাঁহাকে সভাসদ্ মধ্যেগণ্য করিলেন। ক্রমে হৃদ্যতার বৃদ্ধির সহিত ঘনিষ্ঠতার ও বৃদ্ধি হইল, এবং রাজা তাঁহাকে কুবেনীনাম্নী তাঁহার কন্যাকে অর্পণ করিলেন। বিজয় সিংহল এই প্রসাদের পত্যুপকার নাকরিয়া ষড়যন্ত্রদ্বারা কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজধানী হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। এইরূপে বিজয় সিংহ কৃতঘ্নতা-দ্বারা উপকারের প্রতিফল প্রদান-পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্ত হন। পরন্ত তিনি তথায় কার্য্যের উন্নতি-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, এবং সুপ্রসস্ত রাজমার্গ ও সুরম্য হর্ম্মাদি নির্ম্মাণ করিয়া সিংহল দ্বীপকে পরিশোভিত করেন। কিছু দিন পরে বিজয়-সিংহ কুবেনীকে অসভ্য-রমণী জ্ঞান করিয়া দক্ষিণ-দেশের দক্ষিণ ভাগ-সংস্থিত পাণ্ডুরাজ্যের রাজার নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায় দূতদ্বারা ব্যক্ত করেন। তাহাতে পাণ্ডুরাজ সম্মত হইয়া বিজয় সিংহের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দেন। বিজয় সিংহ আর্য্যরমনী প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভাগা কুবেনীকে দুইটী শিশু সন্তানের সহিত বনবাসে প্রেরণ করিলেন। ঐ অনাথা রমণী অরণ্যে প্রাণ-ত্যাগ করেন। সিংহলে এরূপ প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে যে কুবেনীর আত্মা কুবেনীগুল্লা-নামক

পর্ব্বত-শিখরে প্রতিরজনীতে আরোহণ করিয়া নিষ্ঠুরস্বরে স্বদেশের অমঙ্গল কামনা করিয়া অদ্যাপি তাহার উপায় সন্ধান করে। বিজয়-বংশোদ্ভব রাজারা সে দিন অবধি সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ইংরাজেরা তাহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া সিংহল অধিকৃত করিয়াছেন।

বিজয় সিংহের ইতিহাসের অংশমাত্র উপরে সঙ্কলিত হইল। উহা মহাবংশাদি গ্রন্থে অনেক উপন্যাসের সঙ্গে বিমিশ্রিত আছে। ঐ সকল উপন্যারেস অনেকটী হোমর-প্রণীত অডেসির উপন্যাসের ন্যায়। বিজয় সিংহের বৃত্তান্ত সিংহল-বিজয়-নামক এক অপূর্ব্ব বীর রসাত্মক কাব্যের উপাদান হইতে পারে। এই প্রস্তাব-লেখক বঙ্গ-দেশের অধুনাতন কালের প্রধান এক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে লিখিতে অনুরোধ করেন তিনি ঐ অনুরোধবশতঃ উহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রারম্ভটি অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল, কিন্তু কি কারণে কবি সঙ্কল্প-হইতে বিরত হইলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ঐ কাব্য উপযুক্তরূপে লিখিত হইলে বঙ্গ-দেশের গৌরব-সাধক হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সর ওয়াল্‌টর্‌ স্কট।
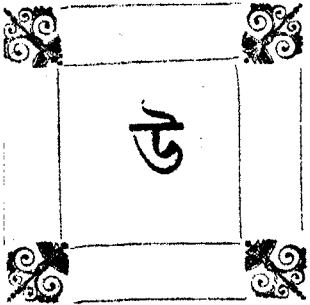
উপন্যাস-প্রিয়তা মনুষ্যজাতির একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ। অত্যন্ত অসভ্যকাল-হইতে তাহাদিগের মধ্যে এই প্রবৃত্তিটি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যের মন অজ্ঞান-বশতঃ সত্যের সহিত অতিঅল্পই পরিচিত, সুতরাং অস্বাভাবিক অদ্ভুত কল্পনাতে বিশেষ সুখ প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য তৎকালের উপন্যাস-সকলেতে বিকৃত কল্পনার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সভ্যাবস্থায় মনুষ্যের মন ক্রমশঃ স্বভাব-সঙ্গত হইয়া আইসে। সর্ ওয়াল্‌টর স্কট্‌, যাহাঁর প্রতিমূর্ত্তি উপরে প্রদত্ত হইল ইনি স্বভাব-সঙ্গত উপন্যাস-রচনার এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

সর্ ওয়াল্‌টর্ স্কট্ স্কট্‌লণ্ডদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা। তিনি উপন্যাস-রচনায় বিপুল যশ লাভ করিয়া ছিলেন। বাল্যাবস্থাতে কোন গুরুতর রোগদ্বারা তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এক দিবস হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ পদ অসাড় হইল। ইহাতে সকলে সিদ্ধান্ত করিল যে তিনি যাবজ্জীবন খঞ্জ হইয়া থাকিবেন। পরে অষ্টবর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার শরীর সবল হওয়াতে তিনি বিদ্যালাভার্থ স্কট্‌লণ্ড-দেশীয় প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। এই পীড়া-সম্বন্ধে তিনি কহেন যে "আমার নিজের অসাবধানতা-বশতঃ শরীরের কোন এক শোণিতবহা নাড়ী ছিন্ন হওয়াতে এই পীড়া উৎপাদনের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে সহায়তা করে।

এইরূপে পীড়িত দেখিয়া আমার চিকিৎসকগণ আমাকে অঙ্গচালনা বা বাক্যালাপ-হইতে বিরত হইতে আদেশ করেন; কারণ তদ্দ্বারা ভয়ানক অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল। কিছুকাল আমাকে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইল। এই সময়ে কেবল অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিতে, দুই বা এক চামচে অন্নগ্রহণ করিতে এবং চাদর বা লেপ টানিয়া ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" পরন্তু তাঁহার স্বাভাবিক শারীরিক দৃঢ়তা ও বল-সহকারে তিনি এই উৎকট রোগের হস্তহইতে উদ্ধার পাইলেন; এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এরূপ স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য লাভ করিলেন যে তৎকালে তিনি কার্য্যালয়ে গিয়া উকীল-ব্যবসায়ী তাঁহার পিতার নিকট উক্ত কর্ম্ম শিক্ষাকরিতে সক্ষম হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৫বৎসর ছিল। এই অপটু-শরীর যুবা এক্ষণে জ্ঞানোপার্জ্জনে এবং বহুবিধ-ভাব-সঙ্গ্রহে একান্ত রত হইলেন। তাঁহার মানসিক পক্ষে যদি ও তাঁহার স্বাবলম্বিত উকীল-ব্যবসায়ের উন্নতি পক্ষে কোন সহায়তা করে নাই; কিন্তু তাহা তাঁহার রোগোত্তেজিত কল্পনা-শক্তিকে প্রবল ও সংযত করিয়া দিয়া তাঁহার ভাবী যশের পত্তনভূমি স্থাপিত করিয়াছিল। ফলতঃ কয়েকটী ঘটনার আনুকূল্য-প্রভাবে তিনি পরিণামে প্রচুর কীর্ত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। টুইড্-নদীতীর-নিবাসী তাঁহার পিতামহ ও তাঁহার এক অবিবাহিতা পিতৃস্বসা তাঁহার তত্ত্বাবধারক ছিলেন। ইহাঁরা তাঁহাকে সর্ব্বদা পুরাকালের উপন্যাসসকল শ্রবণকরাইতেন, এবং তিনিও একান্তমনে সেইসমস্ত বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। যৎকালে তিনি উক্ত দ্বিতীয় রোগাক্রান্ত হন, তখন একটি পুস্তক ঋণপ্রদায়ি-পুস্তকালয়ের সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকালয়ে বীরত্ব-বর্ণনা-গর্ভিত ঐতিহাসি উপন্যাসের বৃহদকার গল্পের পুস্তক এবং অধুনাতন কালের অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক সঞ্চিত ছিল। তিনি ঐ সমস্ত পুস্তক আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধি ও শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির সহকারে পর্ব্বতাকীর্ণ স্কট্লণ্ডদেশীয় অধিত্যকাসকল পদব্রজে বা অশ্বারোহণে বহুদূর পরিভ্রমণ করিতেন। এইরূপ-অভ্যাস-সহকারে তিনি ভুরি ২ পুরাকালের উপন্যাস ও তত্রত্য অধিবাসিদিগের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অবগত হইলেন। একদা কেল্সো-নগরে তাঁহার কোন পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া তথায় তিনি পুরাকালের পদ্যে বিদ্যমান গল্প কণ্ঠস্থ করিলেন। তিনি কহেন যে "শৈশবাবস্থায় আমি সামান্য গীত-সমুদায় পাঠ করিতে অতিশয় ভাল বাসিতাম; এবং পরসি-সাহেব-সঙ্গৃহীত পুরাকালীন পদ্যের অবিলুপ্ত অংশসকল আমি যে বৃক্ষের মূলে শয়ন করত পাঠ করিয়াছিলাম, সেই বৃক্ষটীর রূপ এখন পর্য্যন্ত আমার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে।" উক্ত গ্রন্থ এবং হার্ড ওইবান কৃত মনোরম্য পুস্তক পাঠানন্তর তিনি ব্যাকরণ-শিক্ষায় ও পুরাবৃত্ত-সঙ্গ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত দার্শনিক ডিউগাল্ড ষ্টুয়ার্টের ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক উপদেশ-শ্রবণ-সময়ে স্কট্ ইউরোপের উত্তরদেশীয় জাতিদিগের রীতি ও ব্যবহার-বিষয়ক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রবন্ধ ও অপর তিনটি প্রবন্ধ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্বনিরূপক সমাজে পাঠ করিয়াছিলেন। ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উকীলের কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন; ও ক্রমশঃ আদালত-সম্বন্ধীয় সম্মান-সূচক রাজকর্ম্মসকল প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থাগমের উল্লিখিত সমস্ত উপায় ব্যতিরেকে এক মৃত আত্মী-

য়ের কিঞ্চিৎ সম্পত্তি, এবং ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ কার্পেন্টিরের সহিত পরিণয়-নিবন্ধন কিঞ্চিৎ অর্থ, তাহার হস্তগত হয়। উল্লিখিত অর্থাগম স্বীয় অভিলষিত সাহিত্য-নুশীলন ও সাহিত্য-লেখকের ব্যবসায়ের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করারপ্রতি বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে পদ্যরচনাতে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; এবং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মান-ভাষায় লিখিত বর্গার-কৃত "লিওনোরা" নামক কবিতা ইংরাজী-পদ্যে অনুবাদ করিয়া তহাও "মৃগয়াশক্ত বনচারী" নামক গ্রন্থ প্রচারিত করিয়া কাব্যরচয়িতার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে "লে অফ দি লাস্ট মিনিষ্ট্রল" নামক কাব্য প্রকাশ করিয়া সাধারণের প্রিয়কবিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। অত্যল্পকালমধ্যে "মারমিয়ন্" "লেডী অফ দি লেক্" ডন রড্রিক" প্রভৃতি কএকখানি কাব্য প্রকাশ করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে দুইখানি কাব্যে তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এরূপ বোধহয় যে তাঁহার অপরাপর কার্য্যের ন্যায় এই দুইখানি কাব্য সাধারণসমীপে আদৃত না হওয়াতে তিনি একেবারে পদ্য লিখনের অভিলাষ পরিত্যাগ করত গদ্য-রচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত "ওয়েবরলি" নামক গল্পের পুস্তকগুলি রচনা করিয়া স্বীয় নবজীবন সংস্থাপন করিলেন। এই বৃহৎ-গ্রন্থাবলি তিনি প্রথমে স্বনামে প্রচারিত করিতে সাহসী হয়েন নাই। তিনি চার বৎসরের মধ্যে ঐ উপন্যাসাবলির প্রথম ছয় উপন্যাস আপনার নাম না দিয়া প্রকাশ করেন। যদিও ঐ সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশকারী ব্যক্তিগণগ্রন্থকর্ত্তাকে সাধারণের গোচর করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে ওয়ালটর স্কটই ঐ সকলের প্রণেতা। এই সময়ে তাঁহার লেখনী এত দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইয়াছিল যে তিনি কেবল উক্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসসকল রচনা করিয়া ছিলেন এমত নহে। কিন্তু এডিনবরা-এড্বরটাইজর-নামক সমাচার-পত্রের সম্পাদককে তিনি যথেষ্টসহায়তা করিতেন। এইরূপে তিনি বহুসঙ্খ্যক পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে "কর্টরলি রিবিউ" প্রকাশিত হইত। তিনি ড্রইডেন ও স্যইক্নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ-হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত তিনি উল্লিখিত কার্য্য সমূহে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য ও উপন্যাসসকল তাঁহাকে যশস্বী ও ধনশালী করিয়াছিল। স্কট্ উৎসাহপূর্ণ লোক ছিলেন। এজন্য তিনি অনেক খ্যাত্যাপন্ন লোকের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-কার্য্যের বিপুল অনিষ্টোৎপত্তি হওয়াতে অনেক কার্য্যালয় সকল নিঃস্ব হইয়া পড়িল, এবং তিনি যে কুঠির অংশীদার ছিলেন তাহাও ঐ দশাপ্রাপ্ত হওয়াতে তিনি চতুর্দ্দশ লক্ষ মুদ্রা ঋণগ্রস্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। তিনি তাহার উত্তমর্ণদিগকে কহিয়া ছিলেন "মহাশয়গণ! যদি আমাকে সময় দেন তবে নিঃসন্দেহ আপনাদিগের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিতে পারি"। তাহার যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তিনি তত্সমুদায় ঋণ-পরিশোধের জন্য বিক্রয় করিলেন, এবং তাঁহার পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইতে পারে তদ্দারা ঋণ-পরিশোধার্থ কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী

নিযুক্ত করিলেন। তিনি এই সময়ে আপনার বাসের জন্য একসামান্য স্থল নির্দ্দেশ করেন, এবং উপস্থিত দুর্ঘটনাহইতে মুক্ত হইবার নিমেত্ত দৃঢ়তা ও পরিশ্রম-সহকারে কার্য্যকরিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে এরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে " কিছুদিন পরিশ্রম করিয়া পরিণামে বিলক্ষণ ধনশালী হইব,ইহাই নিশ্চয় ছিল; কিন্তু তাহা নাহইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে আমাকে দরিদ্র হইতে হইল। যাহা হউক যদ্যপি জগদীশ্বর আমাকে অধিক দিন জীবিত রাখেন ও সামর্থ প্রদানকরেন তবে অবশ্যই আমার অবস্থা পূর্ব্ববৎ উন্নত হইবে"।

এইরূপকৃত-নিশ্চয় হইয়া তিনি নেপোলিয়নের ইতিহাস, ডাইন ও প্রেততত্ত্ব-বিষয়ক-প্রস্তাব প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উক্ত পুস্তকসকল প্রকাশ করিয়া যে অর্থলাভ করিলেন তদ্দ্বারা তাঁহার অধিকাংশ ঋণ পরিশোধিত হইল; যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর-পর পরিশোধিত হয়। কিন্তু এরূপ পুস্তক রচনায় যে মানসকি পরিশ্রম হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে তাহাঁর শরীরকে ক্ষয় করিতে লাগিল। পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবট্‌স্‌ফোর্ড নামক স্থানে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

স্কট অতিবুদ্ধিমান্, সুকল্পনা-শক্তি-সম্পন্ন ও দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আপনার গ্রন্থসকল বিক্রয়করিয়া যে অর্থলাভ করিতেন তাহার অধিকাংশ দরিদ্র গ্রন্থকর্ত্তাদিগের সাহায্যে ব্যয় করিতেন। যখন বিপদ্ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল তখন তিনি সংযত চিত্তে বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত উপন্যাসসকলে জগতের শোভা-বর্ণন-নৈপুণ্যের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার ক্ষমতার প্রসংসায় তাঁহাকে ইংলণ্ড-বাসীরা "উত্তরাঞ্চলের যাদুকর" বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ তাঁহার রচিত প্রত্যেক উপন্যাসের প্রথম কয়েক নীরস পত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পাঠকবর্গের মনে এমত ঔৎসুক্য জন্মে যে তাহার পাঠ স্থগিত রাখা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। তাঁহার যে উপন্যাস যে কালসম্বন্ধীয়, বর্ণনা গুলি সম্পুর্ণরূপে সেই কালসঙ্গত। তাঁহার রচিত উপন্যাস-বর্ণিত ব্যক্তিরা জীবিত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হয়। যাঁহারা স্কটের রচিত উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্কটকে লোকে জাদুকর বলিয়া কেন ডাকিত তাহার কারণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। অত্যন্ত-নীরস-চিত্ত ব্যক্তিকেও ঐ জাদুদ্বারা অভিভূত হইতে হয়। আমরা বাল্যকালে স্কটের রচিত " আইবান্‌হো" "ব্রাইড্ অফ লামরমুর" ও " কুইণ্টিন ডারওয়ার্ড" প্রভৃতি যে সকল উপন্যাস পাঠ করিয়াছি, তদ্‌বিষয়ীভূত বর্ণনাসকল আমাদিগের মনে কল্যকার ঘটনার ন্যায় জাগরূক রহিয়াছে। যাবত্ ইংরাজি ভাষা পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে, তাবত্ স্কট্ স্বকীয় মোহনী ভাব লোকের চিত্তোপরি প্রকাশ করিতে বিরত হইবেন না॥

সর রাজা রাধাকান্তদেবের জীবনচরিত।

জা রাধাকান্ত বঙ্গদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া অসামান্য ধীশক্তি ও অলৌকিক-বিদ্যা-প্রভাবে মাতৃভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন; ইনি সংস্কৃত ও পারশ্য ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞান লাভ করিয়া হিন্দু ও বিজাতীয় সমাজে অতীব আদরণীয় হয়েন; ইনি সংস্কৃত-শাস্ত্রের সোপানস্বরূপ" শব্দকল্পদ্রুম" নামক

মহামূল্য পুস্তক সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে প্রস্তুত করিয়া ভূমণ্ডলের সভ্য দেশমাত্রেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং ঐ যশ-স্তম্ভ সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন; অতএব এই মহাত্মার জীবন-বৃতান্ত সঙ্ক্ষেপে পাঠকদিগের নিকট প্রকাশ করা বিধেয়।

রাধাকান্ত দেব অতিপ্রাচীন কায়স্থ দেববংশ হইতে সমুৎপন্ন হন। তদীয় এক পূর্ব্বপুরুষ পীতাম্বর দেব সমস্ত কুলীন কায়স্থদিগকে একত্র করিয়া মহাসমারোহে "একজাই" নামক এক কৌলীন্য সভা সম্পন্ন করেন। উহাতে তিনি অতিশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশীয় নবাবের নিকট "খাঁ বহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন। তদীয় প্রপৌত্রগণ নবাবের অধীনে নিযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে রায় বিদ্যাধর দেব মুড়াগাছা পরগনায় আগমন করিয়া সপরিবারে তথায় বাসস্থান নীর্দ্ধারিত করেন। তাঁহার পৌত্র দেবীদাস মজুমদার ঐ পরগনার কানুনগো ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর হইলে তদীয় ষষ্ঠ পুত্র রুক্মিণীকান্ত সুবিখ্যাত নবাব মুহব্বৎ জঙ্গের অনুগ্রহে মূড়াগাছা পরগনার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ভূম্যধিকারী কেশবরাম রায় চৌধুরীর কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বপদে নিয়োযিত হইয়া ব্যবহর্ত্তা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি উক্তকর্ম্মে অত্যল্প কাল নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর দেব পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ঐ পরগনাহইতে অধিক অর্থ সঙ্গ্রহ করত নবাবকে প্রদান করিতে লাগিলেন। কেশবরাম রামেশ্বরের এই কর্ম্মদক্ষতাদৃষ্টে অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করেন। তাহার মধ্যম পুত্র রামচরণ দেব পিতার ঈদৃশাবস্থা অবলোকনে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে মুক্তকরণাভিপ্রায়ে মুরসিদাবাদে গমন করিলেন। তথায় প্রধান শচিবের অনুগ্রহে এবং মুড়গাছা পরগণার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দিবার অঙ্গীকার করায়, তিনি ঐ পরগনার হুদ্দাদার নিযুক্ত হইলেন; এবং ঐ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া প্রথমে পিতাকে কারাগারহইতে মুক্ত করত বৈরনির্য্যাতন-সাধন-মানসে পিতৃশত্রু কেশবরায়কে কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন। তিনি ঐ পরগণার রাজকর বৃদ্ধি করিয়া পিত্রালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সপরিবারে বর্ত্তমান ইংরাজদিগের প্রসিদ্ধ ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের আধার ভূমি প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিতি করেন। নবাব তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও কার্য্যদক্ষতা সন্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিজলী তমলুক প্রভৃতি প্রদেশের লবণের কর-সঙগ্রহণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে আড়কটের সুবাদারের ভ্রাতা মনিরুদ্দীন খাঁ ভ্রাতৃবিরোধে স্বদেশহইতে পলাইত হইয়া বাঙ্গলায় আইলেন। মুহব্বৎজঙ্গ তাঁহাকে সমাদারে গ্রহণ করিয়া কটকের সুবাদারপদে নিযুক্ত করেন; এবং ঐ অবকাশে রামচরণ তাঁহার দেওয়ান হইলেন। কিন্তু সেই পদ তাঁহাকে বহুকাল ভোগ করিতে হয় নাই; পথিমধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত মহাষ্ট্রীয় সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের সহিত ঘোরতর সঙগ্রামে অসামান্য শৌর্য্য ওবিক্রম প্রকাশানন্তর যুদ্ধে তিরোহিত হন। তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে তদীয়রমণী ও পুত্রত্রয় তাঁহার ত্যক্ত ধনসম্পত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামসুন্দর দেব নবাবাধীনে পঞ্চকোটের রাজার তত্ত্বাবধারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বহুকালপর্য্যন্ত পরিজন প্রতিপালন করেন। ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ইংরাজদিগের

গোবিন্দপুর আবশ্যক হইলে তিনি পৈতৃক বাটী ও ভূসম্পত্তি তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া শোভাবাজারে বাসভূমি নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ দেব বিদ্যার্থী হইয়া মুরসিদাবাদে গমনপূর্ব্বক পারশ্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন; ও পারশ্যভাষায় বিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্রেই শীঘ্র প্রচার হইল। অতঃপর কোন সুযোগে কলিকাতার ইংরাজ প্রতিনিধি-ড্রেকসাহেব তাহাকে কোম্পানির মুন্সি-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নবকৃষ্ণ উক্ত কর্ম্ম এমত সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে লার্ড ক্লাইব তদীয় কার্য্য-নৈপুণ্য-সংদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা গুরুতর কর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন। নবাব সুরাজদ্দৌলার রাজ্যভ্রষ্টহইবার পূর্ব্বে তদীয় সৈন্যাধক্ষ্য মীর জাফরের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি সংস্থাপন-বিষয়ে তিনি একজন প্রধান চর ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজিদিগের সাম্রাজ্য বঙ্গদেশে সংস্থাপিত হইলে সুবিখ্যাত মোগল দিল্লীশ্বর শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দীনের সহিত ইংরাজিদিগের পক্ষ হইয়া তিনি এক সন্ধিসংবন্ধন করেন। পরে তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি অপ্রাপ্ত-ব্যবহার রাজা তেজশ্চন্দ্র বহাদুরের রক্ষক নিযুক্তহইয়া তদীয় বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ধ্বংশ হইতে রক্ষা করেন।

১৭৬৫ খ্রীঃঅব্দে মুনসী নবকৃষ্ণ লার্ড ক্লাইবের সমবিব্যাহারে এলাহাবাদে গমন করিলে মোগল সম্রাট্ শাহ আলম তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন; এবং তদীয় গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে "রাজা বহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মান-সূচক চিহ্ন সমূহ অর্পণ করিলেন।

অতঃপর লার্ডক্লাইব তাঁহাকে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মহামূল্য হীরকখণ্ড, অসি, চর্ম্ম, হস্তী ও ঘোটকাদি সম্মানসূচক খেলাত অর্পণ করিলেন; এবং "মহারাজ" উপাধি প্রদান করিয়া তদীয় বাটীর রক্ষার নিমিত্ত এক দল সেপাহি অস্ত্রধারীকে প্রহরির কার্য্যে নিযুক্তকরিয়া দেন। অধিকন্তু তিনি লার্ড ক্লাইবের অনুরোধে দিল্লীশ্বরের নিকট পারশ্য-ভাষায় খোদিত এক সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। এইরূপে রাজা নবকৃষ্ণ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া মহাসমারোহে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি কোম্পানির ধনাগার, মুনসিদফ্তর, আরজিদফ্তর, ও অন্যান্য কর্ম্মের অধ্যক্ষ নিযুক্তহইয়া সুচারুরূপে ঐ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যালোচনায় সমধিক সমাদর থাকাতে পণ্ডিতগণ দূরদেশহইতে তদীয় সভায় উপস্থিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার সভার এক অলঙ্কার ছিলেন। নিঃসন্তান প্রযুক্ত জেষ্ঠ ভ্রাতার তৃতীয়পুত্র গোপিমোহন দেবকে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল-পরে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ। ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ-নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

রাজা নবকৃষ্ণ বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতায় যে এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। শৈশবাস্থায় পিতৃহীন হইয়া তিনি যে এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী ও মাননীয় হইয়া ছিলেন সে কেবল তদীয় অসাধারণ পরিশ্রমের ও যত্নের ফল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গোপীমোহন দেব প্রথমাবস্থায় মেক্ফার্লেন সাহেবের পরে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে তদীয়-কার্য্য-দক্ষতা ও বিচক্ষণতা অবলোকনে প্রধান-ইংরাজ কর্ম্মচারীমাত্রেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বঙ্গদেশের শাসনভার

গ্রহণ করিয়া গোপীমোহন দেবকে "রাজা বহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তথা তাঁহাকে সদ্বোদ্ধা ও বিদ্বান্ বলিয়া সাতিশয় আদর করিতেন। রাজা গোপীমোহন দেব অসামান্য বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে পণ্ডিত-মণ্ডলিমধ্যে অতীব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং বিদ্যার্থিদিগকে প্রচুর সাহায্য প্রদান করিয়া বিদ্যানুশীলনের বিশেষ উৎসাহ সংবর্দ্ধন করিতেন। তিনি সাধারণের মঙ্গল চেষ্টায় সতত তত্পর ছিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি-সাধনার্থে ধর্ম্মসভা-নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত করেন। দীনহীনদিগের প্রতি দয়া ও নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় প্রদান করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। তদীয় বিশুদ্ধচরিত্র ঋজুস্বভাব ও অবমৃশ্যকারিতা-গুণে তিনি সাধুলোকের অনুরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি এক মাত্র পুত্র রাখিয়া মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। লার্ড অকলাণ্ড তাঁহার মৃত্যু-সমাচার অবগত হইয়া তদীয় পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেবকে এক পত্র লেখেন, ঐ পত্রে তিনি মৃতরাজার দেশহিতৈষিতা ও পরোপকারিতা গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার দুঃখ অপনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৭০৫ শকাব্দে চৈত্র মাসে রাধাকান্ত দেব মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও চতুরতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তিনি অল্পকালমধ্যে পারশ্য আরব্য ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন, এবং ইংরাজি ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে তৎসময়ে হিন্দুসমাজে তদনুরূপ ইংরাজি-ভাষাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অল্প নয়ন-গোচর হইত। প্রধান গোষ্ঠিপতি গোপীকান্ত সেই ছত্রধারীর কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহ অতি সমারোহে সমাধা করা হইয়াছিল, এবং তদ্ধেতু রাধাকান্ত দেব স্বজাতিমধ্যে কুলীনদিগদ্বারা বিশেষ সমাদৃত ছিলেন।

রাধাকান্ত দেব পিতৃপিতামহদিগের ন্যায় ইংরাজদিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, এক ইংরাজীভাষা এতদ্দেশে প্রচলিত করিবার জন্য তিনি সাতিশয় সচেষ্টিত ছিলেন; এবং অবশেষে হাইড্ ও হের সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দু-বিদ্যালয় নামক হিন্দুবালকদিগের পাঠোপযোগি এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। তিনি বহুকাল ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধাণ-কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া উহার উন্নতি-সাধনে সতত তৎপর ছিলেন। সংস্কৃত-কালেজের অবৈতনিক কার্য্যাধক্ষ নিয়োজিত হইয়া তাহার শ্রীবিদ্ধি সম্পাদন করিতেও তিনি ক্রটিকরেন নাই। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করিলে সুবিখ্যাত বিটন সাহেব তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ওপরোকারিতা প্রভৃতি গুণসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। অপর স্কুলবুকসোসাইটী নাম্নী সভা সংস্থাপিত হইলে তিনি উহার অবৈতনিক-সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-ভাষা-সংস্করণ-বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; এবং উক্ত ভাষায় বর্ণপরিচয় ও নীতিকথা প্রথম প্রচার করিয়া বালকদিগের পাঠ করিবার অনেক সুযোগ করিয়া ছিলেন। তিনি গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কাকে স্ত্রী-শিক্ষা-বিধায়ক-নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিতে বিশেষ সাহায্য প্রদান করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রও ন্যায়-সিদ্ধ ইহা ঐ পুস্তকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান এবং তাহাদিগের মনঃক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিতে তিনি অতিশয় সমুৎসুক হইয়াছিলেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। ক্রমাগত

তৎপরে ক্রমান্বয়ে ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ইহার অষ্ট খণ্ড সম্পূর্ণ হয়। অধুনা এই পুস্তক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; এবং বোধ হয় আমাদিগের পাঠকমণ্ডলীমধ্যে অনেকেই ইহা দেখেন নাই; অতএব ইহার লক্ষণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য। ফলে ইহা একখানি অভিধান, এবং ইহাতে শব্দ-গুলি বর্ণমালাক্রমে সন্ন্যস্ত আছে। পরন্তু ইহা কেবল অভিধান নহে। ইহাতে আদৌ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিন্যস্ত করিয়া, পরে তাহার সমস্ত পর্য্যায় শব্দ বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থহইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। তৎপরে ঐ শব্দ-সম্বন্ধে সংস্কৃত-গ্রন্থে যে কিছু বিবরণ আছে তাহারও অনুবাদ করা হইয়াছে। অধিকন্তু দেবতাদিগের নামসম্বন্ধে প্রত্যেক দেবতার ইতিহাস, পূজা, বন্দনা, মাহাত্ম্য; ঔষধের নামে তাহার ধর্ম্ম; রোগের নামে তাহার লক্ষণ ধর্ম্ম বিভাগ ও চিকিৎসা; দার্শনিক শব্দে তাহার পরিভাষা ও প্রয়োগ; অশৌচবিধি, কৌলীন্য-প্রথা, পতাকাদির বিচার ও দণ্ড প্রভৃতি সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম একত্রিত করা হইয়াছে। এই মহাব্যাপার নির্ব্বাহ করা সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য নহে; এবং ইহার সম্পাদনে বিবিধ বুধগণের সাহায্য প্রয়োজনীয়; তদ্ভিন্ন ইহা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। রাজা রাধাকান্ত ইহা বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন, এবং তদর্থে সর্ব্বদা পণ্ডিতমহাশয়দিগের পরামর্শ ও আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; কিন্তু তিনি প্রাচীন রাজাদিগের ন্যায় সভাপণ্ডিতের কৃত গ্রন্থ আপন নামে প্রচার করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি স্বীয় গ্রন্থে পণ্ডিতের সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহাতে তাঁহার নিজকৃত কার্য্যের গৌরব বিশিষ্টরূপে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ সংস্কৃত-গ্রন্থ পুর্ব্বে কুত্রাপি কেহ সম্পাদন করেন নাই। রাজা রাধাকান্ত ইহার সূত্রকর্ত্তা, এই কারণে এবং মনুষ্যের কার্য্য কদাপি নির্দ্দোষ হয় না, এপ্রযুক্ত শব্দকল্প-দ্রুম গ্রন্থ নির্দ্দোষ বলা যায় না। বৈদিকশব্দ তাহাতে প্রায় নাই; অন্য শব্দেরও অনেক অভাব আছে; ইতিহাস ও শাস্ত্রও সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ নহে। পরন্তু রাজার প্রথম উদ্যম সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা সহৃদয়মাত্রে অবশ্য স্বীকার করিবেন। পণ্ডিতমণ্ডলীমাত্রে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; এবং ইউরোপ-খণ্ডের বিদ্যোৎসাহিনী অনেক সভায় তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে তত্তৎসভার প্রধানতম সভ্য-শ্রেণীমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এতদ্দেশে ১৮৩৭ অব্দে লর্ড অক্লণ্ড তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন, তৎপরে ইউরোপের কয়েক মহীপতি তাঁহাকে সম্মানসূচক পদক প্রেরণ করেন; তন্মধ্যে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া যে পদকটী প্রেরণ করেন তাহা বিশেষ আদরণীয়।

১৮৫১খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন-নামক সমাজ সংস্থাপিত হইলে তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত যদিও তিনি ঐ সমাজের শ্রম-সাধ্য কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তিনি সতত সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া ঐ সভার উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তিনি এগ্রিকল্চর‍্ল সোসাইটী অর্থাত্ কৃষিবিদ্যোন্নতি-সাধক সমাজের অধ্যক্ষ্য হইয়া বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্য-প্রণালী ও তদীয় নিয়মসকল লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ সমাজে প্রদান করেন; এবং কৃষিকর্ম্মবিষয়ক পারস্য-ভাষায় রচিত একখানি পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদিত করিয়া ইংলণ্ডীয় রয়েল-আসিয়াটিক-সোসাইটীনামক সমাজে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ পুস্তক

তথায় মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী-নামা এক জন ধনী ও ক্রূরস্বভাব জমীদার রাজার নিকট এক জমীদারী পত্তন করিয়া লয়। কিন্তু উহার বাৎসরিক রাজস্ব প্রদান না করাতে রাজা বক্রী-খাজনার হিসাবে মুন্সীর পত্তনিসত্ব বিক্রয় করেন। বৈকুণ্ঠনাথ রাজার এই কর্ম্মে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া সতত তাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি যে অতিধূর্ত্ত দুষ্ট ও কলহ-প্রিয় ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। পরপীড়ন ও পরের অনিষ্ট করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। সে যে হিংসা ও ক্রোধ-পরবশ হইয়া শান্তস্বভাব ও ধর্ম্মপথাবলম্বী রাজাকে মিথ্যাপবাদে অভিযোগ করিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র দূষিত করিবার চেষ্টা করিবে ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ জুলাই মনোহরপুর-নামা এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কিয়ৎপরিমাণ ভূমীর অধিকারের নিমিত্ত এক ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ঐ দাঙ্গায় ব্যক্তিদ্বয়ের প্রাণ-নাশ ও অপরাপরদিগের আঘাত ও অঙ্গভঙ্গ হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠনাথ বৈরনির্য্যাতন-সাধন-মানসে এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীয় অনুচরদ্বারা রাজাকে ও তৎপুত্রকে ঐ হত্যাকাণ্ডের আদিকারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগের নামে অভিযোগ করে; তথা শঠতা ও কুমন্ত্রণাদ্বারা ঐ অপবাদ সত্য বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে এরূপ প্রচার করিয়াছিল যে প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা রাজার নির্ম্মল চরিত্র জ্ঞাত হইয়াও তাঁহার নির্দ্দোষিতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব যে ঐ বিবাদের নিমিত্ত অস্ত্রধারী-পুরুষ মনোহরপুরে প্রেরণ করেন তাহা সে তদীয় নীচ ও মন্দস্বভাব ব্যক্তি-দ্বারা সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করে নাই। একজন অপরিণামদর্শী যুবা মাজিষ্ট্রেট বৈকুণ্ঠনাথের ধূর্ত্ততায় ও তাহার অনুচরদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজাকে ও তৎপুত্রকে শ্রীরামপুরের বিচারালয়ে হাজির হইতে আদেশ করেন। কলিকাতার পুলিসাধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া রাজবাটী পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রাজাকে অপরাধীর ন্যায় ধৃত করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজা তৎসময়ে পীড়িত ছিলেন। তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার যথেষ্ট প্রতিভূ প্রদান করিয়া অনভিজ্ঞ দুরাচারদিগের হস্ত-হইতে তখন নিষ্কৃতি পাইলেন। ২৪ আগষ্ট তিনি প্রধান২ উকীল ও মহামাননীয় ইংরাজ ও স্বদেশীয় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামপুরে গমন করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া নির্ভাবনায় প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। দুর্গোৎসবের কিয়দ্দিন-পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট পুনর্ব্বার রাজাকে শ্রীরামপুরে আগমন করিতে আদেশ করেন। তথায় তিনি উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট কোন কথার আলোচনা না করিয়া একেবারেই তাঁহাকে স্বীয় বাসভবনের এক গৃহে আবদ্ধ করিলেন; এবং প্রতিভূ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেও অস্বীকার করিলেন। রাজা নিজামত আদালতে আবেদন করিয়া তদীয় আজ্ঞাক্রমে প্রতিভূ প্রদানানন্তর দিবসত্রয় পরে কারাবাস-হইতে মুক্ত হইলেন। পরে মকদ্দমা হুগলীর সেসনজজের বিচারালয়ে অর্পিত হইলে সুবিখ্যাত বিচারপতি টরেন্স সাহেব ক্রমাগত সপ্তত্রিংশ দিবশ অনুসন্ধানের পর এবং উভয় পক্ষীয়-সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণানন্তর রাজাকে নিরপরাধী বিবেচনা করিয়া, নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। তথা শ্রীরামপুরের

মাজিষ্ট্রেটের অবিবেকিতা ও রাজাকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত ও অনুপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া নিজামত আদালতে এক পত্র লিখিলেন। অধিকন্তু বৈকুণ্ঠ মুন্সী প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া যে স্বীয় নীচস্বভাব অনুচরদ্বারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজার প্রতি মিথ্যাভিযোগ করিয়াছিল, তাহা অসত্য সপ্রমাণ হওয়াতে তিনি ঐ মিথ্যাভিযোগকারীরপ্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস-দণ্ড বিধান করিলেন। রাজার বিচার-ঘটনার উপলক্ষে হুগলীতে এত অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল যে তাহার সঙ্খ্যা বর্ণনা করা দুরূহ। ঐ সমস্ত ব্যক্তি রাজার নির্দ্দোষিতা শ্রবণ করিয়া পরম-পরিতুষ্ট-হৃদয়ে বিচারালয়েও রাজবর্ত্মে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই রূপে রাজা রাধাকান্ত দেব মিথ্যাপবাদহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বান্ধবদিগের সন্নিধানে অতীব আদরণীয় হইলেন, এবং সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া পরমসুখে অবশিষ্ট জীবনকাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লর্ড ডেলহাউসি, যাঁহার মিথ্যাকোপে রাজার যন্ত্রণা হইয়াছিল তিনি, পরে রাজার গুনগ্রাম জ্ঞাত হইয়া এবং তদীয় বিদ্যা মহত্ত্বতা ও সৌজন্য সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড-গমন-কালে রাজার হস্তধারণপূর্ব্বক অতি সম্মানপুরঃসর তদীয় ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নবনিয়োজিত শাসনকর্ত্তা লর্ড কানিঙ্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। রাধাকান্ত দেব হিন্দুশাস্ত্রপ্রোক্ত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবনকাল যাপন করেন, কিন্তু তিনি অন্য-ধর্ম্মপথাবলম্বী ব্যক্তির দ্বেষ্টা ছিলেন না। তিনি কহিতেন যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সকল ধর্ম্মের ও সমস্ত উপাসনার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব যে বর্ত্তমান শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এক অদ্বিতীয় ও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তিনিঅসামান্য-বিদ্যা-প্রভাবে সর্ব্ব-প্রদেশে ও সর্ব্ব-সমাজে প্রসিদ্ধ-হইয়াছিলেন, এবং দয়া ও পরোপকারিতা গুণে বিভূষিত হইয়া কি ধনী কি নির্ধনী সকলের প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমদ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধনে সতত সচেষ্টিত থাকিতেন। স্বদেশীয় বালক বালিকাদিগের শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজদিগের গবর্ণর জেনরেল অবধি অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর করিত। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া যে মানব-দেহ-স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে কেবল তদীয় কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মত ও ন্যায়রূপে সম্পন্ন করার ফল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার যশোরাশি ও গুণসমূহের পুরস্কারস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী তাঁহাকে মহামাননীয় "নাইট্ কমাণ্ডার অফ্ দি ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" এই উপাধি প্রদান করেন। তাহার জীবন-যাপন-প্রণালী যে অন্যের অত্যুতকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তিনি সমস্ত সাংসারিক সুখভোগে পরিতুষ্ট হইয়া ৮৪বৎসর-বয়ঃক্রমে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে বৃন্দাবনধামে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
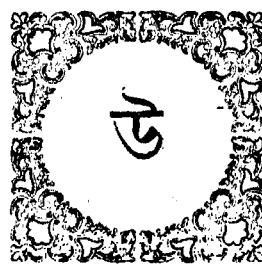
"উদ্বোধিনী। প্রথম ভাগ। মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অর্থসাহায্যে শ্রীমথুরাকান্ত বসু-

কর্তৃক প্রণীত ও ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে মুদ্রিত”। এই পুস্তকখানি আয়তনে অতিক্ষুদ্র, ১৪ পৃষ্ঠামাত্র-পরিমিত, এবং তাহাতে অনেকগুলি স্বতন্ত্র বিষয়ের পদ্যে বর্ণন আছে, সুতরাং তাহার কোনটী এমত বৃহৎ নহে যাহাতে কল্পনা-শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে “আমি ইতিপূর্ব্বে কখন পদ্য রচনা করি নাই, এই আমার প্রথমোদ্যম; সুতরাং এই পুস্তক যে নানাদোষে দূষিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। মৎসদৃশ ব্যক্তির লোক চিত্ত-রঞ্জনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র; গুণি ব্যক্তিরা দোষ পরিহার করিয়া গুণ গ্রহণ করেন; এই পৌরাণিক কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বোধ করিতেছি যে উদ্বোধিনী নিতান্ত ঘৃণিতা হইবে না।” অতএব ইহার সুদীর্ঘ সমালোচন কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু আমরা গ্রন্থকারকে অনায়াসে কহিতে পারি যে তাঁহার উদ্বোধিনী কদাপি ঘৃণার পাত্রী নহে। তাহাতে অনেক সদ্ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কএকটী পদ্য সরস মধুর ও সদ্ভাবুকের উক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়; এবং গ্রন্থকার যে বাগ্‌দেবীর প্রসাদকণা প্রাপ্তির যোগ্য ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। প্রকৃত কবিতা পরিণত বয়সের ফল নহে, তাহার নিমিত্ত শাস্ত্রের আলোচনা বা চতুষ্পাঠীর অধ্যয়ন আবশ্যক করে না; গুরূপদেশ তৎসম্বন্ধে রাজমার্গের ধূলীসদৃশ; এবং প্রাচীন গ্রন্থ তাহার পক্ষে ব্যর্থ-পদার্থ। তাহার মূল স্বয়ং উৎপন্ন হয়; এবং যাহার হৃদয়ে তাহার বীজ ন্যস্ত হইয়াছে, তথায় তাহা স্বয়ং অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়। সেই স্বয়ংসিদ্ধ পুষ্প যে রূপ মনোহর, কল্পিত আয়াসে তাদৃশ কদাপি সম্ভবে না।

২। “রামায়ণ। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত। আদিকাণ্ড। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ১ সঙ্খ্যা।” এই পুস্তকসম্বন্ধেও আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। রামায়ণের মহিমা বর্ণন কাহারও পক্ষে নূতন হইতে পারে না, এবং তাহার অনুবাদবিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় পর্ব্বে ব্যক্ত-করা হইয়াছে। ফলে রামায়ণের প্রকৃত অনুবাদ বর্দ্ধমাননিবাসী শ্রীযুক্ত মহারাজ মহতাঁবচন্দ্র বাহাদুরের কএক জন সভাপণ্ডিত প্রথম প্রকাশ করেন। তদনন্তর বটতলার পুস্তকব্যবসায়ী শ্রীযুত বেণীমাধব দের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন সম্পন্ন করেন; তাহা মূলের সহিত প্রকটিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাহার মূল টীকা ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। অতএব বর্ত্তমান গ্রন্থে চতুর্থ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি অনুবাদকের মধ্যে পূর্ব্বকৃত অনুবাদের কে কত গ্রহন করিয়াছেন তাহা বলিবার আবশ্যক থাকিলেও তাহা সুসাধ্য নহে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কালিদাসের আদেশানুগামী হইয়া “পূর্ব্বসূরির” উল্লেখ করিতে শ্রমস্বীকার করেন নাই। গোস্বামীদ্বয় কেবলমাত্র হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বানুবাদদ্বয় দেখিয়াছেন কি না তাহা আমরা সুতরাং জ্ঞাত নহি। পরস্পরের শব্দ-সাদৃশ্য অনেক আছে, কিন্তু তাহা মূলের শব্দানুরোধে, কি অনুকরণ, প্রযুক্ত বা প্রতিলিপি হেতু, ঘটিয়াছে ইহার নির্দ্দেশকরা কঠিন। ফলে নব্য মহাশয়েরা তাঁহাদের পথপ্রদর্শক প্রাচীনদিগের সম্মান রক্ষা করিলে সহৃদয়তা প্রকাশপায়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬৪ খণ্ড

অদ্ভুত খাদ্য।

—:-:—

জগৎপিতা প্রত্যেক জীবের যেবিশেষ২ খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য খাদ্যে তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। গো কি ছাগ তৃণ ও তৃণজাত শষ্য ভিন্ন অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেনা, এবং করিলেও তাহা তাহার দেহের পোষক হয় না। মাংসাশি জীবেরা মাংসপ্রতিই সর্ব্বদা অনুরক্ত; অনভাবে শষ্য বা তৃণ দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিতে বিমুখ। ছাগ-শূকর ইত্যাদির অভাবে ব্যাঘ্রকে কেহ কখন তৃণের উপর নির্ভর করিতে দেখেন নাই। দীর্ঘকাল গৃহে পালিত হওয়াতে কুক্কুর ও বিড়াল অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঐ জীবদিগের খাদ্য নহে, এবং মৎস্য বা মাংস পাইলে তাহারা কখন অন্ন স্পর্শ করেনা। অপর মাংসাদ জীবের মধ্যে কেহ সদ্যো মাংসপ্রিয়, কেহ বা পূত গলিত মাংসের অনুরাগী। শকুন ওগৃধ্রেরা সদ্যো মৃতদেহ পাইলে তাহার নিকট দুই দিবস বসিয়া থাকে, এবং ঐ কালে তাহা পূত হইলে পরে তাহা ভক্ষণ করে; সদ্যোমাংসাহারি জীব সেই প্রকার পূত মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ পীড়িত হয়। ফলে যাহার যে খাদ্য তাহার জঠরও সেই দ্রব্য পাক করণের উপযুক্ত, তদ্ভিন্ন অন্য দ্রব্য পাক করিতে সক্ষম নহে। এই বিষয়ের আলোচনা করিলে বোধ হয় জগৎপিতা মনুষ্যকে সর্ব্বভুক্‌রূপে সৃষ্ট করিয়াছেন, কারণ তাহার পক্ষে কোন দ্রব্যই অখাদ্য নাই; জীবজ উদ্ভিজ্জ সদ্যঃ পর্য্যুষিত প্রায়ঃ সকল দ্রব্যই মানবজঠরে অনায়াসে পরিপক্ক হয়, এবং ঐ সকলই তাহার দেহের পুষ্টি সাধন করে। দেশ-ভেদে খাদ্যাখাদ্যের অনেক বিচার আছে, সত্য, কিন্তু তাহা ব্যাবহারিক ও কাল্পনিক; মনুষ্য-দেহের ও জঠরের ক্ষমতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই অভিমতের প্রমাণার্থে আমরা সর্পের উল্লেখ ক-

রিতে পারি; তাহার নামশ্রবণমাত্রেই পাঠকবৃন্দের অনেকে ঘৃণিতা হইবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু তাহা খাদ্য বলিয়া চীন-দেশের বাজারে বিক্রীত হয়, এবং এতদ্দেশে যে প্রকারে লোকে প্রত্যহ শাক মৎস্যাদি ক্রয় করে, চৈনিকেরা সেইরূপ সর্প ক্রয় করিয়া থাকে। কুক্কুরও ঐরূপে উক্ত দেশে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং কলিকাতায় নব্যদল যে প্রকারে একটী ছাগ ক্রয় করিয়া তাহার মাংসে ভোজ করিবেন বলিয়া হর্ষিত হন, চৈনিকেরা কুক্কুরমাংসে সেই সুখ অনুভূত করেন। পরন্তু যাঁহারা ছাগ ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কুক্কুরের প্রতি দ্বেষ করা বিহিত বোধ হয়না। ইউরোপ-খণ্ডে এ পর্য্যন্ত কুক্কুর-মাংস নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু সম্প্রতি জর্ম্মন ও ফরাসীদিগের যুদ্ধোপলক্ষে পারীনগর জর্ম্মনকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে নগরস্থ লোকেরা নগরস্থ সমস্ত কুক্কুর ভক্ষণ করিয়াছে, এবং মূষিকও তাহাদের খাদ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুমিত হইয়াছে যে বিগত মাসত্রয়ে ফরাসীরা দশ লক্ষ ইন্দুর ভক্ষণ করিয়াছে। আর যে খানে কুক্কুর ও ইন্দুর প্রাত্যহিক আহারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে সেখানে অশ্ব গর্দ্দভ হস্তী প্রভৃতি জীব যে আদৌ উদরস্থ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কেহ কেহ কহিতে পারেন যে এরূপ ঘটনা কেবল যুদ্ধের সময় অন্য আহারের অভাবে ঘটিয়াছে, পরন্তু তাহাই যে কেবল মাত্র কারণ এমত নহে; যেহেতু ফরাসীরা সর্ব্বদা সরস উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বেঙ্গের সমাদর করেন, এবং যাহারা মণ্ডূকভক্ষণে অনুরক্ত তাহাদের পক্ষে মূষিক বিশেষ নিন্দিত হইবার কারণাভাব। আর প্রকৃত পক্ষে আমরা "কাদা-চিঙ্গড়ী" নামে কীটপিণ্ড ভক্ষণ করিয়া অন্যকে ব্যাঙ্গ খায় বলিয়া নিন্দা করিতে পারি না। অপর মনুষ্য যে কেবল নানা প্রকার জীব ভক্ষণ করিয়া সন্তৃপ্ত আছে এমত নহে। জীব-দেহহইতে উদ্ভূত বস্তু ভক্ষণে মনুষ্য বিমুখ হয় নাই। মধুথ তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত; পতঙ্গের মুখহইতে উদ্ভূত হইয়াও ঐ পদার্থ দেবদুর্লভ পবিত্র খাদ্য বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। অপর ভারত-সমুদ্রের দ্বীপে এক প্রকার তালচড়াই পক্ষী আছে, তাহা পর্ব্বত-গুহায় আপন মুখের লালাদ্বারা এক প্রকার নীড় নির্ম্মাণ করে; সেই নীড় প্রকৃত অবস্থায় ঐ পক্ষীর পক্ষ ও মলে আবৃত থাকে। ঐ মল ও পক্ষ ধৌত করিলে নীড়টী একখানি শুক্ল ঝিনুকের ন্যায় বোধহয়; এবং তাহা জলে সিদ্ধ করিলে উপাদেয় ঝোল প্রস্তুত হয়। চীনদেশীয়েরা ঐ ঝোলের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তদর্থ প্রতি বৎসর কএক সহস্র মন পরিমিত ঐ নীড় সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া কেবল ধনী লোকেই তাহা ভক্ষণ করে, এবং তাহার এক তোলক পরিমান ৫ টাকায় বিক্রীত করে, সুতরাং ঐ নীড় রজতহইতে পাঁচ গুণ অধিক মূল্যবান্ বলিতে হইবে। চৈনিকদিগের সংস্কার আছে যে ঐ নীড় ভক্ষণ করিলে শরীর সর্ব্বদা নবযৌবন থাকে। পরন্তু আরবদিগের বোধে এই নীড়াপেক্ষা "রেগমাহী" নামক একপ্রকার টিক্‌টিকী চিরযৌবনের উৎকৃষ্টতর উপায়, এবং তাহারা তাহাই সেবন করে। পরন্তু পক্ষীর লালা কি টিকটিকী ভক্ষণ করিয়া যে কেহ চিরযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা আমাদিগের বিশ্বাস নাই; তাহাতে বিশেষ সুখভোগ হইতে পারে, সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন সম্ভাব্য নহে। কথিত নীড় ও পক্ষীর অবয়ব ৪৯ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইল।

ভাষা রহস্য।

—:-:—

(অন্যহইতে প্রাপ্ত।)

রতবর্ষস্থ সুসভ্য আর্য্যেরা মহাসম্রাজ্য স্থাপন, ভূরি ভূরি শিল্পের উদ্ভাবন, বিবিধ জ্ঞানকাণ্ডের সমুন্নতি, করিয়া জন্মভূমি উজ্বল করিয়াছিলেন। পরন্তু আর্য্যদিগের ঐ অপ্রতিহত পরাক্রম, অক্ষয় বিভব, অসীম ঐশ্বর্য, সকলই গত হইয়াছে। কেবল গরীয়সী সংস্কৃত-ভাষা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া আছে; ও নিস্তেজ, বিগতোৎসাহ, একতাহীন হিন্দুকূলের এখনও এই ভাষা মাত্র মুখজ্জ্বল করিতেছে। এবং ইউরোপস্থ সুসভ্য লোকেরা গাঢ়রূপ সেই সংস্কৃতের অনুশীলনদ্বারা ভাষা-বিদ্যায় অনেক দুরূহ তত্ত্বের সংশয় ভঞ্জন করিয়াছেন।

অষ্টাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কিছু পূর্ব্বে ইউরোপে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার উপক্রম হয়। তাহাতে ইউরোপের ভাষা সমস্তের পুরাবৃত্ত স্থিরীকরণ এবং আদিম মনুষ্যের ভাষা কি ছিল, তন্নিরূপণজন্য প্রাজ্ঞলোকেরা ভাষা-তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তদর্থে সর্ব্বাদৌ হিব্রু ভাষার সমালোচন করা হয়; যেহেতু উপরোক্ত মহাখণ্ডের লোকদিগের এক দারুণ ভ্রম ছিল, যে, হিব্রুই মনুষ্যদিগের আদি ভাষা, এবং তাহা দেবলোকে প্রচলিত ছিল। কুসংস্কারের দাসত্ব স্বীকার করিলে মনুকেও বাতুলতুল্য অপাদার্থ হইতে হয়। পরীক্ষা কালে উপরোক্ত বিষয়ের সন্দেহ দূরীভূত না হওয়াতে অনেকেরই সংশয় জন্মিতে লাগিল। হিব্রু ভাষাকে আদিভাষারূপে সংস্থাপন জন্য কল্পিত নানা কাহিনী অনেকের মনহইতে নির্গত হইতে লাগিল। এরূপ গোলযোগ দেখিয়া বুদ্ধিমান্‌মাত্রেই ভাষাতত্ত্বকে কল্পনার মাহাত্ম্য বলিয়া পরিহাস এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বঙ্গদেশে কতিপয় বিদ্যানুরাগী ইংরাজের প্রোৎসাহে "আশিয়াটিক্ সোসাইটী" নাম পদার্থ-সমালোক-সভা স্থাপিতা হয়। উহার প্রারম্ভ কালাবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত-বিদ্যানুশীলনে বিশেষ আগ্রহ উত্তেজিত হইয়াছে। সেই আগ্রাহবলম্বনে বিশিষ্ট ফলও জন্মিয়াছে। সংস্কৃতের সাহায্যবলে এতকাল যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র তাঁহাদিগকে অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেক। বিশিষ্টরূপে প্রমাণদ্বারা সব্যবস্থ হইল যে, ইউরোপীয় ও আর্য্য-ভাষা স্বতন্ত্র নহে; এবং ভাষাতত্ত্বরূপ-দুস্তর-সাগর-মধ্যে সংস্কৃত দিঙ্‌-নিরূপক যন্ত্রস্বরূপ। ইহা অত্যন্ত প্রাচীণ-ভাষা তাহও প্রতিপন্ন করিবার ক্রটি হইল না। অধুনা আমাদিগের আর্য্য-ভাষাই ইউরোপীয়-ভাষাসমস্তের জ্যেষ্ঠসহোদরা বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সংস্কৃতের সংজ্ঞা, ধাতু, স্বর ইত্যাদি উপাদান ভাষাতত্ত্বের জীবন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সংস্কৃতের প্রতি যাঁহারা অসহ্য কটু-ভাষা প্রয়োগ করিয়া ছিলেন তাঁহারা লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "হিন্দুদিগের পূর্ব্বতন আর্য্য-ভাষাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্যবহার করিতেন"। সংস্কৃত যে মূলহইতে উৎপন্ন; ইউরোপের আদি ভাষাসকল সেই মূলহইতেই সমুৎপন্ন; কেবল বহুকাল আর্য্যেরা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করাতে তাঁহাদিগের আদিম মূল ভাষার পুরাবৃত্ত নিরূপিত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ভ্রম আছে বলিয়া যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে "নন্দ রাজার একশত অব্দ পরে বাচনিক সংস্কৃতের অপলাপ হয়; তৎকাল অবধি উহা মৃত অবস্থায় পতিত আছে। নন্দরাজার কতকাল পূর্ব্বে সংস্কৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা ধ্যান করিতে গাঢ়সমালোচকদিগের মস্তক ঘূর্ণিত হয়, ও আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর "সংস্কৃত" শব্দের অর্থদ্বারা এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, তদুদ্দিষ্ট ভাষা কোন ভাষার সমীচীনতার এরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এ মীমাংসা কল্পনামাত্র।" এই আপত্তিকারীদিগকে অনুরোধ করি যে নব্য-ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা যে যে কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা অবগত হইতে অযত্ন না করেন।

সংস্কৃতের সহিত এক মূলহইতে উৎপন্ন ভাষাগুলি "আর্য্য-ইউরোপীয়" নামে বিখ্যাত। ঐ আর্য্য ইউরোপীয় ভাষা অনেক প্রকার; তন্মধ্যে শাতটী ভাষা প্রধানা। তদ্যথা—

১। সংস্কৃত।
২। জেন্দ।
৩। টিউটোনীয়।
৪। খেলটীয়।
৫। শ্লাবনীয়।
৬। গ্রীক্।
৭। লাতিন।

আলেক্‌জন্দরের সহযাত্রী কিংবা বাক্‌ত্রিয় অধীশ্বরদিগের অনুচরগণ এদেশে আসিয়া তৎসময়ে যে কোন্ কোন্ প্রচলিত ভাষা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন প্রাচীনেরা তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু প্রমাণিত হইয়াছে, সংস্কৃতহইতে ক্রমে প্রাচীন পালী ও প্রাকৃতের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ও জৈন উপাসকেরা পালী ও প্রাকৃতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করাতে অবিলম্বে তদানীং উক্ত ভাষার সমুন্নতি হইয়াছিল। পালী প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীনা। শাক্য মুনি পালী-ভাষায় বৌদ্ধ-মত প্রচার করিয়া ছিলেন। ২৫৮৫ বৎসর অতীত হইল শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে পালী-ভাষা প্রচলিত ছিল।

সিংহলদ্বীপে পালী-ভাষা "জৈনবচন" নামে প্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীন যিহূদী জাতির ন্যায় বৌদ্ধেরা পর্ব্বত-গাত্রে অসাধারণ ঘটনাসকল লিখিয়া রাখিতেন, এবং সেই লেখনের ভাষা পালী সংস্কৃত যেরূপ এতদ্দেশীয় ভাষার মধ্যে গরীয়সী পালী-ভাষাও তদ্রূপ পর্ব্ব-দেশস্থ ব্রহ্মাদি সকল ভাষার অগ্রগণ্য। তত্রত্য নানা ভাষা পালীমূলক, ঐসকল ভাষা আর্য্য-চীন-নামে অভিহিত হয়।

আর্য্য-চীন ভাষাবলী।

১। মালয়।
২। যৌড়া।
৩। বুগীঃ। (সিলিবিঃ দ্বীপে প্রচলিত)
৪। ভূয়া। (সম্বারাজ্যে প্রচলিত)
৫। বাট্টা। (সুমাত্রা দ্বীপে প্রচলিত)
৬। তাগালা। (ফিলিপিদ্বীপে প্রচলিত)
৭। রুক্‌হেং। (আরাকানে প্রচলিত)
৮। ব্রহ্ম। (ব্রহ্মদেশে প্রচলিত)
৯। মান। (পেগু প্রচলিত)
১০। পহয়ে। (সিয়াম দেশে প্রচলিত)
১১। কহমাঁ। (কাম্বোজ দেশে প্রচলিত)
১২। বল। (লূঃ দেশে প্রচলিত)
১৩। আনাম। (কোচীন চীন দেশে প্রচলিত)

১৪। পালী। (উক্ত কএক দেশের প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভাষা)

পালী ব্রহ্মদেশের সংস্কৃত। আবা ও পেগুতে যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার বর্ণমালা নাগরী ও চতুষ্কোণ পালী অক্ষরের সদৃশ। সিংহলে দক্ষিণ দেশের ন্যায় তালপত্রে লৌহলেখনীদ্বারা লিপি সম্পন্ন হয়। ব্রহ্ম-দেশের রাহানেরা বলেন যে হ্ অর্থাৎ সিংহলদ্বীপহইতেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ব্রহ্ম-দেশে সমানীত হইয়াছিল, তৎপরে তাহা চীনদেশে প্রচার করা হয়। ভারতবর্ষের সাহিত্য কেবল পশ্চিম দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এমত নহে; উত্তরভাগে তিব্বত ও পূর্ব্ব-দ্বীপাদি-পর্য্যন্ত তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎতদ্দেশের কাব্য ও উপাখ্যানে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। ব্রহ্মদে-শের মনুষ্যেরা মনুসংহিতার স্থল বিশেষকে তাহা দের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশিষ্টরূপে সমাদর করে, ও কতক হিন্দু-আচার ও নিয়মও রক্ষা করে। পরন্তু তাহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী। তত্রত্য রাজকীয় শাস্ত্রাগার অতিবৃহৎ। কর্ণেল সাইম্‌স্ বলেন যে তাদৃশ বৃহৎ পুস্তকালয় আশিয়ার মধ্যে কোন রাজভবনে দৃষ্ট হয় না। তথায় পালীভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ অনেক আছে। তদ্ভিন্ন কাব্য, ইতিহাস, সঙ্গীত, উপাখ্যান, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অপর অপর অনেক বিদ্যার গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থও পালীভাষায় রচিত।

পালী যেরূপ বৌদ্ধদিগের পবিত্রভাষা, প্রাকৃত ভাষা জৈনদিগের সেইরূপ পরম আদরণীয়। মহিশূর, কানাড়া, বরদা, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে অধিক জৈনের বসতি আছে। বেলপুর, আবু, শ্রবণবেল, গুলা, চম্পাপুরী, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি স্থান ইহাদের প্রধান তীর্থস্থল। ঐ সকল স্থানের প্রচ-লিত জৈন শাস্ত্রসকল প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, এবং তাহাতে প্রাকৃতের অবস্থা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। পরন্তু স্মর্ত্তব্য যে প্রাকৃত একটী ভাষা নহে; সংস্কৃতের অপ-ভ্রংশে যে সকল ভাষা এতদ্দেশে প্রথম উৎপন্ন হয় তৎসকলের নাম "প্রাকৃত;" এবং দেশভেদে তাহা নানা প্রকার হইয়াছিল; মাগধী, মহারাষ্ট্রীয়, সৌরসেনী, পৈশাচ অপভ্রংশ প্রভৃতি বিবধ নামে বিখ্যাত হয়। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়কে বররুচি প্রধান প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করেন। পরন্তু প্রাকৃতের প্রথম ব্যাকরণকার বররুচি স্বয়ং মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন, অতএব তাঁহার প্রমাণ এ বিষ-য়ের যথার্থ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ মগধদেশে উৎপন্ন মাগধী ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের অপেক্ষা কোনমতে কনিষ্ঠ-নহে। প্রত্যুত ঐ ভাষায় যে পরিমাণ পুস্তক লেখা আছে মহারাষ্ট্রীয়ে তাহার একাংশও নাই। সে যাহা হউক এস্থলে ভাষা-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এই মাত্র মনে রাখা কর্ত্তব্য যে প্রাকৃত একটী ভাষার নাম নহে, অপিতু কএক ভাষার সাধারণ নাম।

পারশ দেশের প্রাচীন লোকদিগের রীতি, ধর্ম্ম, আকার-গত লক্ষণ অনেক হিন্দু দিগেরই সদৃশ ছিল। অপিচ পারশের জেন্দ নামক ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঐক্য ছিল। অনেক জেন্দ-শব্দ সংস্কৃত-মূলক অথবা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তৎপ্রযুক্ত প্রাজ্ঞ লোকেরা জেন্দ-ভাষাকে সংস্কৃতহইতে জাত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বর্ণুফ সাহেব জেন্দ-শব্দের বর্ণোদ্ধার করত অনুমান করেন যে সংস্কৃত এবং জেন্দ ভভিন্ন ভাষা, কেবল এক প্রসূতিহইতে উৎপন্ন প্রাচীন কালে আর্য্যকুল দীর্ঘকাল একত্রে এক দেশে বাস করিয়া এক একটী দীর্ঘ পরিবার এক এক দিকে প্রস্থান করিয়া তথায় নিবাস স্থাপন করিয়াছিল; তাহাতেই আর্য্যভাষা পৃথক্-পৃথক্-শ্রেণীভুক্ত হই য়াছে। পরন্তু তদ্বিষয়ের বিচার এস্থলে উদ্দেশ্য নহে।

বল্‌খ-দেশস্থ জরদস্ত-নামা এক পণ্ডিত "আবেস্তা" নামক ধর্ম্ম গ্রন্থ জেন্দভাষায় রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ জেন্দশব্দ বেদের ছন্দস্‌-শব্দের অপভ্রংশ। কয়খুষরু, দারা, গুস্‌তাস্প, প্রভৃতি ভূপালগণের আধিপত্য-সময়ে জেন্দ-ভাষা প্রচলিত ছিল। দারা আপনি আর্য্যবংশীয় বলিয়া গরিমা করিতেন। সাসানীয়বংশের রাজাদিগের সময়ে পারশ দেশে পহলবী ভাষা প্রচলিত হয়। তাহা জেন্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুজর্চ মিহির-নামা পারশ্য বংশীয় কোন বৈদ্যের আদেশে এদেশহইতে পঞ্চতন্ত্র নামক সংস্কৃত-গ্রন্থের পহলবী-অনুবাদ করাইয়া পারশ দেশে তাহা প্রেরণ করা হয়। উক্ত অনুবাদহইতে প্রায়ঃ বিংশতি-প্রকার ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অধুনা তাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত। পঞ্চতন্ত্রের নাম ইউরোপের কোন স্থানেই বিশেষ বিখ্যাত নহে। অত্যন্ত প্রাচীন কালের জেন্দভাষা প্রায়ঃ লুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীনেরা বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমা আরাকোসিয়া পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের পশ্চিমেই পারশ দেশ; সুতরাং বেদোক্ত আর্য্য-দেশের সীমা-ভাগেই পারশ্য লোকেরা বাস করিত। তাহারা অহুরমজদ্‌-নামক দেবের উপাসক ছিল। বোধ হয় ঐ শব্দ সংস্কৃত "অসুরমেধস্‌" শব্দের অপভ্রংশ; যেহেতু হিন্দু ওপারশ্যেরা পরস্পরের বিরোধী ছিল, এবং একে যাহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত অন্যে তাহার নিন্দা করিত, এবং সেই ব্যবহারানুসারে হিন্দুরা দেবতার আরাধনা করিয়া অসুরের ঘৃণা করিত, এবং পারশ্যেরা দেবকে ভূত প্রেত দানবের সহিত গণ্য করিয়া অসুরের পূজা করিত। সেই অসুরদের শ্রেষ্ঠকে "অসুর মেধস্‌" অর্থাৎ অসুরশ্রেষ্ঠ অনায়াসে বলা যাইতে পারে। সকার-স্থানে হকার অপভ্রংশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, এবং এদেশীয় অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং অহুরজদ্‌ শব্দে সেই অপভ্রংশ ঘটিয়াছে, বলায় কষ্টকল্পনা হয়না।

পুরাকালে ভারতবর্ষ দশটী বৃহৎ-প্রদেশে বিভক্ত ছিল; এবং ঐ সকল প্রদেশ-মধ্যে দশপ্রকার হিন্দু জাতি নিবাস করিত। তাহারা পঞ্চদ্রাবিড় এবং পঞ্চগৌড় নামে বিখ্যাত ছিল।

কালক্রমে গৌড়ের অনেক প্রশাখা হয়। দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম-স্থিত-জনপদ বাসিরা সারস্বত-গৌড় নামে খ্যাত ছিলেন। আগরার অন্তর্গত-প্রদেশবাসীগণ কনৌজ-গৌড় নামে বিখ্যাত হন। তিরহুট-নিবাসীরা ত্রিহুটী গৌড় নামে বাচ্য হইতেন। ভাগলপুরের দক্ষিণ-স্থিত-জনপদ-বাসীদিগকে অঙ্গ-গৌড় বলিত। কথিত আছে যে মগধদেশীয় ভূপালগণ অঙ্গ-গৌড়ের বিরুদ্ধে বহুকাল সঙ্গ্রাম করণান্তর শাক্যের জন্মের কিয়ৎকাল-পরে অঙ্গাধীশ্বরের সৈন্যদ্বারা পরাভূত হন; এবং তৎকালাবধি অঙ্গের অধীশ্বরকে করদিতে বাধ্য হন।

প্রাচীন পঞ্চ দ্রাবিড় যথা; তৈলঙ্গ, কর্ণাটক, কানড়া, মহারাষ্ট্রীয়, ও দ্রাবিড়। এই পঞ্চকেরও অনেক অবান্তর ভেদ ও শাখা প্রশাখা হইয়াছে। কোন সময়ে তৈলঙ্গী ভাষা কলিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ ছিল কর্ণাট-দেশের লোকেরা তৈলঙ্গের ও মালাবারী ভাষাকে আরাবি এবং তুগলার বলিত। কর্ণাটক বর্ণ প্রাচীন তৈলঙ্গ অক্ষরের অনুরূপ। বিদরের রাজধানীর সন্নিকট কোন স্থলে মহারাষ্ট্রীয় তেলেগু ও কানাড়ী ভাষা মিশ্রিত হইয়াছে। হিন্দী এ বাঙ্গালার ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সংস্কৃত বাক্য অধিক আছে; এবং কাশ্‌মীরী ভাষায় সংস্কৃতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প।

অপর এই পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়-হইতে কালক্রমে অপর অপর অনেক ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তথা পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-ভাষা-মাত্র প্রসিদ্ধ ছিল এক্ষণে সেই ভারতরূপ গগণমণ্ডল ভাষারূপ-তারকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যথা বাঙ্গলা, কাশ্মিরী, দেবগড়ীয়, কচ্ছ, সিন্ধি, উচ, গুর্জর, কনকানীয়, পঞ্জাবী, বিকানিরী, উদয়পুরী, জয়পুরী, হরাবতী, মালব, ব্রজ, বুন্দেলা, মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী, কোশল, মৈথিলী, নেপালী, উৎকল, তেলেগু, কানাড়ী, তামিল, তুলব ইত্যাদি।

অপর মুশলমান-ভূপতিগণের আধিপত্যসময়ে আর্ব্বী পার্শী ইত্যাদি সেমিটিক বর্গীয় ভাষার প্রকৃষ্ট চলন হয়। এত দ্দশীয় লোকেরা উল্লিখিত ভাষা-শিক্ষায় বিশেষ অনুরক্ত হওয়াতে দেশীয় ভাষা বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিকৃতি প্রাপ্তির আর এক কারণ এই যে, মুশলমান অধীশ্বরেরা এদেশে বহুতর বিদেশীয় সৈন্য আনয়ন করেন। তাহারা এদেশের কোন ভাষাই জানিত না। তাহাদেরমধ্যে পারশ্য, তুরুস্ক, মোগল, আফগান প্রভৃতি নানা জাতীয় মনুষ্য ছিল। উহারা স্বজাতীয় ভাষার সহিত প্রদেশীয় শব্দ যোগে কথোপকথন করাতে ফিরিঙ্গী ভাষারন্যায় এক প্রকার বর্ণশঙ্করভাষার উৎপত্তি হয়। আর্ব্বীভাষায় সৈন্যের শিবির-স্থলকে উর্দ্দূ কহে। উপরোক্ত ভাষা সৈন্যদ্বারা সৃষ্টি হওয়াতে উহা ঊর্দ্দূ পদের বাচ্য হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুশলমান অধীশ্বরেরা ভারতবর্ষে থাকিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই হেতু আর্ব্বীর ও পার্শীর পরিবর্ত্তে ঊর্দ্দূর প্রতি বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন; এবং রাজকার্য্যে তাহাই নিয়োগ করেন। বাঙ্গালা, হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি প্রদেশীয় ভাষার অপেক্ষা এই উর্দ্দূ অনেক বিভিন্ন। এদেশে যেরূপ পূর্ব্বে জঘন্য কিতাবতী ভাষা ছিল, পশ্চি-মের উর্দ্দূ সেইরূপ জঘন্য কিতাবতী হিন্দী।

মামথ বা যুগান্তরীয় হস্তী।
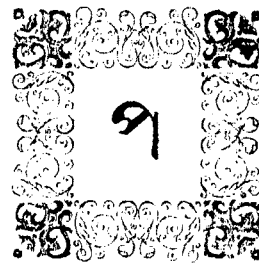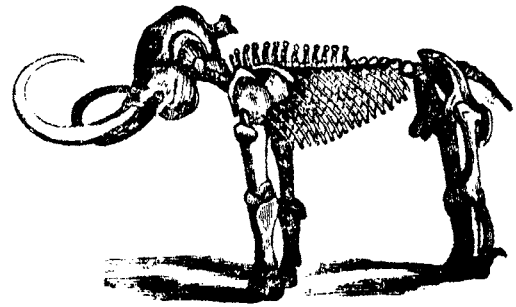
পূর্ব্বে ক্রম পর্ব্বে কএকটী যুগান্তরীয় জীবের বর্ণন বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তৎপাঠে যাঁহাদের আস্থা হইয়াছে তাঁহাদিগের অনুমোদনার্থ উপরে অপর একটী যুগান্তরীয় জীবের কঙ্কাল মুদ্রাঙ্কিত করাগেল। তদ্দৃষ্টেই পাঠকবৃন্দ জ্ঞাত হইবেন যে উহা হস্তি-বিশেষের অবয়ব। বর্ত্তমানের হস্ত্যাপেক্ষা ঐ হস্তী বৃহৎকায়, এবং উহার দন্ত ২।। বা ৩মন পরিমিত হইত। নব্যকালের হস্তিদন্তাপেক্ষা ঐ দন্ত বিশেষ বক্রাগ্রও হইত, তথা ঐ জীবের চর্ব্বণ-দন্তও অসদৃশ ছিল। এই জীব বর্ত্তমান জীবের যুগের প্রাক্‌পূর্ব্বেই জীবিত ছিল, এবং তৎকালে উহা হিমপ্রধান-দেশেই বিচরণ করিত। শত-বৎসর হইল, সিবিরিয়া-প্রদেশের এক বরফের হ্রদে এই জীবের দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা বরফে প্রোথিত থাকায় গলিত হয় নাই, এবং তাহা স্থূল লোমে পরিবৃত ছিল। ইদানীন্তরের

গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় হস্তীর গাত্রে তদ্রূপ লোম জন্মে না, জন্মিলেও তাহা অসহ্য হইত, সন্দেহ নাই। ঐ লোম-দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে প্রাচীন কালের হস্তী শীতপ্রধান দেশেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, গ্রীষ্মে আগমন করিত না। সত্য বটে, যে ঐ হস্তীর সদৃশ। বয়ব হিমালয়-পর্ব্বতেও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ঐ জীবের শীত-সহিষ্ণুতার হানি হয় না, যে হেতু হিমালয়ও শীতপ্রধান দেশ। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে যুগান্তরীয় হস্তীরও জাতিভেদ আছে; তন্মধ্যে কোন২ জাতীয় জীব গ্রীষ্ম-প্রধানদেশে, অপরে শীতল দেশে, বাস করিতে পারিত। তাহাদের অবয়বেরও স্বাতন্ত্র্য ছিল। নর্ম্মদা-নদীতীরে যে হস্তী যুগান্তরে বাস করিত তাহা নব্য হস্ত্যপেক্ষা দুই গুণ বৃহৎ হইত, এবং তাহা গ্রীষ্মসহনে পারগ ছিল, সন্দেহ নাই। এই জীবের পদের ও মস্তকের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এবং কৌতুকানুরাগী পাঠকেরা তাহা আসিয়াটিক সোসাইটীর অদ্ভুত-দ্রব্য-সঙ্গ্রহালয়ে দেখিতে পারেন। প্রস্তাবিত মামথ প্রায়ঃ তদ্রূপ হইত, কিন্তু ইহার দন্ত অত্যন্ত বক্র হইত। হিমালয়ে যে কএকজাতীয় হস্তী পূর্ব্বযুগে নিবাস করিত তাহার মধ্যে দুই জাতীয় হস্তী বর্ত্তমান কালের হস্ত্যপেক্ষা ক্ষুদ্র হইত, অপরে তদপেক্ষা বৃহৎ হইত।

প্রাচীন বৈদিক অন্ত্যেষ্টী-ক্রিয়া।

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি প্রাচীন আর্য্যদিগের তদ্বিষয়ক নিয়মহইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গততৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠকাণ্ডে পূর্ব্বতন লোকের সৎকারাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বৌদ্ধায়ন এবং ভরদ্বাজ ঋষিদ্বয়ের সূত্রগ্রন্থে তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্বলায়ন এবং হিরণ্যকেশীনামা সূত্রকারের সঙ্গ্রহেও বৈদিক সৎকারের নিয়মাবলী সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থ সমূহে যে সকল নির্দ্দিষ্ট প্রথা প্রতিষ্ঠিত আছে, বর্ত্তমান সৎকারের রীতি হইতে তাহা অনেক অংশে বিপরীত বোধ হয়।

এইক্ষণে যে সৎকার পদ্ধতি বঙ্গদেশে প্রচলিত, তাহা রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব ও অন্যান্য নব্য স্মৃতিকারকদিগের গ্রন্থানুযায়ি। নিম্নলিখিত বৈদিক-নিয়মাবলী-পাঠে পাঠক-মহাশয়েরা প্রাচীন এবং ইদানীন্তন প্রথার বৈলক্ষণ্য ও বৈষম্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদর্থে এস্থলে উভয়ের তুলনা করা গেল না।

আরণ্যকের প্রথমে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক হোমের নির্দ্দেশ আছে। বৌধায়ন বলেন যে মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ হাত ধারণ-পূর্ব্বক গার্হপত্য অগ্নিতে ঐ হোম চারিবার ঘৃতপরিপূর্ণ চমসদ্বারা সমাধা করিতে হইবে। ভরদ্বাজ বলেন যে আহবনীয় অগ্নিতে ঐ হোম সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। আশ্বলায়নের গ্রন্থে ঐ হোম মৃত্যুর অব্যবহিতপরে না হইয়া কিছুকাল বিলম্বে করার বিধি দেখা যায়। যাহাহউক উক্ত তিন মহর্ষি ফলতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে মৃতব্যক্তির বাটীতেই প্রাণত্যাগ হইয়াছে. কারণ জীবদ্দশায় গঙ্গার তটে বা অন্য নদীতীরে লইয়া জাইলে গার্হপত্য অগ্নিতে হোমের উপায় হয়না। অপর ঐ পুস্তকে অন্তর্জলীর কোন উল্লেখই নাই। বস্তুতঃ গঙ্গাযাত্রা এবং অন্তর্জলীর প্রথা অতি আধুনিক, এবং খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চদশ-শতাব্দীর পরহইতে প্রচলিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত হোম নিষ্পন্ন হইলে পর একখানি উডু-ম্বর-কাষ্ঠের খট্বা সঙ্গৃহ করা হইত, এবং তদুপরি একখানি সলোম কৃষ্ণাজিন এইরূপে বিস্তৃত করিবার আবশ্যক যাহাতে তাহার শিরোভাগ দক্ষিণ দিকে এবং লোমসকল অধোমুখ থাকে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর কি সগোত্রীয় কিম্বা যে কেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবেক সে একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শবের পরিধীত বস্ত্র লইয়া তাহাকে নূতনবস্ত্র পরিধান করাইত, এবং অপর এক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাকে একখানি নূতন, অখণ্ড, দশীবিসিষ্ট বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার বিছানা কিম্বা একখানি মাদুরে জড়াইয়া, এবং তদবস্থায় খট্বায় শায়িত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে স্বগোত্রীয় উপস্থিত থাকিতে অন্য জাতীয় মনুষ্যকে শব স্পর্শ করিতে দেওয়া বিহিত নহে; এবং অন্য স্মৃতিকারেরা লিখিয়াছেন যে তাহাতে আশৌচ ঘটে; ও তাহার খণ্ডনার্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়; কিন্তু যজুর্ব্বেদের মতে শব লইয়া যাইবার উপায় শকটই প্রশস্ত, এবং বৌধায়নাদি সূত্রকারেরা তদভাবে বৃদ্ধদাসের বিধান করেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রে দাসের উল্লেখ নাই, শকটই একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই কথা শ্রবণে অনেক পাঠক চমৎকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই; এবং কেহ কেহ আমাদিগের বাক্যে সন্দিহান হইতে পারেন, অতএব তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এস্থলে আমরা বৌধায়নের সূত্রসহ ঐ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্যথা—

"অথৈনমেতয়া আসন্দ্যা সহ তৎতল্পেন কটেন বা বৈর্দ্দ্যা দাসা প্রবয়সো বহেযুঃ অথৈনম্ অনসা ত্র্যকেষাং অনশ্চেদ্দ্যুক্ত্যাৎ।"

"ইমৌ যুনজ্মিতে বহ্নী অসুনীথায় বোঢ়বে। যাভ্যাং যমস্য সাদনং সুকৃতঞ্চাপি গচ্ছতাৎ।"

মন্ত্রের অর্থ যথা, "হে মৃত, তোমার প্রাণের বহনার্থ আমি এই দুই বলীবর্দ্দ শকটে যোজনা করিতেছি; ইহাদ্বারা তুমি সুকৃতের লোকে বা যমালয়ে যাইতে পারিবে।"

ঋগ্বেদের সূত্রকার আশ্বলায়ন এক বলীবর্দ্দের বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতেও তদভাবে দাসই প্রসস্ত। প্রাচীন সূত্রকারেরা কেহই ব্রাহ্মণের শবকে শকটে কি শূদ্রদাসদ্বারা শ্মশানে লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না; প্রত্যুত তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন; অধুনা তাহার বর্ণন-শ্রবণেও হিন্দুমাত্রে বিস্ময়ান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শবকে শ্মশানে লইবার সময় তৎসহিত একটী গোকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা ছিল। তদর্থে বৃদ্ধা গোই প্রসস্ত, তদভাবে কৃষ্ণা গো, তদভাবে লোহিত কৃষ্ণাক্ষী গো, তদভাবে কৃষ্ণখুরবিশিষ্টা গো, আর এতদ্রূপ কোন গো অপ্রাপ্য হইলে কৃষ্ণবর্ণ অল্পবয়স্ক ছাগ তাহার অনুকল্প। ঐ পশুর পুরোবামপদে রজ্জু বান্ধিয়া লইয়া যাওয়ার বিধান ছিল। অপর শবের গৃহহইতে শ্মশান-স্থান-পর্য্যন্ত পথ তিন ভাগে বিভাগ করা কর্ত্তব্য, এবং প্রত্যেক ভাগ উৎক্রান্ত হইলে শবকে এক২ বার ভূমিতে রাখিয়া একটী ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ করিবার রীতি ছিল।

শ্মশান-ভূমিতে উপনীত হইয়া এক চুল্লি খনন করা কর্ত্তব্য, তাহা শবের বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারণ করিলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণে দীর্ঘ; পাঁচ বিগত প্রসস্ত, ও ১২ অঙ্গুলী গভীর হইত। ইহার উপর যথাপরিমাণে কাষ্ঠ দিয়া শব সংস্থাপন করিতে হয়, এবং ঐ শব ব্রাহ্মণের হইলে তাহার হস্তে এক খণ্ড সুবর্ণ, ও ক্ষেত্রীয় হইলে এক

ধনুক, এবং বৈশ্য হইলে একটী মণি দেওয়া যাইত, ও তাহার স্ত্রীকে তাহার বামপার্শ্বে শায়িত করা হইত। তৎপরে দেবর তাহার নিকট গিয়া এক মন্ত্রপাঠ করিত, তাহার অভিপ্রায় এই, "হে মৃত আত্মা, তোমার পত্নী পতিলোক কামনা করিয়া তোমার শবের পার্শ্বে সুইয়া আছেন। ইনি যত্নে পতিব্রতত্ব পালন করিয়াছেন; ইহাঁকে ইহ লোকে নিবাস করিতে অনুমতি দিন, এবং আপন ধন পুত্রাদিগকে প্রদান করুন"*। তৎপরে ঐপত্নীর বাম হস্ত ধারণ করিয়া কহিতেন; "হে নারি, তুমি এই গতপ্রাণ পতির নিকট শয়ন করিতেছ; উত্থান কর; জীবলোকে আগমন কর, এবং তোমার হস্তধারী বিবাহেচ্ছ ব্যক্তির জায়াত্ব স্বীকার কর। তোমার ধনের বৃদ্ধ্যর্থে, ব্রাহ্মণত্বের সাধনার্থে, তেজের উন্নত্যর্থে এবং বলের বাহুল্যার্থে মৃতের হস্তহইতে সুবর্ণ লইয়া ইহলোকে নিবাস কর। আমরা সুসেবিত ও উন্নতশীল হইয়া সকল শত্রুর পরাজয় করিয়া বাস করিব" †।

এই মন্ত্র পঠিত হইলে পর দেবর ঐ স্ত্রীকে চীতাহইতে উৎথাপন করাইতেন। এই বিধির কোন বিকল্প নাই; এবং ইহাতে সহমরণের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। দেবর উপস্থিত না থাকিলে একজন দাস এই উত্থাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন, এবং তাহা হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কর্ত্তা স্বয়ংমন্ত্র পাঠ করিতেন।

অতঃপর যে গো শবের সহিত আনীত হইত তাহার আলম্ভনের বিধান আছে। ঐ গোর নাম "অনুস্তরণী" বা "রাজগবী"। উহার বলিদান সিদ্ধ হইলে তাহার মেদ শবের মুখ চক্ষু ও মস্তকের উপর, এবং মাংসাদি অপর অবয়ব শবের দেহের স্থানে স্থানে স্থাপিত হইত। তদনন্তর মৃত ব্যক্তির যজ্ঞ-সাধন যে সকল চমসাদি পাত্র ছিল তাহা তাহার দেহের স্থানে স্থানে রাখিয়া সমস্ত ঐ গোর চর্ম্মে আবৃত করিতে হইত; যদ্যপি কোন দৈব কারণে গোকে বিনষ্ট করিবার ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে তাহার বামপদ ভগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিবার রীতি ছিল, এবং তাহার মাংসাদির অভাবে শক্তুদ্বারা অনুকল্প করিয়া শবের উপর স্থাপিত করা হইত। শবের সহিত ছাগ লইয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবারই রীতি ছিল। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ইদানীন্তনের বৈতরণীয় গোদান কি এই রাজগবীর অনুকরণ?

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিতার উপর শব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত। সেই অগ্নি-সংযোগের মন্ত্রের অর্থ যথা "হে অগ্নি, এই শবকে ভষ্মসাৎ করওনা; ইহাকে বেদনা দিওনা; ইহার ত্বক্ বা অবয়ব বিক্ষিপ্ত করিওনা। হে জাতবেদস্ এই শব, যথাবিহিত দগ্ধ হইলে ইহার আত্মাকে পিতৃলোকে প্রেরণ করিও"। অতঃপর মন্ত্রের পাঠ ও তর্পণ সমাধা হইলে অগ্নি প্রদানকারী চিতার উত্তরে তিনটী খাত খনন করিত; এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ লোষ্ট্র ও বালুকা দিয়া অসম-সঙ্খ্যক ঘটে জল আনিয়া তাহা পূর্ণ করিত; এবং সৎকারীরা সকলে সেই জলে স্নানানুকল্প করিয়া পবিত্র হইয়া, দুইটী পলাশ শাখা প্রোথিত করিয়া, অপর একটী পলাশ শাখা তাহার উপর জুয়ালের রূপে বান্ধিয়া তাহার নিম্নদিয়া প্রয়াণ করিত

* ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতং। বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি।"

† "উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সম্বভূব।"

সুবর্ণং হস্তাদদানা মৃতস্য শ্রিয়ৈ ব্রহ্মণে তেজসে বলায়। অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুশেবাঃ বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতী-র্জয়েম"।

দাহকর্ত্তা সকলের শেষে গমন করিতেন, এবং জোয়াল পার হইয়া প্রোথিত শাখাদ্বয় উৎপাটন করিতেন। তদনন্তর সকলে চিতা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন নদীতে গিয়া স্নান তর্পণ করিতেন, এবং দিবসে সৎকার করিলে রাত্রিতে তারা দর্শন করিয়া, ও রাত্রিতে সৎকার করিলে প্রাতঃকালে, বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন; তৎপূর্ব্ব সমস্তকাল মাঠে বসিয়া থাকিতেন। শ্মশানে যাইবার সময় জ্যেষ্ঠেরা অগ্রে, এবং কনিষ্ঠেরা পশ্চাতে, যাইতেন, কিন্তু বাটী আসিবার সময় কনিষ্ঠেরা অগ্রে ও জেষ্ঠেরা পশ্চাতে আসিতেন।

অতঃপর তৃতীয় বা পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে মৃতব্যক্তির স্ত্রী দাহকর্ত্তা ও কএক জন আত্মীয় প্রাতঃকালে চিতার নিকট গমন করিতেন, এবং তদুপরি দুগ্ধ মিশ্রিত জল শেচন করিতেন। তৎপরে দাহকর্ত্তা একটী উদুম্বর দণ্ডদ্বারা তদুপরি আঘাত করিয়া অঙ্গার ও ভস্ম পৃথক্ করত তাহা দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং তিনবার জলশেচন করিয়া তর্পণ করিতেন। ঐ কার্য্য সমাধা হইলে স্ত্রী, আর মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে তন্মধ্যে জেষ্ঠা, অগ্রসর হইয়া দুই গাছি নীল ও লোহিত রজ্জুতে একটী প্রস্তরখণ্ড বান্ধিয়া তদ্দ্বারা বাম হস্তদিয়া অস্থিগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত করিতেন। সকল অস্থি সঞ্চিত হইলে তাহা ধৌত করিতে হইত, এবং ধৌত অস্থি একটী কুম্ভে বা মৃগচর্ম্মে বান্ধিয়া একট শমী কিম্বা পলাশ বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখা হইত। সোমযাজীর অস্থি হইলে ঐ অস্থিপুনরায় দগ্ধ করা হইত, কিন্তু অন্যের হইলে তাহার সমাধি দিবার নিয়ম ছিল।

সমাধির নিমিত্ত কুম্ভের বিধান ছিল। তাহা স্ত্রীর হইলে নলবিশিষ্ট বদনার আকার, ও পুরুষের হইলে নলবিহীন, প্রশস্ত। ঐ কুম্ভে অস্থি রাখিয়া তাহা মধু ও দধিদিয়া পূর্ণ করিয়া তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। সমাধি দেওয়া প্রাতে কর্ত্তব্যছিল। তদর্থে জ্ঞাতিস্বজন একত্রে এক নিভৃত স্থানে গিয়া দাহকর্ত্তা আদৌ একখানি চর্ম্ম কিংবা পলাশ কি শমী শাখাদ্বারা তাহা মার্জ্জন করিতেন। তৎপরে হলে দুইটী বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা তথায় ছয়টী শীতা খাত করিয়া তদুপরি জল শেচন করিতেন। তদনন্তর মধ্যস্থ শীতায় অস্থিকুম্ভ স্থাপনানন্তর তাহার আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সর্ব্বৌষধি দিয়া তাহা লোষ্ট্র ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিতেন। তৎপরে তাহার চতুষ্পার্শ্বে কএকখানি ইস্টকা রাখিয়া তদুপরি তিল নিক্ষেপ করা হইত, ও একখানি কাঁচা খাপরায় কিঞ্চিৎ নবনীত দিয়া তাহা দক্ষিণ দিকে রাখা হইত। তাহারপর ইষ্টকের উপর কিঞ্চিৎ তৃণ বিস্তার করিয়া কতকগুলি পলাশ শাখা ঐ স্তুপের চারিপার্শ্বে পুতিয়া বেড়া দিয়া স্তুপের উপর একটি নল-পুষ্পের চূড়া স্থাপন করার নিয়ম ছিল। ইহার পর কর্ম্মকর্ত্তা আপন দেহে পুরাতন ঘৃত লেপন করত কুম্ভের গাত্র একখানি জীর্ণ বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিতেন। পরে তাহা ইস্টকোপরিস্থাপন করত পলাশ-শাখাদ্বারা তদুপরি কিঞ্চিৎ জল সেচন করিয়া তদুপরি প্রচুর ইস্টক দিয়া তাহা আবৃত করিতেন। তদনন্তর কিঞ্চিৎ চরু রন্ধন করিয়া স্তুপের পার্শ্বে পাঁচ স্থানে তাহা রাখিতেন। পরে কিঞ্চিৎ তিল ও যব তাহার উপর ছড়াইয়া তদুপরি ক্রমান্বয়ে বরুণ-শাখা, বহুল ইষ্টক, শমী-শাখা, ও যব দিলেই সমাধি-কার্য্য শেষ হইত। এই সকল কার্য্যের প্রত্যেকের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে; কিন্তু প্রস্তাববাহুল্য হইবার ভয়ে তাহা এস্থলে লেখিতব্য নহে। এই অস্থি-সঞ্চয়ন

কার্য্যের উদাহরণ রামায়ণে দশরথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় দৃষ্ট হয়। কৌতুকানুরাগী পাঠকদিগকে আমরা তাহার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

---o-o---

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"মহাভারত, আদিপর্ব্ব নীলকণ্ঠ-কৃত-টীকা-সমেত। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ কর্ত্তৃক শোধিত ও ভাবান্তরিত"। ৪ খণ্ড। এই পুস্তকের ক্রমান্বয়ে যথা নিয়মে প্রকাশ দৃষ্টিতে আমরা পরিতৃপ্ত আছি। সম্পাদকদ্বয় উভয়েই সুপণ্ডিত, এবং তাঁহাদের কার্য্য সুচারু হইবে ইহা অবশ্য সম্ভাবনীয়, এবং সে সম্ভাবনা প্রায় সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইতেছে। পরন্তু মহায়াসে মধ্যে২ ব্যাসেরও তন্দ্রাকর্ষণ হয়, অতএব আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা অনুবাদ-বিষয়ে কোন মতে মূলের অন্যথা না করেন। রচনা-চাতুর্য্যের নিমিত্ত অনুবাদে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ সর্ব্বদা দূষণীয়, তাহাতে মূলের ব্যভিচার হইলে শাস্ত্রের সংহার করা হয়। এ বিষয় কিপর্য্যন্ত দূষণীয় তাহা সম্পাদকেরা বিশেষ জ্ঞাত আছেন, অতএব তাঁহাদের সুগোচরার্থে একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হইবে। ভারতের একটী শ্লোক যথা—

"শ্রুতবানসি মেধাবী বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞসম্মতঃ।
যেষাং শাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্নতে মুহ্যন্তি ভারত॥"

ইহার অর্থে সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন, "ভারত, আপনি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি মেধাবী ও বুদ্ধিমান্" ইত্যাদি। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে মূলের কোন শব্দে "অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন" এই অর্থ প্রাপ্ত হইল? ও জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন কিপ্রকার সম্ভবে? সত্য বটে যে গুরূপদেশ শ্রবণানন্তর উচ্চারণ করাকেও "অধ্যয়ন" বলা যাইতে পারে। পরন্তু মূলে অধ্যয়ন শব্দের অনুপস্থিতিতেও ঐ ভ্রমজনক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? এপ্রকার দৃষ্টান্ত অপর কএকস্থলেও আমাদিগের দৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পণ্ডিতদিগের গোচরার্থে এক সঙ্কেতই যথেষ্ট।

২। "পদার্থ দর্শন। কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থ বিদ্যাধাপক শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম এ কর্ত্তৃক প্রণীত।" আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। সেই আনন্দের দুই কারণ। এক এই যে মূঢ় লোকে যে কহিয়া থাকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত যুবকেরা মাতৃ-ভাষার অবহেলা করেন সে নিতান্ত অমূলক। প্রস্তাবিত গ্রন্থকার ইংরাজীতে যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত হইতে পারে তাহা হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধি পাইয়াছেন; তথাপি মাতৃভাষায় বিদ্যার উন্নতি তাঁহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হইয়াছে। অপর ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি অনেকে তদ্রূপ প্রথমেই বাঙ্গালী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভরসা করি তদ্দৃষ্টে সুশিক্ষিত যুবকদিগের মাতৃভাষার প্রতি দেশের অপবাদ অপনোদিত হইবে। আমাদিগের আনন্দের দ্বিতীয় কারণ এই যে আলোচ্য গ্রন্থ খানির বিষয় বিশেষ সমাদরণীয়। সম্প্রতি বঙ্গ ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে; কিন্তু তাহার অধিকাংশের বিষয় সাহিত্য, তাহাতে সাধারণ জনগণের জ্ঞানের উন্নতি সর্ব্বোতোভাবে সিদ্ধ হয় না। ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতি পদার্থ বিদ্যাতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এবং যে পর্য্যন্ত লোকেরা উক্ত বিদ্যায় তুল্য পারগ না হইবেন

তদবধি তাঁহারা কদাপি বিদেশীয়দিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। পরন্তু ঐ বিদ্যা অনায়াসে সাধনীয় নহে। তদর্থে অনেক শ্রম ও গ্রন্থের প্রয়োজন; এবং তাহার কিছুই সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই। কএক বৎসর হইল গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত পদার্থবিদ্যার কএকটী মূলসূত্র প্রচার করেন; তাহা অনেক বিদ্যালয়ে পাঠিত হইতেছে; কিন্তু তাহা প্রবেশিকা-স্বরূপমাত্র; তাহাতে পদার্থজ্ঞানের অঙ্কুরমাত্র উৎপন্ন হয়; সেই অঙ্কুরের পুষ্টিসাধনার্থে অন্য কোন পুস্তক নাই; এবং তদভাবে সেই অঙ্কুর হইবামাত্র বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত পরিণত; অতএব ইহা অনেকেরই উপকারজনক হইবে, সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বিদ্যারূপ অট্টালিকার সূত্রপাতমাত্র; ইহার পর পর গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে প্রকটিত হইলেই ঐ অট্টালিকা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এই নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা করি যে শিক্ষক ও সাধারণ-জনগণে গ্রন্থকর্ত্তার যথাবিহিত সমাদর ও উৎসাহ সংবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে অপর গ্রন্থের প্রণয়নে প্রনোদিত করেন। গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালী-প্রদর্শনার্থ জড়ের প্রাকৃত-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এস্থলে তাঁহার উক্তি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

"কতিপয় মূল পদার্থের পরস্পর-সংযোগে এই বিশ্বসংসারস্থ যাবতীয় বস্তু বিরচিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। যেরূপ বর্ণমালার কয়েকটী বর্ণ সংযোগে যাবতীয় শব্দই লিখিত হইতে পারে; সেইরূপ কএক-প্রকার মূল পদার্থহইতে নিখিল দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কয়েকটী দ্রব্যের ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার সংযোগে ভিন্ন ভিন দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। সংসারে এমন বস্তুই নাই যাহা ইহাদের এক, দুই বা তদধিক পদার্থ ঘটিত নহে। যে বস্তু মূল পদার্থ নয়, তাহা অন্ততঃ দ্বিবিধ-মূল-পদার্থ-সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

"যে শক্তিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইলে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত একটী নূতন পদার্থের উৎতত্তি হয়, তাহাকে রাসায়নিক আকর্ষণ বা রাসায়নিক সম্বন্ধ কহে। সংহতি প্রভাবে কেবল এক জাতীয় পরমাণু সকল আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সম্বন্ধদ্বারা বিসদৃশ গুণ বিশিষ্ট পরমাণুসকল সংযুক্ত হইয়া থাকে।

"সংহতিপ্রভাবে গন্ধকের পরমাণুসকল গন্ধকের পরমাণুর সহিত এবং পারদের পরমাণু সকল পারদের পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সম্বন্ধের প্রভাবে পারদের পরমাণু গন্ধকের পরামাণুর সহিত সংযুক্ত হইলে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ উৎপন্ন হয়।

"সংহতি দ্বারা একটী জলীয় অণু অন্য একটী জলীয় অণুর সহিত একত্র হইয়া থাকে; কিন্তু সম্বন্ধদ্বারা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণুসকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে জলের উৎপত্তি হয়। মূল পদার্থের পরমাণুসকল কেবল সংহতির অধীন, কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুসমূহ সংহতি ও সম্বন্ধ উভয়েরই অধীন।

"সংহতিশক্তিদ্বারা ভিন্ন জাতীয় অণুসকল আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের গুণান্তর হয় না। পরন্তু রাসায়নিক সম্বন্ধ হইলে গুণের সম্পূর্ণ অন্যথা হয়। অম্লজান বায়ু, অজ্জান বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাদের কাহারও কোন গুণের ব্যত্যয় হয় না; কিন্তু রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভাবে উভয়ে সংযুক্ত হইলে সম্পূর্ণ গুণান্তর দৃষ্ট হয়। অম্লজান বায়ু দাহক, ও অজ্জান বায়ু দাহ্য; কিন্তু এই দুয়ের রাসায়নিক সংযোগে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা না দাহক, না দাহ্য; প্রত্যুত অগ্নি নির্ব্বাপক।

আমরা সর্ব্বদা যে লবণ আহার করি, তাহা ক্লোরিন্ নামক বায়ু ও সোডিয়য়ম্ নামক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু স্বতন্ত্রাবস্থায় এই উভয় দ্রব্যই প্রাণনাশক। আমরা যে বায়ুসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি তাহা অম্লজান ও যবক্ষারজান নামক দুইটী বায়ু মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; এজন্য বায়ুতে ইহাদিগের উভয়েরই গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুয়ের কোন বিশেষ পরিমাণে রাসায়নিক সংযোগ হইলে, যবক্ষার দ্রাবক নামে যে তরল পদার্থ জন্মে তাহা এরূপ তেজস্বী যে তাহাতে (সুবর্ণ ও প্লাটিনম্) তাবৎ ধাতুই দ্রব হয়। গন্ধক একটী হরিদ্রা বর্ণ কঠিন পদার্থ, এবং অম্লজান একটী বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ; কিন্তু ইহাদিগেরই রাসায়নিক সংযোগে গন্ধক দ্রাবক বা মহাদ্রাবকের উৎপত্তি হয়। এই মহাদ্রাবকের সহিত লৌহ সংযোগে উজ্জ্বল হরিত বর্ণ হীরাকস উৎপন্ন হয়। তাম্র রক্ত বর্ণ, কিন্তু গন্ধকদ্রাবকে দ্রব হইলে যে তুঁতে উৎপন্ন হয় তাহার বর্ণ গাঢ় নীল। অঙ্গার, অম্লজান, ও অজ্ঞান ইহারা সকলেই স্বাদবিহীন; কিন্তু ইহাদিগেরই পরস্পর সংযোগে অতি সুস্বাদু শর্করা উৎপন্ন হয়; তাহাদেরই ভিন্ন প্রকার বিনিবেশ বশতঃ স্বাদহীন গঁদ জন্মে। যবক্ষারজান ও অজ্ঞান ইহারা উভয়েই গন্ধহীন, কিন্তু তদুৎপন্ন আমোনিয়া অতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। প্রায় যাবতীয় সুরভি দ্রব্যই অঙ্গারের সহিত অম্লজান ও অজ্ঞান বায়ুর যোগে উৎপন্ন হয়। অতএব দৃষ্ট হইতেছে, রাসায়নিক সংযোগস্থলে জড়বস্তু সম্পূর্ণ গুণান্তর হইয়া থাকে। বর্ণহীন দ্রব্য সকলের পরস্পর সংযোগে উত্তম বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কোথাও বা একরূপ বর্ণ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, কোথাও বা স্বাদবিহীন দ্রব্য সংযোগে সুস্বাদু দ্রব্য জন্মে; এবং কোথাও বা গন্ধবিহীন বস্তু হইতে সুগন্ধি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।”

২। “প্রত্নকম্রনন্দনী”। ১ সঙ্খ্যা। ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা। পূর্ব্বে ইহাতে কেবল সংস্কৃত,কদাচিৎ অল্প বাঙ্গালী, থাকিত; এই নূতন আকারে সংস্কৃতের বাঙ্গালী অনুবাদ দিবার কল্পনা হইয়াছে। সংস্কৃতানুরাগীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ সমাদরণীয়, যেহেতু ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা আছে। সম্পাদক এক জন প্রধান পণ্ডিত, এবং তাঁহার শাস্ত্রানুসন্ধানে উৎকৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান খণ্ডে তিনি চারিটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য-সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন তাহা পাঠকদিগের সুগোচর করা কর্ত্তব্য; অনেকে ইহার পাঠে চকিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে সম্পাদক রঘুনন্দনের সম্বন্ধে যে প্রকার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাহা করেন নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত একটী উত্তম প্রস্তাবের কয়েক স্থানে কলঙ্ক দিয়াছেন। রঘুনন্দনধৃত বৈদিক ও স্মার্ত্ত প্রমাণসকলের কএকটী প্রাচীন গ্রন্থের অবিকল বাক্য নহে, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অনেকে জ্ঞাত আছেন। পরন্তু সম্পাদক তাহার যেপ্রমাণ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। তিনি লেখেন—

“মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইদানীন্তনের মধ্যে অস্মদ্দেশে একজনা অদ্বিতীয় কল্প হইয়া গিয়াছেন, ইনি স্মৃতি শাস্ত্রে এতদূর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন যে সাধারণে ‘স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য’ নামে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন। যদ্যপি যজ্ঞোপবীতাদি ইহাঁর পদ্ধত্যনুযায়ী হইতেছে না পরং বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্যবহারই ইহাঁর ব্যবস্থার

উপরে নির্ভর করিয়াছে; ইনি বহু শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণে, পূর্ব্ব সঙ্গ্রহকারদিগের গ্রন্থ সাহায্যে ২৮ খানি তত্ত্বগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমগত প্রায় সমস্ত ব্যবহারেরই ব্যবস্থা সবিচার অতি সহজে তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং উক্ত ভট্টাচার্য্য বর্ণাশ্রম জীবী আর্য্যগণের বহু মান্য ও নমস্য।

"পরং 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং' যদিচ তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতা দর্শাইয়াছেন। যদিচ তাঁহার বিচার অকাট্যপ্রায়, তথাপি তিনি কখনই ভ্রমশূন্য হইতে পারেন না, ঈশ্বরাতিরিক্ত কেহই ভ্রমপ্রমাদ হইতে মুক্ত নহেন। অপিচ অল্পজীবী একজনা মনুষ্যের অপার শাস্ত্র পারাবারের সর্ব্বাংশে পাণ্ডিত্য, ইহাও সম্ভাবিত নহে, যিনি কখন কোন গ্রন্থ বা কোন একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি ইহা অবশ্যই অবগত আছেন। লিখন কালে সকল সময়ে সমান মেধাও উপস্থিত হয় না, অনেক সময়ে কোন কোন লিপি পশ্চাত্তাপের মূলীভূত হইয়া যায়। এতাবতা উল্লিখিত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের কুত্রাপি ত্রুটি নাই, ইহা বলা অথবা ঐরূপ অন্তঃকরণে অশ্মলেখবৎ রাখিয়া কুতর্ক করা সামান্য ত্রুটি নহে। তিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রচলিত সঙ্গ্রহ গ্রন্থে এবং মন্বাদি কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থে যাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, বেদে তাদৃশ লাভে সমর্থ হন নাই, ইহা বেদ শব্দমাত্রে বেদের অস্তিত্ব স্বীকার কারিরা স্বীকার না করিলেও যাঁহাদিগের বেদে ভূরিদর্শন আছে, এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সঙ্গৃহীত কোন কোন ব্যবস্থার সহিত মিলাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে আমরা সম্প্রতি একটী চমৎকার উদাহরণ যথাবৎ দেখাইতেছি, দেখি স্মার্ত্তের গোঁড়া মহাশয়েরা কি বলেন!!!

"ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়ানুবাকের সপ্তম মন্ত্র

'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্ম্ৃশন্তাম্। অনশ্রবো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনযো যোনিমগ্রে'

এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য—

'ইমানারীঃ' এতাস্ত্রিযঃ 'অবিধবাঃ' বৈধব্যরহিতাঃ,সুপত্নীঃ' শোভনপতিযুক্তাঃ সত্যঃ, 'আঞ্জনেন' অঞ্জন-হেতুনা 'সর্পিষা' 'সম্ম্ৃশন্তাম্' চক্ষুষী সংস্পৃশন্তু। 'অনশ্রবঃ' অশ্রুরহিতাঃ, 'অনমীবা:' রোগরহিতা., 'সুশেবাঃ' সুষ্টু সেবিতুং যোগ্যাঃ, 'জনয়ঃ' জাযাঃ, 'অগ্রে' ইতঃপরং, 'যোনিম্' স্বস্থানম্, 'আরোহন্তু' প্রাপ্নুবন্তু।

নিষ্পন্নার্থ এই সধবা নারীগণ চক্ষুদ্বয়ে ঘৃতকজ্জল ধারণ করুন।' এই মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আরণ্যকে ষষ্ঠপ্রপাঠকের দশমানুবাক্যেও শ্রুত হইয়াছে। উভয়ত্রই একরূপ পাঠ এবং পাঠাংশে ভাষ্যসম্মতিও একরূপ রহিয়াছে। পরং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে সহমরণপ্রয়োগে ইহার অন্যপ্রকার পাঠ করিয়া অন্যথা অর্থ লাভ করিয়াছেন। অপিচ সেই অর্থের অনুযায়ী এইটীকে জ্বলচ্চিতা রোহণের মন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা

'জ্বলচ্চিতা ইত্যাদি। অর্থ "প্রজ্বলিত চিতাগ্নি বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণান্তে 'ওঁ ইমানারীরবিধবা ✽✽' এই ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র ✽✽ পুরোহিত পাঠ করিলে, 'নমো নম' এই কথন পুরঃসর ঐ প্রজ্বলিত চিতা আরোহণ করিবে"। এস্থলে প্রথম জিজ্ঞাস্য—'সংবিশন্তু'—'সুরত্না'—'জলযোনিমগ্নে' এই পাঠ গুলি তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা ঋগ্বেদের বহুতর পুস্তক সংগ্রহ করিয়াও ঐ পাঠগুলির সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। দ্বিতীয় 'জনয়ো যোনিমগ্রে'-এইস্থলে 'জ্বল-

যোনিমগ্নে’-পঠিত হইলে একাক্ষরের ন্যূনতায় অনিবার্য্য ছন্দোভঙ্গ কিরূপে বারণ করিলেন? যদিও একাক্ষরের ন্যূনতায় বৈদিকছন্দে দোষস্পর্শে না, পরন্তু তাহা অস্মদাদিকৃত পাঠে নহে। তৃতীয়—আশ্বলায়ন, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, হিরণ্যকেশি প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রে—ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি কৃত তত্তদ্‌ভাষ্যে—অভঙ্করাদি কৃত প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থে—কুত্রাপি ঐ মন্ত্র জ্বলচ্চিতারোহণের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তিনি ঐ বিনিয়োগে কি প্রমাণ পাইয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! গৃহে প্রত্যাগমনের মন্ত্রকে এক কালে গৃহ-গমন-নিবারক মন্ত্র বলিয়া ব্যবস্থা লিখন সামান্যব্যাপার নহে!!! আমরা এইরূপ ব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে এইমাত্র দেখিতে পাই—রঘুনন্দন বাঙ্গালি ছিলেন, তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃতাক্ষরে সম্যক্ পরিচয় ছিল না, অথচ প্রাচীন সংস্কৃতের ‘ল’ ও ‘ন’-‘গ্রে’ ও ‘গ্নে’ প্রায় একরূপ, এবং একটী ‘যো’ তদ্দৃষ্ট পুস্তকে পতিত ছিল, অথবা ঐরূপ পাঠক্রমে অর্থানুরোধে ত্যাগোপযুক্তই বিবেচিত হইয়াছিল (‘সম্মৃশস্তাম্’ ইহারও গতি ঐরূপ, ‘সুশেবা’-এই পদের অর্থই তৎসময়ে বুদ্ধিগম্য না হইয়া থাকিবেক,) সুতরাং প্রকৃতপাঠ বিকৃতি হইয়া যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে এবং গৃহ্যসূত্রাদির (যথাসময়ে অলাভেই হউক অথবা তদ্দর্শনালস্যেই হউক) অনালোচনে ঐরূপ ব্যবস্থার উদয় হইয়া থাকিবে! ফলে উহা আদ্যন্ত ভ্রম-সঙ্কুলনতাহার কোন সংশয় নাই।”

এই উক্তি সম্বন্ধে আদৌ জিজ্ঞাস্য রঘুনন্দনের যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? রঘুনন্দন ঐসঙ্খ্যক তত্ত্ব লিখিবার সঙ্কল্প করেন সন্দেহ নাই। পরন্তু সে সঙ্কল্প সিদ্ধির বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। প্রত্যুত অষ্টাবিংশতিতম তত্ত্বখানি কেহ অদ্যাপি দেখেন নাই; এবং নবদ্বীপে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের বংশে প্রবাদ আছে যে তিনি ঐ গ্রন্থখানি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত হন। অন্যত্রও একথা অবিদিত নাই। দ্বিতীয়, “সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিত” বাক্যটী ভট্টাচার্য্যের প্রতি কোনমতে প্রযুক্ত নহে। তিনি কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাকে দূষিত করেন নাই। তিনি স্মৃতি সম্বন্ধে সকল বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা কোনমতে গর্হিত কর্ম্ম নহে। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বেদের চর্চ্চা বিশেষ করেন না সত্য বটে, পরন্তু তিনি যে বেদবেত্তা ছিলেন না ইহা সম্পাদক মহাশয় সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তিনি যে মন্ত্রটী ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ঋগ্‌বেদের নহে, অপিতু যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ প্রপাঠকের দশমানুবাকান্তর্গত ঋগ্‌বেদে “সংবিশন্তু” ও “সুরত্না” এই দুই পদই বর্ত্তমান আছে, কেবল “অগ্নে” স্থানে “অগ্রে” পদদৃষ্ট হয়। আর সেই অগ্রে পদ যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পাঠভ্রমে ঘটিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। নব্য মুদ্রিত গ্রন্থে এই পদ দেখা যায় তাহা মুদ্রাকরের প্রমাদে অনায়াসে ঘটিতে পারে। যে সকল সূত্রকারের নাম সমালোচক গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে রঘুনন্দন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাহা তিনি অজ্ঞাত ছিলেন না। আর তিনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বেদ প্রমাণের পাঠান্তর করিবেন তাহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। জ্বলচ্চিতারোহণ এতদ্দেশে ২৫০০ বৎসরাবধি প্রচলিত আছে, এবং কাত্যায়ন শুক্লযজুর সূত্রে তাহার বিধি দিয়াছেন, তৎসত্ত্বে রঘুনন্দনের কাল্পনিক প্রমাণ প্রস্তুত করা অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাত্যায়ন জ্বলচ্চিতা-রোহণের কি মন্ত্র দিয়াছেন তাহা না দেখিয়া রঘুনন্দনকে দোষী করা বিহিত হয় নাই।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] . প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২টাকা। ৬৫ খণ্ড

দণ্ড বিড়াল।

প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা বিড়ালজাতীয় জীবসকলকে "ঔতব" নামে এক স্বতন্ত্র গণে নির্দ্দিষ্ট করেন। ঐগণের প্রধান পশু সিংহ; কিন্তু সাধারণ বিড়ালের অবয়ব লক্ষণ ও স্বভাব বিশেষ ব্যক্ত থাকা প্রযুক্ত তজ্জাতীয় সকল জীব উহারই নামে প্রচলিত হয়। ফলে যে কেহ সিংহের অবয়ব স্বভাব ও লক্ষণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি

অবশ্য স্বীকার করিবেন যে তাহার কেশর ও বর্ণ ব্যতীত সকল বিষয়ে বিড়ালের সহিত তাহার সমতা আছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সিংহ ও ক্ষুদ্র বিড়ালের মধ্যে অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিমানের বিড়ালসদৃশ পশু আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন সৃষ্টিকর্ত্তা আদৌ বিড়াল বানাইয়া পরে ক্রমে ক্রমে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ বনবিড়াল, তৎপরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ সিয়াগোষ, তৎপরে কিঞ্চিৎ বৃহৎ চীতা, তৎপরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ নেকড়িয়া, তৎপরে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ সার্দ্দূল, ও তৎপরে তদপেক্ষা ঈষৎ বৃহৎ সিংহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অথবা আদৌ সিংহ বানাইয়া পরে ক্রমশ: তাহার আকার খর্ব্ব করিয়া অবশেষে বিড়াল নিষ্পন্ন করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে ঔতব-পশুমাত্রেই মাংসাশী, এবং সকলেই জীবিত পশু পক্ষীকে স্ববলে বিনষ্ট করিয়া উদর পূরণ করে, রোগে মৃত দেহ খাইতে অনুরক্ত নহে। অপর ইহারা বিশেষ শোণিতপিপাসু, যে জীবকে বিনষ্ট করে আদৌ তাহার স্কন্ধ ভগ্ন করত শোণিত পাণ করে। ইহা অবশ্যই অনুভূত হইতে পারে যে যে জীব অন্য জীবকে বিনষ্ট করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার শরীর হন্তব্য-পশ্বাপেক্ষা বিশেষ বলবান্ হইবে। ফলে ঔতব-জাতীয় জীবেরা সকলেই প্রকৃষ্টরূপে বলবান। তাহাদের দেহের সহিত অন্য জীবের দেহের তুলনা করিলে তাহাদিগের দ্বিগুণ বল আছে বোধ হয়। অপর তাহাদের গঠন এরূপ যে তাহারা সেই বল অনায়াসে ও উত্তমকৌশলে প্রয়োগ করিতে পারে। পরন্তু সে বল দীর্ঘকালব্যপী পরিশ্রমের যোগ্য নহে। ব্যাঘ্র অনায়াসে এককালে দুই চারিটী বলীবর্দ্দকে বিনষ্ট করিতে পারে, ও সর্ব্বদা বিনষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু বলীবর্দ্দ যে পরিমাণে ভার বহন, কি যে দীর্ঘকাল হলকর্ষণ করিতে পারে, ব্যাঘ্র তাহার দশাংশের একাংশও নিষ্পন্ন করিতে পারে না।

ঔতব পশুর অপর বিশেষ একলক্ষণ তাহাদের নখের কৌশল ঐ কৌশল আশ্চর্য্যজনক। অন্য জীবের নখের ন্যায়, ঐ নখ অচল নহে, প্রত্যুত তাহা আবশ্যক হইলে উত্তোলন করা যাইতে পারে, ও অনাবশ্যক সময়ে পাদচর্ম্মে বিনিহিত থাকে। এই উপায় ঔতবদিগের বিশেষ ইষ্টসাধক, কারণ নখ তাহাদের একটী প্রধান অস্ত্র, তদভাবে তাহাদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। ভূমি-বিচরণ-সময়ে সেই নখ ঘৃষ্ট ও ভোঁতা হইলে ঐ জীবদিগের আহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইত। বিচরণ-সময়ে তাহা নিহিত থাকায় ও জীবহিংসার সময়ে উত্তোলনীয় হওয়াতে সেই ব্যাঘাতের নিবারণ হইয়াছে।

অপর যাহারা অন্যজীবকে বিনষ্ট করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের বিচরণ-সময়ে পদের শব্দ হইলে শিকার পাইবার ব্যাঘাত হইত। এই প্রযুক্ত ইহাদের পদ গবাদির খুরের সদৃশ কোন আবরণ না পাইয়া অতিকোমল স্থিতিস্থাপক ত্বচে আবৃত আছে। সেই ত্বচের ভূমি-স্পর্শে কোনরূপ ধ্বনি হয় না, অতএব ঔতবেরা অনায়াসে হন্তব্য পশুর নিকটে বিনাশব্দে গোপনে আসিতে পারে। অধিকন্তু সেই ত্বচ্ কোমল মসৃণ ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই পশুরা সর্ব্বদা পদ লেহন করিয়া থাকে। এই সকল সদুপায়-দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে পরম কারুণিক জগৎপিতা সৃষ্টির প্রত্যেক জীবকে এক এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তদনুরূপ দেহ দিয়াছেন; এবং তাহার আলোচনা করিলে তাঁহার অপার কৌশলের কে না অহরহঃ ধন্যবাদ করিবেন!

৬৫ পূর্ব্বে মুদ্রিত চিত্রে কথিত লক্ষণাক্রান্ত একটী ঔতবের অবয়ব প্রকটীকৃত হইল। ইহা বনবিড়াল

বিশেষ; অনায়াসে সুদীর্ঘ দণ্ডাদির উপর আরোহন করিতে পারে বলিয়া ইহা দণ্ডবিড়াল নামে বিখ্যাত।

রাজপুত্র ইতিহাস।

(২৮ পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত)
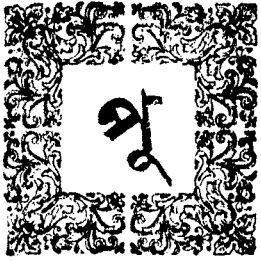
র্ব্বপ্রস্তাবে যে সকল সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ফল অবিলম্বে প্রত্যক্ষ হইল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজদিগের সাহায্য প্রথম প্রদত্ত হয় তখন সমস্ত রাজ্যের আয় ৪,৪১,২৮১ টাকা মাত্র ছিল। তিন বৎসর-কালমধ্যে তাহা দ্বিগুণিত হইল, এবং রাজলক্ষ্মী পুনরায় মিবারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, বোধ হইতে লাগিল। পরন্তু এই সময়ে মহারাণা আপন রাজ্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে মানস করিলেন; এবং ইংরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কর্ণেল টড্ সাহেব উপরপদস্থদিগের আদেশে রাজকার্য্যহইতে ক্রমশঃ হস্ত সঙ্কুচিৎ করিলেন। তাহাতে দুই বৎসরের মধ্যে পুনরায় ইংরাজকে দেয় ক্রয় ৭,৯০,৭৪৭ টাকা পরিমাণে অপরি শোধিত হইয়া পড়িল; অন্যত্রও অনেক ঋণ হইল, এবং ভাবি রাজস্ব অগ্রেই ব্যয়িত হইল। অতএব ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্বের ভার পুনর্ব্বার টড সাহেবের হস্তে অর্পিত হয়, এবং তিনি মহারাণার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যহঃ একসহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া অপর সকল আপন হস্তগত করিয়া ঋণ-পরিশোধের উপায় করিতে লাগিলেন। ঋণের মধ্যে ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরকে দেয় করই প্রধান, এবং তাহার নিমিত্ত কএকটী জেলা স্বতন্ত্র রাখা হইল। অপরাপর ঋণের নিঃশেষ নিমিত্তও তদ্রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, এবং ঐ সুনিয়মের ফলও ত্বরায় লক্ষিত হইল। কিন্তু মহারাণা ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; প্রত্যুত রাজ্যভার পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন, এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সিদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি কোনমতে কার্য্যক্ষম ছিলেন না, এবং তাঁহার কর্ম্মচারিরাও অক্ষম, নিরুদ্যম ও অর্থলোলুপ ছিল; সুতরাং রাজ্যভার-প্রাপ্তিমাত্র তাহার বিশৃঙ্খলতা নিষ্পন্ন করিলেক।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা ভীম সিংহের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার পুত্র যৌবন সিংহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি পিত্রপেক্ষা অক্ষম ও লাম্পট্যাদি দোষে বিশেষ কলুষিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে দিন দিন দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পোষ্যপুত্র সর্দ্দার সিংহকে ১৯,৬৭৫০০ টাকা ঋণের উত্তরাধিকারী করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সর্দ্দারসিংহ তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন, ও রাজকার্য্যে কোনমতে পারগ ছিলেন না। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারমৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা স্বরূপ সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনপুনঃ প্রার্থনায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজকে দেয় কর তিন লক্ষ উদয়পুরী টাকা হইতে ন্যূন করিয়া দুই লক্ষ কোম্পানীর টাকা নিধার্য্য হয়। ইহাতে রাজ্যের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, এবং রাজকার্য্যও বিধমতে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পরন্তু প্রধানবর্গের সহিত মহারাণার কোনমতে সদ্ভাব হয় নাই। মহারাণা সর্ব্বদা কহিতেন যে তাঁহার প্রধানেরা তাঁহার আজ্ঞা পালন ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না। প্রধানেরা কহিত যে তিনি তাহাদের প্রতি অত্যাচার ও অকারণে দণ্ড করেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি-ইহার সদুপায় করণার্থে এই মীমাংসা করেন যে প্রত্যেক প্রধান বা জমীদার প্রতিবর্ষে প্রতিসহস্র টাকা আয়ের নিমিত্ত এক জন অশ্বারোহী ও দই জন পদাতিক

যোদ্ধাকে তিন মাস কাল রাজ-কার্য্যে বিনাব্যয়ে নিয়োজিত রাখিবে; ও আপন আপন আয়ের ষষ্ঠাংশ রাজকরস্বরূপ দিবেক। কিন্তু ইহাও পরস্পর বিবাদনিবারণে ব্যর্থ হইল। মহারাণা মধ্যে মধ্যে কোন কোন জমীদারের ভূমি অপহরণ করিতেন, ও তাহারা সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত যদ্ধ করিয়া তাহার উদ্ধার করিত। এই প্রকারে কএক বৎসর গত হইলে অবশেষে সর হেনেরী লরেন্স্ সাহেব ইহার সদপায় করিতে নিযুক্ত হন। তিনি অনেক পরিশ্রম সকল তথ্যানুসন্ধান করণানন্তর এক মীমাংসাপত্র প্রস্তুত করেন; কিন্তু তাহাতে মহারাণা ও অন্যচারি জন মাত্র জমীদার স্বাক্ষর করেন, সুতরাং তাহাও প্রায় বিফল হইল।

এতদবস্থায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নবেম্বর দিবসে স্বরূপ সিংহ পরলোক প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার ভাগিনেয় ও পোষ্যপুত্র শম্ভু সিংহ রাজত্বের অধিকার করেন। শম্ভু ঐ সময়ে অল্প বয়স্ক শিশু ছিলেন। এই প্রযুক্ত রাজ্যের ভার কএক জন প্রধান জমীদার রাজকর্ম্ম-চারীর প্রতি অর্পিত হয়। তাহারা একটী সভা স্থাপিত করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে নিযক্ত হয়। কিন্তু সভাস্থ তিন জন প্রধান এক ব্যক্তিকে হস্তীদ্বারা বিনষ্ট করাতে তাহারা অবিলম্বে তথাহইতে বহিস্কৃত হয়, এবং তাহাদের সহযোগীঅন্য সভাসদেরা তাহাদের বিচার কার্য্যে বিশেষ পক্ষপাতিতা প্রকাশ করাতে তাহাদিগের হস্তহইতে প্রধানত্বের ভার লইয়া ইংরাজ-প্রতিনিধির উপর অর্পিত হয়। সেই প্রতিনিধি তদবধি রাজকার্য্য সমাধা করেন; এবং তাহাতে রাজ্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। গত বৎসর শম্ভু সিংহ প্রাপ্তব্যবহার হয়েন, এবং সেই প্রযুক্ত ইংরাজ রাজ্যী প্রতিনিধি তাঁহাকে রাজ্য ভার প্রদান করেন। কথিত আছে শম্ভু সিংহ সুবুদ্ধি সদনুরাগী এবং রাজ-কার্য্যে তৎপর; অতএব ভরসা হয় যে ইহাঁদ্বারা মিবার-রাজ্যের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে।

অধুনা মিবার-রাজ্যের বিস্তার ১১,৬১৪ ক্রোশ, এবং প্রজাসঙ্খ্যা ১১,৬১,৪০০। ইহার রাজস্ব ৪০ লক্ষ; তন্মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ প্রধানবর্গ ভোগ করেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজদিগকে দেয় করওবৃত্তি ও দেবোত্তরে অনেক ব্যয় হয়; অবশিষ্ট ১৪ বা ১৫ লক্ষ টাকা মহারাণার সম্ভোগে আইসে। মহারাণার সম্মানার্থে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় ১৭ তোপ হইয়া থাকে। রঘুকুল-প্রতিনিধি বাপ্পা রাওলের বংশের এইক্ষণে এই দশা!

পুরস্কৃত চর্ম্ম।
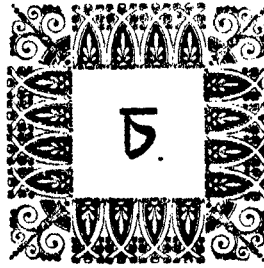
চর্ম্ম অতি জঘন্য অপবিত্র পদার্থ বলিয়া সম্প্রতি হিন্দুমাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। পরন্তু পূর্ব্ব কালে চর্ম্মের প্রতি তাদৃশ দ্বেষ ছিলনা। প্রত্যুত তাহা নানাপ্রকারে ব্যবহৃত হইত, এবং পবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল। মৃগচর্ম্মের পবিত্রতা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্ব্বে তাহা দুইপ্রকার ছিল, এক কৃষ্ণাজিন, দ্বিতীয় সাবর। প্রথমপ্রকার চর্ম্ম কৃষ্ণসার বা কালসারের ত্বকে প্রস্তুত হইত; এবং দ্বিতীয়প্রকার চর্ম্ম সম্বর-নামক বৃহৎ হরিণের ত্বচে উৎপন্ন হইত। প্রথম চর্ম্মের অধুনা ব্যবহার নাই; কিন্তু দ্বিতীয়প্রকার চর্ম্ম সকলেই দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সামান্য গবাদির চর্ম্ম সর্ব্বত্র ব্যবহৃত ছিল। ঋগ্‌বেদে চর্ম্মনির্ম্মিত জলধার মসকের উল্লেখআছে, এবং তৎকালে মসকে জল রাখার নিয়ম ছিল। মদিরাও চর্ম্মভাণ্ডে রাখার ব্যবহার ছিল, তাহার প্রমাণ অগস্ত্য ঋষির বিষনিরাকরণ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন স্মৃতিকার শঙ্খ লেখেন—

"আপো রূপরসগন্ধবত্যঃ পরিশুদ্ধ † জীর্ণচর্ম্মকরঙ্কৈরভ্যুদ্ধৃতাঃ"।

অর্থ, "জল রূপ রস ও গন্ধ বিশিষ্ট, পুরাতন চর্ম্মপাত্রে তাহা তুলিলে পরিশুদ্ধ।" অত্রি ঋষিও ঐরূপ চর্ম্ম-ভাণ্ডস্থ জলকে পরিশুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। তদ্যথা—

"শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতং।
চর্ম্মভাণ্ডস্তু ধারাভিস্তথা যন্ত্রোদ্ধৃতং জলং"॥

অপর ব্যবহারতঃ দৃষ্ট হইতেছে যে কূপায় তৈল ও ঘৃত রাখায় তাহার অশুচিতা ঘটে না, এবং কূপার ঘৃত অনায়াসে দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। পশ্চিম প্রদেশে চর্ম্মপাত্রদ্বারা কূপহইতে জল উত্তোলন করিবার রীতি প্রসিদ্ধ আছে, বঙ্গদেশীয় অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন পাদুকা, অশ্বসজ্জা, পুস্তকবন্ধনী প্রভৃতি নানাবিধ-প্রকারে চর্ম্মের ব্যবহার আছে, এবং তাহা যে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ, এবং তদভাবে পাদুকাদি-পদার্থের নিমিত্ত আমাদিগের বিশেষ ক্লেশ হইত, ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন। অতএব এতাদৃশ দ্রব্যের পুরস্করণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিলে বোধ হয় তাহা পাঠকবৃন্দের অনাদরের যোগ্য হইবে না।

পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মৃতপশুর চর্ম্মাপেক্ষা আলম্ভিত পশুর চর্ম্ম অধিক দৃঢ় ও স্থায়ি হয়। পরন্তু কি মৃত কি আলম্ভিত কোন পশুর চর্ম্মই বিনা পুরস্করণে ব্যবহারের যোগ্য হয় না। দেহহইতে চর্ম্ম পৃথক্ করিবার কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তাহা শুষ্ক হইয়া এতাদৃশ কঠিন হয় যে তদবস্থায় তাহা কোন ব্যবহারের উপযুক্ত হইতে পারেনা; অপর তাহা শুষ্ক না রাখিলে পত হয়, ও বর্ষাকালেও বায়ু বাষ্পপূর্ণ থাকিলে তাহা এতাদৃশ দুর্গন্ধ হয় যে তাহার নিকট তিষ্ঠন দুষ্কর হইয়া উঠে। পূত-হওন-নিবারণের নিমিত্ত লোকে পশুদেহহইতে চর্ম্ম পৃথক্ করিয়াই তাহার আর্দ্র পৃষ্ঠে লবণ ও সোরা মাখাইয়া থাকে; তাহাতে পচনের নিবারণ হয় বটে, কিন্তু চর্ম্মের কোমলতা নিষ্পন্ন হয় না। ঐ কোমলতার নিমিত্ত বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, এবং সেই প্রক্রিয়ার নাম "পুরস্করণ"।

এই পুরস্করণ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ কষজল। ঐ কষজল কষায়-রস-বিশিষ্ট বৃক্ষত্বগ্দ্বারা প্রস্তুত করাযায়। পরন্তু সকল কষায় ত্বক্ তুল্য উপযুক্ত নহে, এতদ্দেশে বাবলার ত্বক্ এবং বিলাতের ওক-বৃক্ষের ত্বক্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতদ্দেশে গরাণের ছালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ ত্বক্কে শুষ্ক ও পরে চূর্ণ করিয়া এক বৃহৎ কুণ্ডে প্রচুর জলে কিয়ৎকাল সিক্ত রাখিলেই কষজল প্রস্তুত হয়। ঐ জল প্রস্তুত হইলে শুষ্কচর্ম্ম লইয়া আদৌ তাহা এক কুণ্ডে সামান্য জলে দুই দিবস সিক্ত রাখিতে হয়; তাহাতে চর্ম্মে যে শোণিত ও অপর জলে গলনীয় পদার্থ থাকে তাহা গলিয়া নির্গত হয়। তদনন্তর ঐ চর্ম্ম অপর একটী কুণ্ডে সদ্যোদগ্ধীকৃত চূর্ণ-মিশ্রিত জলে দুই সপ্তাহকাল নিমজ্জিত রাখিতে হয়। তথা তাহার সর্ব্বত্র চূণের জল প্রবিষ্ট হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে তাহা পাঁচ সাত বার তুলিয়া নাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর ঐ চর্ম্ম কুণ্ডহইতে তুলিয়া একখান কাষ্ঠদণ্ডের উপর রাখিয়া একখান ভোঁতা ছুরিদ্বারা তাহার গাত্রহইতে সমস্ত লোম ও কেশ চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। ঐ কার্য্য সিদ্ধ হইলে একখানি শাণিত ছুরিকাদ্বারা চর্ম্মের অপর পৃষ্ঠে যে কোন মাংসখণ্ড কি মেদ লাগিয়া থাকে তাহা কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। এপ্রকারে চর্ম্ম পরিষ্কৃত

হইলে তাহা ঈষৎ কষায়াক্তজলপূর্ণ এক কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়, ও তন্মধ্যে তাহা পুনঃ পুনঃ বিলোড়িত করাযায়। চারি পাঁচ দিবস চর্ম্ম ঐ ঈষৎকষাক্ত জলে থাকিলে পর তাহা তদপেক্ষা তীক্ষ্ণ কষজলে নিক্ষিপ্ত করা আবশ্যক। এই প্রকারে চর্ম্ম ক্রমে তিন কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে অবশেষে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ কষ-জলে নিমজ্জিত করিয়া দীর্ঘ কাল তাহাতে রাখা যায়, এবং তৎসময়ে তাহার আর বিলোড়ন করা হয় না। অত্যন্ত স্থূল চর্ম্ম হইলে তাহা ছয়মাসাবধি একবর্ষ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ কষজলে রাখিবার নিয়ম আছে। পরন্তু সকল চর্ম্মকারেরা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনুগামী নহে। ঐ কষজলে চর্ম্ম পরিণত হইলে তাহা তুলিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিতে হয়। তদনন্তর তাহা একখণ্ড বর্ত্তুল লৌহের উপর রাখিয়া একটা কাষ্ঠমুদ্গরদ্বারা তাহার উপর যথোচিত প্রহার করা প্রয়োজনীয়। অতঃপর তাহার উপর একখান চতুষ্কোণ মসৃণ লৌহখণ্ডদ্বারা ঘৃষ্ট করা আবশ্যক; এবং তৎসাহায্যে চর্ম্ম মসৃণ হইলে তাহা এক প্রস্তর-ফলকোপরি রাখিয়া তদুপরি একটা গোলাকার ১০—১২ মন ভারি পিতলের দণ্ডদ্বারা দাবিত করিতে হয়; এবং তাহা পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হইলেই পুরস্করণ-কার্য্য শেষ হইল।

উপরে যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল তাহা অশ্ব মহিষ গবাদির স্থূল চর্ম্মের নিমিত্ত প্রশস্ত। বৎস-চর্ম্মের নিমিত্ত ঐ প্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। তদর্থে চুনের কুণ্ডহইতে চর্ম্ম তুলিয়া পারাবতের বিষ্ঠার এককুণ্ডে তাহা নিমজ্জিত করিতে হয়। দুই দিবসকাল তাহাতে থাকিলে চর্ম্ম বিশেষ কোমল ও নমনীয় হইয়া থাকে। তদনন্তর পূর্ব্বনিয়মানুসারে তাহা কষজলে নিমগ্ন করিতে হয়; কিন্তু ঐ আর্দ্রীকরণ-কার্য্য ষণ্মাসকাল ব্যাপি না হইয়া দুই তিন সপ্তাহে শেষ হয়। অপর ইহার দাবন ও পেষণের নিমিত্ত মুদ্গর বা পিত্তল-দণ্ডের প্রয়োজন নাই, তদ্বিনিময়ে তিনহস্ত-দীর্ঘ ও দেড়হস্ত প্রস্থ একখানি কাষ্ঠফলকে ১৪৪টী স্থূলাগ্র কাষ্ঠশলাকা নিবদ্ধ করিয়া তদুপরি ঐ চর্ম্ম আহত করিতে হয়; তাহাতে উহার কোমলতা বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মেষ-চর্ম্ম-পুরস্করণের প্রক্রিয়া বৎস-চর্ম্মের সদৃশ, কেবল ইহাতে পারাবত-বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে ভূষির জল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহার মেদ-পৃথক্করণার্থে ঐ চর্ম্ম উষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়।

সক্রেতিস্।

নবজাতি যে সমস্ত গুণগ্রামদ্বারা সভ্যতায় উন্নত হইতে সক্ষম হয়েন, তন্মধ্যে বিদ্যা সর্ব্বপ্রধান। পুরাকালাবধি বর্ত্তমানকালপর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যা-প্রভাবেই বন্যপশ্বাদির ন্যায় অসভ্য মনুষ্যগণ ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়া পরিশেষে সুসভ্য-জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ইংরাজ-জাতি তাহার উদাহরণ-স্থল। অপিচ প্রাচীনকালে গ্রীস ও অন্যান্য সভ্য দেশে বিদ্যার সাতিশয় সমাদর ছিল, এবং তাহার অবিশ্রান্ত অনুধাবন প্রতিষ্ঠা-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিত। অপর যে সমস্ত মহাত্মারা বিদ্যা-প্রভাবদ্বারা গ্রীস ও প্রাচীন অন্যান্য দেশে উজ্জ্বল যশঃ বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম অদ্যাবধি সমস্ত-সভ্যজাতি-মধ্যে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে।

সেইসকল মহানুভব সুধীবরের মধ্যে সক্রেতিস্-নামা গ্রীসদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত পাঠকগণ-সমীপে সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বটে।

খ্রীষ্টাব্দের ৪৭৬ বৎসর পূর্ব্বে সক্রেতিস্ এথন্স-প্রদেশের অন্তঃপাতি এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সফ্রোনিকস্ ভাস্কর-কার্য্য-দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। তদীয় মাতা লোরিট্ ধাত্রী-ব্যবসায়িনী ছিলেন। সক্রেতিস্ বাল্যাবস্থায় পিতৃব্যবসায় শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন, এবং কিয়ৎকাল-মধ্যে ঐ কর্ম্মে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে তৎকর্ত্তৃক খোদিত একটী মূর্ত্তি শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ বলিয়া এক্রপলিসের মন্দিরে বহুকালপর্য্যন্ত স্থাপিত ছিল। জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে তিনি এই শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে প্রণোদিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য অযত্নবান্ ছিলেন না। তিনি অসাধারণ-ধী-শক্তি-প্রভাবে অল্প-কাল-মধ্যে বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিতে সক্ষম হন, এবং নানাবিধ শাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা ও পণ্ডিত-দিগের সাহায্যে শীঘ্র কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অনাক্‌সগোরাস্ ও অরকিলসের তিনি শিষ্য ছিলেন, এবং তাহাদিগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্রে তিনি এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে তাহাতে তদীয় যশোরাশি শীঘ্রই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

সক্রেতিস্ স্বভাবতঃ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিলেন; এবং তাঁহার এরূপ শ্রম ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা ছিল, যে অত্যন্ত শীতের সময়েও তিনি যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া অনাবৃত পদ-দ্বয়ে তুষার-মণ্ডিত প্রদেশে অনায়াসে ভ্রমণ করিতেন। ঋতুর পরিবর্ত্তনে তিনি পরিচ্ছদের কিছুই বিভিন্নতা করিতেন না। শীতকালে তিনি যে সমস্ত পরিধেয় পরিধান করিয়া কাল-যাপন করিতেন, গ্রীষ্ম-কালেও তৎসমুদায় ব্যবহার করিতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ বোধ হইত না। তাঁহার শীত ও গ্রীষ্মে সমভাব ও শ্রম-সহিষ্ণুতা সন্দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিল। তিনি জেন্‌থিপিয়া-নাম্নী পরমা সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া ছিলেন; কিন্তু তাহার মন্দ-স্বভাব-প্রযুক্ত, তিনি তৎসহবাসে প্রত্যাশিত-সুখ-সম্ভোগ করিতে পারগ হন নাই। স্বদেশীয় এথিনীয়-দিগের ন্যায় তিনি বল-বীর্য্যে কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না। অপিচ পতিদিয়া-নামক-দুর্গাক্রমণ-কালে তিনি অসাধারণ শৌর্য ও ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া স্বীয় বিক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথা তিলিময় ও আম্পিফলিসের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাঁহার পরাক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্যের পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয়বাহুবল ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া ভীষণ-সমরক্ষেত্রহইতে তদীয় ছাত্রদ্বয় সুবিখ্যাত আল্‌সিবাইদিস্ ও জিনফনের জীবন রক্ষা করেন।

সক্রেতিস্ স্বদেশীয়-দিগের বিদ্যোন্নতির বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন নাই। অন্যান্য তাৎকালীন পণ্ডিতদিগের ন্যায় তিনি সাধারণের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক ছিলেন। পরন্তু কোন পণ্যালয় কিংবা কর্ম্মশালায় তিনি সমুপস্থিত থাকিয়া যুবা-ব্যক্তিদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে উত্তেজিত করিতেন, এবং সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের মনোমধ্যে বিদ্যা-বীজ বপন করিতে সতত যত্নবান্ ছিলেন। পিথাগোরাস ও অপরাপর সুপ্রসিদ্ধ গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রোল্লিখিত মত পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বকল্পিত

স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করেন। যদিচ তত্কৃত কোন দর্শন-শাস্ত্র আমরা প্রাপ্ত হই নাই; তথাচ তাঁহার শিষ্যদিগের গ্রন্থে তাঁহার মত যে প্রকার বিন্যস্ত আছে তদ্দৃষ্টে তাঁহার মত যে পূর্ব্বোক্ত দর্শন-শাস্ত্র-কর্ত্তাদিগের মতের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাকার দেব দেবীর পূজা অবিধেয় জ্ঞান করিয়া তিনি এক অভিনব ধর্ম্ম-প্রণালী অবলম্বন করেন, এবং তাহাই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে পরম করুণাময় পরমেশ্বর অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান্, এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। সেই ঈশ্বর এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় আর কেহ নাই; তিনি তেজোময় পদার্থ; তাঁহার কোন প্রকৃত আকার নাই। তিনি অনাদি ও অনন্ত পুরুষ, এবং সর্ব্ব কর্ম্মের আধার। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া সক্রেতিস্ স্বদেশীয় দিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। দৈব-জ্ঞান-প্রতাপে তিনি ঐ সমস্ত জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন; এবং ঐ দিব্য-শক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তিনি সত্যধর্ম্মের বীজাঙ্কুর যুবকদিগের মনোমধ্যে রোপণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক ছিলেন। শুভাশুভ কর্ম্ম-সমূহ যে দৈবায়ত্ত তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন, এবং পরমাত্মা মানবদিগের পথপ্রদর্শক ও ধর্ম্ম-পন্থার সোপানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেন। যুবা-এথিনীয়গণ তাঁহার উপদেশ-শ্রবণে চিরপ্রথানুযায়ী নিয়মসকল উচ্ছেদ-করণপূর্ব্বক এই অভিনব ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতে যত্নবান্ ছিল। তদীয় পিতামাতা ও অন্যান্য বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ এথিনীয়েরা যুবাদিগের ঈদৃশ-বিভিন্ন-মতাবলোকনে অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া উহার প্রণেতা ও শিক্ষাদাতা সক্রেতিসের বিনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলে সুবিখ্যাত রহস্য-বিজ্ঞ পণ্ডিত ও কবি আরিষ্টফেনিস্ সক্রেতিসকে রহস্য করিয়া এক কবিতা প্রকাশ করেন, এবং উহাতে তাঁহাকে ধর্ম্ম-হর্ত্তা, যুবা বালকদিগের কুপথপ্রদর্শক, এবং দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া প্রকাশ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ ইহাস্পতেমসের যুদ্ধে স্পার্ত্তা-দেশবাসীরা এথিনীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করত এথনস্-রাজ্য বিলুণ্ঠিত করে, এবং প্রজাপুঞ্জকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন করিতে লাগিল। অধিকন্তু এথিনীয়দিগের চিরপ্রথানুযায়ী সুবিখ্যাত সোলনের রাজ্য-শাসন-নিয়মাবলি পরিবর্ত্তিত করত ত্রিংশৎ ব্যক্তিদ্বারা রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুর্ব্বৃত্ত শাসনকর্ত্তারা নিরপরাধে প্রজাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়া এথনস্ নগর প্রায়ঃ জনশূন্য করিয়া ফেলিল। ঐ শাসনাধিপ-দিগের মধ্যে ক্রাইতস্-নামক সক্রেতিসের এক শিষ্য ছিল; তাহার পাপাচরণ ও অত্যাচার-দর্শনে তিনি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কুক্রিয়াহইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অপিচ কোন বিশেষ কার্য্যে ক্রাইতস্ ও অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া বরং তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে এনাতস্ লিকন্ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী এথিনীয়গণ একত্র মিলিত হইয়া ঐ দুরাচার শাসনকর্ত্তাদিগকে দেশ-পদচ্যুত করত সোলনের শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিতে যত্নবান্ হইল। তাহারা সক্রেতিসের অভিনব-ধর্ম্ম-প্রচারে ক্রোধান্ধ হইয়া এবং তাহাকে ক্রাইতস্ ও অন্যং নির্দ্দয় শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষ বিবেচনা করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে

কৃতসঙ্কল্প হইল। ধর্ম্মচ্যুত এবং দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া তাঁহাকে বিচারালয়ে আনীত করা হইল। সক্রেতিস্ ঐ ভয়ানক অপবাদ সমূহ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য যে এক বক্তৃতা করেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট। যদিচ উহা দুষ্প্রাপ্য, তথাচ, তদীয় শিষ্য প্লেতো তাহার অধিকাংশ "সক্রেতিসের ব্যপদেশ" নামক পুস্তকে রক্ষা করিয়াছেন। বিচারপতিগণ পূর্ব্বে তাঁহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু বক্তৃতাকালে তাঁহার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র মত অবলোকন এবং প্রধান এথিনীয়দিগের বিপক্ষে তদীয় মুখবিনির্গত দ্বেষবাক্য শ্রবণে সকলে কোপান্বিত হইয়া এক মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন। সক্রেতিস্ ঐ ভয়ানকআজ্ঞা-শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না। তাঁহার বিনাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিংশদ্দিবশ কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ সময় শিষ্যদিগের সহিত বিদ্যালোচনায় এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া তিনি অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তিনি পরমাত্মার চিরস্থায়িত্বের বিষয়ে শিষ্যদিগকে উপদেশ দেন; এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা বিবিধ কারণ দর্শাইয়া সপ্রমাণ করেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের ৩৯৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিচার-পতিদিগের আদেশানুসারে বিষ ভোজন করিয়া মানবলীলা সংবৃত করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

সক্রেতিস্ ঐ তাবত্কাল জীবিত থাকিয়া স্বদেশের অনেক মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদিচ তাঁহার স্বাধীনতা ও অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার জন্য তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তথাচ তাহা যে উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের আদরণীয় হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যুবকদিগের মনোমধ্যে বিদ্যাবীজ উপ্ত করিয়া বিদ্যোৎসাহিতা এবং বিদ্যালোচনার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্লেতো ও তদীয় শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর যে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন, তৎ সমুদায় তাঁহার মতের প্রতিভাস্বরূপ। দুইসহস্র তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছে তিনি গ্রীসদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নাম যে সভ্যদেশমাত্রেই এখন পর্য্যন্ত সকলের মনে জাগুরূক রহিয়াছে সে কেবল তদীয় অসামান্য বিদ্যা ও মহত্ত্বতার প্রতাপ। তাঁহার শান্ত স্বভাব, প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, ও ধর্ম্মাচরণের জন্য তিনি স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের নিকট অতিশয় আদরনীয় ছিলেন; কেবল কুসংস্কার-বিশিষ্ট বৃদ্ধ এথনীয় নগর বাসি নরগণ তদীয় অভিনব ধর্ম্মমতে তাঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারে নাই।

বকারভেদ।

নেকের মুখে দেড়টী শ্লোক সিদ্ধ আছে তাহাতে লেখে, র এবং ল ও ড এবং ল পরস্পর তুল্য। জ এবং য়, তথা ণ এবং ন ও সেইরূপ; শ এবং স ষ এবং ন; (পদের) শেষে বিসর্গ ও অনুস্বারের রক্ষা বা ত্যাগ; এই সকল অভেদ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। ঐ শ্লোক যথা-

"র লয়োর্ডলয়োস্তদ্বজ্জযয়োর্ণনয়োরপি।
শসয়োর্ষনয়োশ্চান্তে সবিসর্গাবিসর্গয়োঃ।
সবিন্দুকাবিন্দুকয়োঃ স্যাদভেদেন কল্পনং" ॥

ইহা কোন্ গ্রন্থকারের উক্তি তাহা স্থির করা যায়

নাই, পরন্তু ব্যাকরণের টীকাকারেরা কেহ কেহ প্রমাণ বলিয়া ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার আদেশ যে সর্ব্বত্র সিদ্ধ ইহা কদাপি গ্রাহ্য করা যাইতে পারেনা। তাহা স্বীকার করিলে রাম শব্দকে লান ও অমরু শব্দকে অনড়ু বলিবার ব্যাঘাত থাকে না। ফলে উহা কেবল সাধারণ লোকের ব্যবহারে বর্ণের ব্যভিচার কিরূপ হইয়া থাকে তাহারই বোধক; বিশুদ্ধ রীতির নির্দ্দেশক নহে। সম্প্রতি পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা সকারের স্থানে হকার এবং হকারের স্থানে অকার ব্যবহার করিয়া থাকে; পরন্তু তদ্দৃষ্টে কেহই সকারে হকারে ও হকারে অকারে তুল্য বলিয়া ব্যাকরণে বিধান করিবেন না। সকল মনুষ্যের কণ্ঠস্থ বাক্যযন্ত্র তুল্য নহে, অতএব ব্যক্তিভেদে উচ্চারণগত ভেদ অবশ্যই সম্ভবে। তথা জল ও বায়ুর ক্রমে এবং দেশভেদেও সেইপ্রকার উচ্চারণের ভেদ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলী, ঐ সকল ব্যভিচার যে পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সাধারণ দৃঢ়মূল না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা ভাষার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না; প্রত্যুত সর্ব্বসাধারণ প্রসিদ্ধ হইলেই যে ঐ ব্যভিচার অবশ্যই ভাষার অঙ্গ হয় ইহাও প্রকৃত নহে; কারণ, প্রত্যক্ষ হইতেছে যে বঙ্গদেশে সাধারণ লোকের কেহই হ্রস্ব ও দীর্ঘের ভেদ করে না, উচ্চারণ গত তিন প্রকার সকারেরও ভেদ নাই, তথা জ ও য় এবং ণ ও ন অক্ষরের উচ্চারণগত কোন স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়না; অথচ কোন ব্যক্তি এমন উদ্ধত নাই যিনি দীর্ঘ স্বরগুলি ও অতিরিক্ত বর্ণ গুলি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন। লেখন-সময়ে সাধ্যানুসারে সকলেই হ্রস্ব দীর্ঘ ও সকারাদির বিভেদ রাখিতে ক্রুটি করেন না। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধানতা আছে; এবং "সোমপ্রকাশ' কি "এডুকেশন গেজেট" পত্রে, কি "অমৃত বাজার পত্রিকায়" সকল শব্দই সংস্কৃতানুযায়ী লেখা হইয়া থাকে। কেবল ব ও ব এই দুই অক্ষরের কোন ভেদ দেখা যায় না। ইহা প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের পাদরীদিগের ক্রুটিতে ঘটিয়াছে, কারণ, তাঁহারা বঙ্গাক্ষরের শীশকপ্রতিরূপ নির্ম্মাণ-সময়ে এই দুই বর্ণের আকারগত কোন ভেদ নারাখায় উভয়ই তুল্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের শব্দগত ভেদও লুপ্ত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে অন্ত্যস্থ বকারের উচ্চারণ বিষয়ে লোকে বিশেষ সাবধান হওয়ায় তাহা ঘটে নাই। পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও তাহার অবয়বগত ভেদ ছিল তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাচীন পুস্তকে রকার পেটকাটা ও অন্ত্যস্থ বকার নিম্নে শূন্য বিশিষ্ট বর্ত্তমান রকারের ন্যায় লেখা হইত। এইক্ষণে উত্তরাঞ্চলে বর্গীয় বকার সামান্য বকারের ন্যায় ও অন্ত্যস্থ বকার এইরূপ ৰ লিখিয়া থাকেন। আর অবয়বগত-ভেদ-দৃষ্টে উচ্চারণ গত-ভেদ-অবশ্য মানিতে হইবেক। ঐ ভেদ এইক্ষণেও রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। ইংরাজী V অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বাঙ্গালীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতেছে। দেশের কর্ত্রী শ্রীমতী মহারাণীর নাম ঐ অক্ষরে লিখিত হয়; এবং তাহা অবিকল লেখনে অক্ষমতা আমাদিগের সামান্য নিন্দার বিষয় নহে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা অনেকেই এতদর্থে অনুতাপ করেন; এবং কেহ কেহ ঝিক্টোরিয়ার স্থানে "ভিক্টোরিয়া' লিখিতে অনুরক্ত আছেন; কিন্তু ব-স্থানে ভ লেখা অত্যন্ত দূষণীয়। কোন শব্দশাস্ত্রে বকারের স্থানে ভকারের আদেশ বিহিত বলিয়া গণ্য হয় নাই; প্রত্যুত তাহা নানা প্রকারে নিষিদ্ধ বলিয়াই বর্ণিত আছে। "বো বা" সূত্রের অনুসারে ইংরাজী V অক্ষরের স্থানে ব অক্ষর বিহিত হইতে পারে, কিন্তু ভকার কদাপি যোগ্য

নহে। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পণ্ডিতপ্রবর সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং তাহা স্বীকার করিলে বু স্থানে ভ সুতরাং দূষণীয় হয়; অথচ তাঁহার সংবাদপত্রে মহারাণীর নাম 'ভিক্‌টোরিয়া' লেখা হইয়া থাকে, এবং তদ্দৃষ্টান্তে অন্য সম্পাদকেরা তাহার অনুকরণ করেণ। অতএব আমাদিগের বিশেষ প্রার্থনা যে তিনি এবিষয়ের বিহিত করেন। তদর্থে কোন ব্যয় বাহুল্য বা পরিশ্রমের আবশ্যক নাই। সকল মুদ্রাযন্ত্রে ব-অক্ষর অনেক আছে, তাহার পুরোভাগের অঙ্কুশের মস্তকটী কাটিয়া ফেলিলেই ঋকার প্রস্তুত হয়, এবং তাহার ব্যবহারে আমাদিগের বর্ণমালার একটী অভাব রহিত হইতে পারে; এবং দেশাধিকারিণী শ্রীমহারাণীর নামটী শুদ্ধরূপে লেখা যাইতে পারে। সংস্কৃতের ব ও ব- কার ভেদানুসারে বাঙ্গালী সকল শব্দের সংশোধন এইক্ষণে দুরূহ বোধ হইতে পারে; অতএব আমরা তাহার নিমিত্ত অনুরোধ করি না: তৎসমুদায়; "বো বা" সূত্রের প্রসাদে চলিত থাকিলে বিশেষ হানি নাই। কিন্তু বিদেশীয়-শব্দ-গ্রহণসময়ে প্রকৃত বর্ণ ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; এবং তাহারই নিমিত্ত আমাদিগের এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
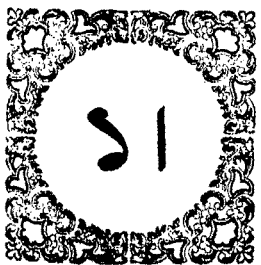
"তত্ত্বাবলী, সেরপুরাধিবাসি শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রণীতা। তৎকৃত টীকয়া সমন্বিতা চ"। বৈশেষিক দর্শনের সারার্থের সুখবোধনাভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় এই উপাদেয় পুস্তকখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে উদ্দেশ্য যে সমিচীনরূপে বিবৃত হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম শ্রুত আছেন, (এবং সংস্কৃতানুরাগী কে না তাঁহার নাম ও গুণগরিমা জ্ঞাত হইয়াছেন) তাঁহারা সকলেই প্রত্যাশা করিতে পারেন যে গ্রন্থখানি উত্তম হইবে, এবং সে আশা কোনমতে বিফল হয় নাই। আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ইহা বোধ হইতেপারে কোন বিষয়ের সরলতা-সম্পাদনার্থে নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে তাহা যাহাতে সুবোধ্য হয় একেবারে তাহার চেষ্টা বিহিত; তদর্থে একবার অপেক্ষাকৃত কঠিন পদ্য করিয়া পরে স্বয়ং তাহার গদ্যটীকাদ্বারা এক কর্ম্ম দুইবার করিবার আবশ্যক কি? পণ্ডিত মহাশয় প্রথম মূল ও পরে তাহার টীকা করিয়া বৃথা সময় ও কাগজ নষ্ট করিয়াছেন। সাবধানে ও স্পষ্টরূপে এক পদ্য কি গদ্য করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। পরন্তু স্মর্ত্তব্য যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় পণ্ডিত; তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রথারই অনুসরণ করিতে পারেন; এবং সেই প্রথায় এক গ্রন্থকর্ত্তার পক্ষে মূল শ্লোক ও তাহার টীকা করা নিসিদ্ধ নহে।

২। "মহাভারত। হরিবংশপর্ব্ব। মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত মূল ও অনুবাদ। ৪ খণ্ড শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত"। রহস্যের গত খণ্ডে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মহাভারতের অনুবাদ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে; তাহার অঙ্গীভূত এই হরিবংশ-পর্ব্ব সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। ইহার কাগজ অক্ষর ও মুদ্রাকার্য্য কোনমতে ভারতের তুল্য নহে;

ভারত যে প্রকার পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা তাহার সমকক্ষ হইলে অনেকের প্রীতিভাজন হইত। রচনার দৃষ্টান্তস্থলে নিম্নস্থ প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করা গেল।

"জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি প্রকারে কি বিধি অবলম্বন দ্বারা মহাত্মা সগরের প্রভূত বিক্রমশালী ষষ্ঠিসহস্রসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। সগরের দুই ভার্য্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী, ইনি বিদর্ভের দুহিতা। আর কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা। মহতী অসামান্যরূপ-লাবণ্য-সম্পন্না পরমধর্ম্মিণী মহিলা ছিলেন। কেশিনী ও মহতী ইহাঁরা উভয়েই ধর্ম্মনিরতা ছিলেন। নিয়ত ধর্ম্মাচরণদ্বারা ইহাঁদের উভয়েরই পাপ একেবারে বিনষ্ট হয়। মহর্ষি ঔর্ব্ব প্রীতান্তঃকরণে ইহাঁদিগকে এই বর প্রদান করেন যে তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে এক জন প্রার্থনানুসারে ষষ্ঠিসহস্রসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হইবে ও আর এক জন একটী মাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবে। যে যাহা ইচ্ছা কর, বর প্রার্থনা কর। তদনুসারে কেশিনী এক বংশধর পুত্র প্রসব করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। মুনি তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের উভয়কেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর কালক্রমে কেশিনীর গর্ভে ও সগরের ঔরসে অসমঞ্জস অর্থাৎ অপ্রতিম এক মহাবল পুত্র প্রসূত হইলেন। ইনিই রাজা পঞ্চজন নামে বিখ্যাত হয়েন। কথিত আছে, তৎপরে মহতী বীজপূর্ণা এক তুম্বী অর্থাৎ অলাবু প্রসব করিলেন। সেই অলাবুসদৃশ আধারে তিলপ্রমাণ ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরা যথাকালে প্রসূত হইয়া কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহারাজ সগর ষষ্টিসহস্রসংখ্যক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের অভ্যন্তরে সেই পুত্রদিগকে নিহিত করিলেন ও তাহাদের ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকের প্রতি এক এক ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দশ মাস অতীত হইলে সকল পুত্রেরা সেই অলাবু হইতে উত্থিত হইয়া যথাকালে জনকের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই প্রকার সগরপত্নী মহতী গর্ভ ধারণ করিয়া অলাবু প্রসব করিয়াছিলেন ও ঐ অলাবুর মধ্য হইতে মহারাজের ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিল। সগরের নারায়ণতেজঃপ্রবিষ্ট এই পুত্রদিগের মধ্যে একজন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম পঞ্চজন। মহারাজ পঞ্চজনের ঔরসে অংশুমান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়েন। অংশুমানের দিলীপনামক এক পুত্র হয়েন। ইনি লোকসমাজে খট্টাঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! দিলীপ মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি বুদ্ধি ও সত্যের প্রভাবে তিন ভুবন অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। দিলীপের দায়াদ মহারাজ ভগীরথ। ইনিই কঠোর তপস্যার বলে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ ভগীরথ দেবরাজ সদৃশ পরাক্রম ও বিপুল কীর্ত্তির আধার ছিলেন। ইনি গঙ্গাকে কন্যাস্বরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে সাগরের সহিত মিলাইয়া দেন। ইহাতেই বংশচিন্তকেরা গঙ্গা দেবীকে ভাগীরথী অর্থাৎ ভগীরথের দুহিতা বলিয়া থাকেন। ভগীরথের পুত্র মহারাজ শ্রুত নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রুতের পুত্র নাভাগ, ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ ইনি সিন্ধুদ্বীপের পিতা। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্য-

বান্ অযুতাজিৎ। অযুতাজিতের পুত্র যশস্বী ঋতুপর্ণ। আর্ত্তপর্ণি অর্থাৎ ঋতপর্ণের পুত্র, ইহাঁর নাম নলসখ, ইনি দিব্যাক্ষহৃদজ্ঞ ও মহাবলপ্রতাপ মহীপতি ছিলেন। ইহাঁর পুত্র সুদাস, এই রাজা দেব-

৩।। স্ত্রীপুরুষে তীর্থযাত্রা। শ্রীযাদব চন্দ্র মোদক প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে রচনাচাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় নাই। ইহার গল্পেরও তাদৃশ রম্যতা নাই। পরন্ত ইহাতে যে গল্পটী কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; এবং তাহার সত্যতা বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হইবার কারণ দৃষ্ট হয়না। বোধ হয় পাঠকবৃন্দ সেই গল্পের মর্ম্ম শ্রবণ করিলে অনেকে আমাদিগের সহিত একমত হইবেন। ঐ মর্ম্ম এই, হুগলী জেলার অন্তঃপাতি সপ্তগ্রামের নিকট ধামাস নামক গ্রামে ষষ্ঠীপুত্র নামা একব্যক্তি মোদক বাস করিত। সে জগন্নাথদর্শনার্থে সস্ত্রীক হইয়া গিয়াছিল। তথাহইতে প্রত্যাগমন-সময়ে তাহার বিশুচিকা রোগ হইলে তাহার স্ত্রি ও সহচর যাত্রীরা তাহাকে পথি মধ্যে ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জনবব করিল যে পথিমধ্যে তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তদনুসারে তাহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতি স্বজন শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর বিষয় বিভাগ করিয়া লয়। তাহার কীয়ৎকাল পরে ষষ্টিপুত্র কটক নগরেএক মোদক-কন্যার পানিগ্রহন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। এইঘটনা ছয়শত বৎস্যর হইল ঘটিয়াছিল। এই ক্ষণে যদিচ এইরূপ প্রত্যাগমনের কথা শ্রত হওয়া যায়না; কিন্তু অল্প-সম্বল-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জগন্নাথের পথে এই রূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহার অনেক প্রবাদ আছে; এবং যাঁহারা দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেন তাঁহারা ইহার অনেক প্রমাণও দিতে পারেন। গ্রন্থকারেরপরিত্যাগ সময়ের বর্ণনটী তাঁহার রচনায় উৎকৃষ্ট ভাগবলিয়া তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। তদ্যথা—

"পরদিবস রাত্রি প্রহরেক থাকিতে সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "হরিবোল হরিবোল" শব্দে তথা হইতে বহির্গত হইলেন, এবংসত্যবাদির চটী পশ্চাতে রাখিয়া অনবরত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে নবোদিত-ভাস্করাকিরণে সকলের মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিলে, পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামাভিলাষে সকলে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার উপোভোগে ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন—আপনারা সকলে ফেলিয়া যান যাবেন কিন্তু আমি কোন ক্রমে পারিব না, যেহেতু অন্য নন পরনন উনি আমার স্বামী আমি উহাঁর স্ত্রী। এই কথায় আর এক জন স্ত্রীলোক উত্তর করিল—নাও মেনে তোমার কথা ভাল লাগে না। এপথে কত লোক পেটের সন্তানকে ফেলে রেখে যায়-- তুমি আর স্বামীকে ফেলে যেতে পারনা? স্বামী হলো তো কি হলো। তখন প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পুনরায় কহিল যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই এমন কর্ম্ম করে, যাহাদের জ্ঞান আছে তাহারা কখনই এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। আমি কথকঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা হন, স্বামী মরিলে যে স্ত্রী, স্বামীর সহগমন করেন সেই স্ত্রী আপনাকে এবং তাঁহার স্বামীকে পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া উভয়ে অনন্ত সুখে স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। দেখ সেই জন্য অদ্যাপিও কত কত স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহমরণে গমন করিতেছেন। অতএব আমি কি বলে এমন অসময়ে স্বামীকে পথে ফেলে চলে যাব? আমার কি শরীরে দয়া মায়া নাই? না আমার কিছুমাত্র ধর্ম্ম ভয় নাই? এক দিন অপেক্ষা করে দেখি উনি কেমন থাকেন পরে যাহা হয় তাহাই করিব। এই

কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বক্তা স্ত্রীলোকটী আর কোন উত্তর করিল না। সেবার সেথুয়াঠাকুর কয়েক জন পুরুষযাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন--শুন তোমার স্বামীর লক্ষণ বড় ভাল নয়, যখন তিনটী বার মাত্র দাস্ত হওয়াতেই উহার চোক, মুখ বসে গিয়াছে তখন আর বাচিবার কিছুমাত্র আশা নাই। অতএব তুমি উহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত গমন কর। এই বলিয়া সেথুয়াঠাকুরকে নীরব হইতে দেখিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। হয় এক খানি ডুলি ভাড়া করিয়া দেয়, নতুবা অদ্যকার মত সকলে এইস্থানে থাক কল্য আপনারা যাহা বলিবেন আমি তাহার অন্যথা করিব না।

"পুনরুত্তরে সেথুয়াঠাকুর বলিলেন আমরা সত্যবাদির চটীতে থাকিতে যদ্যপি তোমার স্বামীর এরূপ ব্যারাম হইত তাহা হইলে যে কয় দিন গহরী করিতে বলিতে, তাহাই করা যাইত। এ নয় এদিগ্ নয়ওদিগ্, মধ্যস্থলে ছুশ, পৌনেদুশ যাত্রী কি প্রকারে নিরাশ্রয়ে থাকিবে, একে এই বর্ষাকাল তাহাতে এখানে দোকানি পসারী নাই, থাকিবার ঘর নাই, কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পাওয়া যাবে না, তবে কি এক জনের জন্য এরা এত লোক অনাহারে গাছতলায় থাকিবে, তাহা কখনই থাকিবেক না। তবে তুমি একা কি প্রকারে থাকিবে আর থাকিয়াই বা কি করিবে? নিকটে গ্রাম নাই যে তথায় লয়েগিয়ে স্বামীর চিকিৎসাদি করাইবে, কাটযুড়ি সত্যবাদি যে দিগে যাও চটী প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। চটী ভিন্ন ডুলি কাহার পাওয়া যাবে না, চটী হইতে ডুলি আনিতে গেলে রাত্রি তক্ষণেও আসা স্বার হইবে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন একা থাকা ভাল কিম্বা আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। এই বলিয়া পথ প্রদর্শক ক্ষান্ত হইলে অন্য একজন যাত্রীপথের রীতি নীতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বলাতে স্ত্রী স্বভাব বশতঃ প্রথমতঃ সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে দেশের লোকে জানিতে পারে—যে স্বামীকে জীবিতাবস্থায় পথে ফেলে এসেছে সেই চিন্তা মনোমধ্যে বারম্বার উদয়হ ওয়াতে ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থা হইয়া পুনর্ব্বার সঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—তোমরা যে উহাকে ফেলে যেতে বলিতেছ, এই কথা দেশের লোকে শুনে বল্‌বে কি? তখন যে লজ্জায় মরে যেতে হবে, দেশের লোকের নিকট মুখ দেখান যে ভার হয়ে উঠবে। এমন কর্ম্ম আমিত প্রাণ থাকিতে করিতে পারিব না। এই বলিয়া স্ত্রী লোকটী সহসা রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হায়! এখন আমি কি উপায় করিব? ভাবিয়া যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাদিগের ভরসায় পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলাম তাহারা তো সকলি করিল, পথে আসিয়া এরূপ বিপদে পড়িব, আজ কুক্ষণে রাত্রি পোহাইবে পুর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে চটী হইতে কখনই বাহির হইতাম না, সেই স্থানই কিছদিন থাকিতাম, বরং সেখানে থাকিলে যাহা হয় এক রকম শুবিধা করিতে পারিতাম পথে এসে যে বিষম বিপাকে পড়িলাম, হায়! আমার দশা কি হবে আমি কেমন করে ইহাঁকে দেশে নিয়ে যাব, হে পরমেশ্বর হে জগবন্ধু, হে মধুসূদন, বিপদকালে এদাসীকে রক্ষা করুণ। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী দীঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"এবম্প্রকার বিলাপ শুনিয়া যাত্রী সম্পদায় মধ্য হইতে এক জন তাঁহার স্বদেশীয় লোক উত্তর করিল। বলি কেবল আমরাই কয়েক জন তোমার দেশেস্থলোক আছিতো? আমরা দেশে গিয়ে যাহা

বলিব দেশের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে তজ্জন্য তোমার চিন্তা কি? তুমি সচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে গমন কর। স্ত্রীলোকটী কহিল আচ্ছা দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন তোমরা কি বলিবে? এইকথা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল। কেন আমরা বলিব পথে ষষ্ঠীপুত্রের ওলাউঠা হইয়াছিল, আমরা তাহাকে সত্যবাদির চটীতে রাখিয়া দুই দিবস চিকিৎসাদি করাইয়াছিলাম, কিন্তু আরোগ্য হইল না। পরে তাহার কালাকাল হইলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে তথা হইতে যাত্রা করি, সেই জন্য আসিতে আমাদের এত বিলম্ব হইয়াছে, নতুবা আমরা আরও দুই দিবস পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিতাম। যাত্রীদিগের মুখে এইরূপ নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্য শুনিয়া স্ত্রীলোকটী ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ইহাতেই সকলে, মৌনে সম্মতি লক্ষণ অনুমান করিয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইলেন অথাৎ এক জন যাত্রী একটী নারিকেল মালায় কিঞ্চিৎ জল, আর তাহার পরিধেয় বস্ত্রে মুটটাক্ চিঁড়ে বান্ধিয়া রাখিয়া আইলে; আর এক জন ষষ্ঠীপুত্রের কঙ্কাল হইতে টাকার গেঁজেটী খুলিয়া তাহার স্ত্রীকে আনিয়া দিল। পরে এই ব্যাপার সমাপ্ত হইলে যাত্রীরা সকলে রোগীর নিকট হইতে নীরবে উঠিয়া চলিল এতদ্দর্শনে উক্ত রমণী অগত্যা সঙ্গি সঙ্গে চলিলেন।

৪। "অকাল কুসুম, অথবা আজমীর রাজতনয়া। শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত"। এই পুস্তকখানির রচনা পূর্ব্ববর্ণিত পুস্তকের বিপরিতী। সে পুস্তকের রচনায় অলঙ্কার প্রায় নাই; ইহাতে যৎপরোনাস্তি প্রচুর। পূর্ব্বটীর ভাষা অশুদ্ধ ও সরলের এক শেষ; শেষটীর পরিশুদ্ধ ও কুটিলের পরাকাষ্ঠা। অশিক্ষিত যে কেহ পূর্ব্বটী পাঠ করিলে বা তাহার পাঠ শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারে; শেষটী সংস্কৃতাভিধানে বিলক্ষণ জ্ঞান না থাকিলে হৃদয়ঙ্গম হইবার উপায় নাই। দিবারাত্র, আলোক অন্ধকার, বা শুক্ল কৃষ্ণ, যেমত পরস্পর বিভিন্ন; লক্ষিত গ্রন্থদ্বয় তদ্রূপ স্বতন্ত্র। পরন্তু উভয়েই বিপরীত ধর্ম্মের চরম অবস্থার অনুসরণ করিয়াছে, "এবং সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" বলিয়া ইহার অন্যতরে প্রকৃত প্রসাদ গুণ লক্ষিত হয়না। মোদকের গ্রন্থ নিতান্ত অনলঙ্কৃত, ও ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ অত্যন্ত সমলঙ্কৃত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন, এবং রচনাচাতুর্য্য তাঁহার যাদৃশ আছে তাদৃশ অন্যত্র অল্প দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রসাদ-গুনাভাবে তাহা মনোরঞ্জক হয় নাই। শব্দের আড়ম্বরে অনেক স্থানে রসের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; ইহার দৃষ্টান্তার্থে আমরা একটী কথার উল্লেখ করিব। এক স্থানে তিনি একটী রমণী লজ্জায় অধোবদনে জুতার অগ্রভাগ দিয়া ধরাপৃষ্ঠ চাপিতেছেন এই কথা লিখিবার সময় জুতা, কি পাদু, কি উপানৎ শব্দ না লিখিয়া প্রায় অচল অনুপদীনা শব্দটী ব্যবহৃত করিয়াছেন, তাহাতে রচনার শ্রবন গাম্ভির্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ শব্দের অর্থ বুট জুতা, আর হিন্দু মহিলা বুট পরিয়াছে বলিলে গম্ভীর্য্য ভাবের উদয় হয় কি হাস্য আইসে তাহা পাঠকবৃন্দ নির্দ্দিষ্ট করিবেন। এরূপ দোষ অপরাপর স্থানে অনেক আছে। গ্রন্থের বিষয় এই যে কান্যকুব্জের অধিপতি নয়নপালের পুত্র অজয়চন্দ এক অরন্যমধ্যে দৈব এক রমণীকে সার্দ্দুলমুখে পতিত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেণ। সেই মহিলা মহারাজ অজমীরাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের দুহিতা, ইন্দুমতী। ঐ ঘটনায় উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ জন্মে; কিন্তু ঐ দুই রাজ-পরিবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, সুতরাং পরিণয়ের ভরসা ছিলনা। আজমীরাধিপতি বি-

কানেয়ের রাজকুমারের সহিত পরিণয় সম্বন্ধ নির্ণিত করিলে রাজবালা তাহাতে অসম্মত হন; তাহাতে তাঁহার অজয়চন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়, এবং উভয় বংশে যুদ্ধ হইয়া কীর্ত্তিচন্দ্রের বিনাশ হয়। রাজবালা এই ঘটনায় জলচ্চিতায় আত্ম সমর্পন করেণ, এবং জয়চন্দ্র প্রনয়নী-শোকে আপনিও সেই চিতায় দেহার্পন করিলেন।

এই গল্পের বিষয় অল্প, কিন্তু বাক্যবিন্যাসে ইহার আয়তন বিলক্ষণ পুষ্টীকৃত হইয়াছে। সেই বাক্যবিন্যাস যে সর্ব্বত্র সমিচীন ইহা বলা যায় না। ব্যাঘ্রের মৃত্যু বর্ণনায় গ্রন্থকার লেখেন—

"অমনি কামিনীর পশ্চাদ্দেশে একটী শব্দ হইল, তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন, আবার সম্মুখেও ভীমরব। তৎক্ষণাৎ বৃহদাকার হিংস্রের পতন, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন—চক্ষুর্দ্বয় ভাস্করের ন্যায় প্রোজ্জ্বল, ঝঞ্ঝাপাততুল্য দশন-বিলোড়ন, সামুদ্রিক ফেন তুল্য লালোদ্গম, উৎসনিসৃত সলিল প্রবাহের ন্যায় রক্ত প্রবাহ—। পথিক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, শার্দ্দূল পঞ্চত্ব পাইতেছে।"

অনত্র্য রাজপুত্র ও রাজবালার কথোপকথন বর্ণনায় তিনি লেখেন—

"যুবরাজ আর নবীনা উভয়ে নির্ভীক তমাল দ্রুমের পরিস্কৃত তলে বসিয়া আছেন। রাজপুত্র অতি স্থির, তাঁহার কর্ণদ্বয় যেন সমাধিযুক্ত, কি শুনিতেছেন। রাজপুত্রীও অতি স্থিরভাবে বসিয়া আছেন গ্রীবাদেশ ঈষৎ অবনত করিয়া বদনমণ্ডল ধরাতলের অভিমুখে রাখিয়াছেন। ধরাদেবী যেন সেই সৌন্দর্য্যাকর মুখমণ্ডল বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না, এজন্য যেন মাধ্যাকর্ষণের বৃদ্ধি করিতেছেন। আবার সেই ভুবনমোহন অধরে একটী একটী করিয়া মধুর বাক্য নিঃসৃত হইতেছে। সে বাক্য স্পষ্ট ও পীযুষ-পরিপূর্ণ। তিনি কি বলিতেছেন, আর কি বলিবেন? অকপটে আপনার পরিচয় দিতেছেন।

"পরিচয় সমাপ্তি প্রায়। যুবরাজ সহসা উঠিলেন আবার বসিলেন। তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। শোণিত ধমনীতে বেগে বহিতে লাগিল এতক্ষণ যে, মায়াবিনী আশা তাঁহার হৃদয়াগারের অতিথী হইয়াছিল, কত প্রকার প্রলোভন দেখাইতেছিল, সে অতল জলে নিমগ্ন হইল। এতক্ষণ যে, তাঁহার চিত্তাম্বরে শীতরশ্মির বিমলজ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহা সন্তাপ কালিমায় অপাবৃত হইল। উঠিলেন, আবার বসিলেন। তৎকালীন ভাবের গোপন জন্য কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিলেন। কহিলেন রাত্রিকালে বনভ্রমণ বিপদের কারণ। নির্ভয় থাকুন প্রভাত হইলে আপনাকে পিতৃভবনে রাখিয়া যাইব।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২টাকা। ৬১ খণ্ড

রহস্য-ব্যঞ্জক উদ্বাহরীতি।

হা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত আছেন যে অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য আপনদল ভিন্ন প্রতিবাসী কোন দলের মধ্যহইতে রমণী অপহরণ করিয়া বিবাহ সিদ্ধ করিত, এবং সেই অপহরণ-সময়ে উভয় দলে সঙ্গ্রাম হইত। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে সেই সঙ্গ্রাম কাল্পনিক হয়। পরে তাহা একেবারে রহিত হইয়া সংগ্রাম ও অপহরণের স্থানে আনন্দোৎসব পরিবর্দ্ধিত হয়। পরন্তু পূর্ব্বপ্রথানুসরণের অনুরাগে ঐ সঙ্গ্রামের কিঞ্চিৎ লক্ষণ বহুকাল বর্ত্তমান থাকে। এতদ্দেশে ঐ লক্ষণটী বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়। আশু একথা বলায় কোন কোন পাঠক আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন; পরন্তু ডেলাভাঙ্গার ব্যাপার তাঁহাদের স্মরণপথে উদিত হইলে সে বিরাগ-তিমির অবশ্য তিরোহিত হইবে। নূতন কুটুম্ব বিবাহোপালক্ষে বাটীতে আসিতেছে দেখিয়া স্বজন পরিজন গ্রামস্থ লোকে আনন্দোৎসব করিবে, ও আগন্তুকদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিবে, ইহাই সম্ভব; তদ্বিপরীতে তাহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ কদাপি সম্ভবে না; সুতরাং অনুভূত হয় যে ঐ "ডেলাফেলা" প্রাচীন সঙ্গ্রামের অনুকরণমাত্র। কলিকাতায় প্রকৃত ডেলাফেলা শেষ হইয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজপুতানা-প্রদেশে "তোরণ ভঙ্গ" ও কিঞ্চিৎ যুদ্ধেরও অনুকরণ হইয়াথাকে। আর এতদ্দৃষ্টে বরযাত্রিকেরা যে প্রাচীন যুদ্ধযাত্রির প্রতিনিধি তাহা বলায় অত্যুক্তি হয় না। বরের কর্ণমর্দ্দন যে ঐ যুদ্ধের অঙ্গীভূত তাহা সহসা কথনীয় নহে; পরন্তু তাহা বলায় বিশেষ দূষ্য হইবে না। ইউরোপখণ্ডেও এইরূপ অনেক প্রাচীন লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে একটী বিশেষরহস্য-ব্যঞ্জক, তাহা শ্রীমতী মহারাণী বিক্টারিয়ার চতুর্থ কন্যা লুইসের বিবাহোপলক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়াতে এই প্রস্তাব আমাদিগের মনে উদিত হয়। সংবাদ-পত্রে লিখিত হইয়াছে যে গত মার্চ মাসের ২১সে দিবসে রাজ-কন্যার বিবাহ হইলে পর, যখন বরকন্যা স্বগৃহে যাত্রা করেন তখন পাত্রকন্যার মঙ্গল-কামনায় দর্শকবৃন্দ সকলে তাহাদিগের প্রতি ছেঁড়া জুতা ফেলিতে লাগিল, এবং অনেক গুলি ঐ জুতা আসিয়া বরকন্যার গাড়ীর মধ্যে পড়িল। এই জুতা ফেলায় কি প্রকারে মঙ্গল ঘটে তাহা আমরা বলিতে অশক্ত। পরন্তু পাঠকগণ অনুমান করিয়া দেখুন, যে দলহইতে কন্যা লইয়া পলা-